দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৯ ঈসায়ী

তাযকিয়াতুন নাফস আর্কাইভ-২০১৯

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৯ ঈসায়ী

সূচিপত্র

আকাবিরের মূল্যবান বাণী - ১৮ ..... ৬

আকাবিরের মূল্যবান বাণী - ১৯ ..... ৮

আকাবিরের মূল্যবান বাণী - ২০ ..... ১১

কীভাবে আপনার নামাযে খুশু-খুযু আসবে? ১৩

আকাবিরের মূল্যবান বাণী : ২১ ..... ১৭

আকাবিরের বাণী : কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত ও তাদাব্বুর ২০

আকাবিরের বাণীঃ আল্লাহর যিকির ২৬

ইখলাসের চিঠি – দাওয়াতের পথে যদি হয় ভুল ৩২

আকাবিরের বাণীঃ তাযকিয়াতুন নফস- ০১ ..... ৩৭

আকাবিরের বাণীঃ কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত ও তাদাব্বুর ৪৩

আকাবিরের মূল্যবান বাণীঃ ২২ ..... ৪৮

আকাবিরের মূল্যবান বাণী : ২৩ ..... ৫২

মৃত্যু!এক অপ্রিয় বাস্তবতা- ৫৪

মৃত্যু যন্ত্রণা-পর্ব-২ ..... ৫৭

বিবাহ করার উদ্দেশ্য তালাক দেওয়া নয়। ৬০

আকাবিরের মূল্যবান বাণী : ২৪ ..... ৭৯

আকাবিরের মূল্যবান বাণী : ২৫ ..... ৮১

আকাবিরের মূল্যবান বাণীঃ ২৬ ..... ৮৩

আকাবিরের মূল্যবান বাণী : ২৭ ..... ৮৫

আকাবিরের মূল্যবান বাণী : ২৮ ..... ৮৭

আকাবিরের মূল্যবান বাণী : ২৯ ..... ৮৯

আকাবিরের মূল্যবান বাণী : ৩০ ..... ৯১

সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক বাণী : ০১..... ৯৩
সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক বাণী : ০২ ..... ৯৫
সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ০৩ ..... ৯৬
সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ০৪ .....৯৭
সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ০৫ .....৯৯
সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ০৬ .....১০১
জুমআর দিনের বিশেষ সময় ১০৩
সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ৭ .....১০৫
সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ৮ .....১০৭
সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ৯ .....১০৯
পৃথিবী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে। আমাদের করণীয় কী?.....১১০
আল্লাহর নূর ১১৩
হে আল্লাহ! আমার হাশর যেন সুরঙ্গ খননকারী ভাইটির সাথে হয়..... ১১৬
সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ১১ ..... ১১৯
ফেরেশতাদের ঝনঝনানি...! ১২১
সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ১২.....১২৩
সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ১৩..... ১২৫
জুমআর দিন বাদ আসর সালাফদের আমল ১২৭
সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ১৪ ..... ১৩০
সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ১৫.....১৩২
সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ১৬.....১৩৪
সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ১৭ ..... ১৩৬
এসো আল্লাহর ভয়ে কাঁদি ১৩৮

সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ১৮..... ১৫১
সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ১৯.....১৫৩
সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ২০ .....১৫৫
সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ২১ ..... ১৫৭
সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ২২.....১৫৮
জান্নাতি হওয়ার সহজ একটি আমল: সাইয়্যিদুল ইসতিগফার পাঠ করা।.....১৫৯
সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ২৩ ..... ১৬১
জান্নাতি হওয়ার সহজ আরেকটি আমল: আযানের জবাব দেওয়া। ১৬২
সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ২৪.....১৬৪
সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ২৫.....১৬৬
দরিদ্রতা থেকে মুক্তির আমল: প্রতি রাতে সূরা ওয়াক্বিয়া তিলাওয়াত করা।... ১৬৮
সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ২৬..... ১৭১
কে আছে এমন যার অসংখ্য হুর প্রয়োজন?..... ১৭২
সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ২৭.....১৭৫
।।। কুরআন বোঝার মজা ।।। ১ ..... ১৭৭
তোমার সব সমস্যার এক সমাধান!.....১৮৪
শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষাকে পুঁজি করে শয়তান আমায় ধোঁকায় ফেলে দিচ্ছে নাতো...!?..... ১৮৮

আকাবিরের মূল্যবান বাণী - ১৮

abudujanah

Senior Member

০১-১৩-২০১৯

**٣٦ - كان علي رضي الله تعالى عنه يقول* : كونوا لقبول العمل أشد اهتماماً منكم بالعمل،*ألم تسمعوا قول الحق عز وجل : إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَّقِينَ . المائدة : ٢٧*

৩৬ : তোমরা আমলের চেয়ে আমল কবুল হওয়ার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেবে। আল্লাহ তা'আলার এই কথা কি তোমরা শোনোনি যে, তিনি বলেছেন, **إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَّقِين**

.*আল্লাহ তাআলা কেবলমাত্র মুত্তাকীদের কাছ থেকেই কবুল করেন। সূরা মায়েদা : ২৭

- হযরত আলী বিন আবি তালেব রাযি.

**٣٧ - قال عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله :*أدركتهم (السلف الصالح) يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوا وقع عليهم الهمّ ! أيقبل منهم أم لا ؟*

৩৭ : আমি সালাফদেরকে দেখেছি, তাঁরা নেক আমল করার প্রতি খুব যত্নবান ছিলেন। তবে কোনো নেক আমল সম্পন্ন করে এই ভেবে চিন্তিত থাকতেন যে, আমলটি কবুল হবে তো?

-হযরত আব্দুল আজিজ বিন আবু রাওয়াদ রহ.*

٣٨ - قال الفضيل بن عياض رحمه الله : ليس في الأرض شيء أشد من ترك شهوة . حلية الأولياء

৩৮ : প্রবৃত্তির চাহিদা বর্জন করার চেয়ে কঠিন কোন জিনিস পৃথিবীতে নেই। হযরত ফুযায়েল বিন ইয়ায রহ. হিলয়াতুল আউলিয়া।

٣٩ - لو سمعت صرير أقلام الملائكة وهي تكتب اسمك من الذاكرين لمت شوقا لقول لا إله إلا الله

.الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى

৩৯ : ফেরেশতারা যখন আপনার নাম আল্লাহর যিকিরকারীদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেন তখন আপনি যদি তাঁদের কলমের আওয়াজ শুনতে পেতেন তাহলে আল্লাহর যিকিরের প্রতি অত্যাধিক ভালোবাসার কারণে মারাই যেতেন।

-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.

٤٠ - الابتلاء باب لا بد أن يدخله كل صادق

لا أعلم أحداً في التاريخ نفع الله به الأمة بالحق إلا وقد نزل به ابتلاء قل أو كثُر.

-الشيخ عبدالعزيز الطريفي فك الله أسره*

৪০ : দ্বীনের পথে পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া, এটি এমন একটি দরজা যা দিয়ে সত্যনিষ্ঠ প্রতিটি ব্যক্তিকেই প্রবেশ করতে হবে।

কারো মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা উম্মতকে হক চিনার ক্ষেত্রে উপকৃত করেছেন আর তার ওপর কম বেশি কোনও ধরনের পরীক্ষা আসেনি, ইতিহাসে এমন কোনো ব্যক্তি ছিলেন বলে আমার জানা নেই।

-শাইখ আব্দুল আজিজ আত তারিফী হাফি.

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২০৬৯

আকাবিরের মূল্যবান বাণী - ১৯

abudujanah

Senior Member

০১-১৯-২০১৯

٤١ - قال الإمام الشافعي رحمه الله : أعزُّ الأشياء ثلاثة: الجودُ من قِلَّة، والورعُ في خَلوة، وكلمةُ الحقِّ عند من يُرجى ويُخاف

৪১ : তিনটি কাজ খুবই কঠিন। (তবে আল্লাহর কাছে তার মূল্যও অনেক বেশি)

এক. সম্পদ অল্প হলেও তা থেকে দান করা।

দুই. নির্জনস্থানে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা।

তিন. এমন ব্যক্তির সামনে হক কথা বলা যার থেকে কিছু পাওয়ার আশা থাকে কিংবা তার শাস্তির ভয় থাকে।

-ইমাম শাফেয়ী রহ.

٤٢ - قال ابن رجب* الحنبلي رحمه الله : ومن أعظم ما تحصُلُ به محبةُ اللَّهِ من النوافلِ تلاوةُ القرآنِ وخصوصًا مع التدبرِ مجموع الرسائل ٤/٨٧

৪২ : নফল আমলের মধ্যে যে আমল দ্বারা আল্লাহর*মহব্বত সবচে' বেশি লাভ হয় তা হল, কুরআন তেলাওয়াত। বিশেষ করে যখন তা*হয় গভীর চিন্তা ভাবনার সাথে।

- ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রহ., মাজমুউর রাসায়েল : ৪/৮৭

*•……•

٤٣ - قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : الخوفُ مِنَ الله مِنْ أعظم أسباب المغفرة . منهاج السنة : *٤٨٤/٥

৪৩ : 'আল্লাহর ভয়' মাগফেরাত লাভের অন্যতম উপায়।

-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.

মিনহাজুস সুন্নাহ : ৫/৪৮৪

٤٤ - إن الصلاة على الرسول ﷺ مع الدعاء على ثلاث مراتب :

أكمل المراتب : الصلاة على النبي ﷺ في فاتحة الدعاء ووسطه وخاتمته . وإنها للدعاء كالجناح يصعد بخالصه إلى عنان السماء.

والمرتبة الثانية : في أوله وآخره

والمرتبة الثالثة : في أوله

-الإمام ابن القيم رحم الله في كتابه جلاء الأفهام :٥٣١-٥٣٥

৪৪ : দোয়ার সাথে দুরুদ পড়ার তিনটি স্তর। সর্বোত্তম স্তর হল, দোয়ার শুরুতে, মাঝখানে এবং শেষে দুরুদ পড়া।

দ্বিতীয় স্তর হল, দোয়ার শুরুতে এবং শেষে দুরুদ পড়া।

তৃতীয় স্তর হল, শুধু দোয়ার শুরুতে দুরুদ পড়া।

দোয়ার জন্য দুরুদ হল, পাখির জন্য ডানার মতো।*দুরুদ শরীফের মাধ্যমেই*আমাদের দোয়া আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে।

-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. জালাউল আফহাম : ৫৩১-৫৩৫

٤٥ - مَن سلَك الصراط المستقيم في الدنيا وجازَه، وردَ الصراط على متن جهنم وجازه، وبمقدار سلوكِه وثباته واتباعه لصراط الله في الدنيا، يكون ورودُه، وسرعةُ نفوذِه على صراط الآخرة

الشيخ عبد العزيز الطريفي حفظه الله ورعاه؛

الخراسانية : ٣٧١

৪৫ : যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সীরাতে মুস্তাকিমের ওপর অবিচল থাকবে সে জাহান্নামের ওপর স্থাপিত পুলসিরাতের ওপরও অবিচল থাকতে পারবে। দুনিয়াতে যে যে পরিমাণ অবিচল থাকবে আখেরাতে সে ঠিক সেই পরিমাণই অবিচল থাকতে পারবে এবং তার পার হওয়ার গতিও সেই পরিমাণই দ্রুত হবে।

-শাইখ আব্দুল আজিজ আত তারিফী হাফি.

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২১৩৭

আকাবিরের মূল্যবান বাণী - ২০

abudujanah

Senior Member

০১-২৬-২০১৯

٤٦ : الكلام كالدواء إذا أقللت منه نفع وإذا أكثرت منه صدع . سيدنا عمرو بن العاص ﷺ

৪৬ : কথা হল ওষুধের মতো। কম হলে উপকারী, বেশি হলে ক্ষতিকর। -হযরত আমর বিন আস রাযি.

٤٧ *: رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية . الإمام عبدالله بن مبارك رحمه الله تعالى

৪৭ : নিয়ত কখনো কখনো কারো ছোট আমলকেও বড় বানিয়ে দেয় আবার বড় আমলকেও ছোট বানিয়ে দেয়।

-হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ.

٤٨ : ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والاخلاص أن يعافيك الله منهما

- .الامام فضيل بن عياض رحمه الله تعالى

৪৮ : মানুষ দেখে ফেলবে এ কারণে (কোনো নেক আমলের সংকল্প করার পর) তা ছেড়ে দেয়া হল রিয়া। আর মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে কোনো আমল করা হল শিরিক। উভয়টি থেকে নিষ্কৃতি লাভ করার নাম হল ইখলাস।

-হযরত ফুযায়েল বিন ইয়ায রহ.

٤٩* : إنَّ العبدَ ليأتي يومَ القيامةِ بسيئاتٍ أَمْثَالَ الجبالِ فَيَجِدُ لِسَانَهُ قد هَدَمَهَا مِن كَثْرَةِ ذِكْرِ الله تعالى

-الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى

৪৯ : কোনো কোনো বান্দা কেয়ামতের দিন পাহাড় সমপরিমাণ গুনাহ নিয়ে হাজির হবে কিন্তু সে দেখবে যে, তার জিহবা তার ওই সবগুলো গুনাহকে সম্পূর্ণরূপে মিটিয়ে দিয়েছে। এর কারণ হল, সে অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করতো। -ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.

٥٠ : والغيبة أكثر ما يُهلكُ الناسَ، ويُذهبُ حسناتهم وهم لا يشعرون

-الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله ورعاه

في التفسير والبيان (٤/٢٠٧٦)

৫০ : যে জিনিসটি বহু মানুষকে তাদের অজান্তে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের নেক আমলগুলোকে বরবাদ করে দিচ্ছে তা হল, গীবত।

-শাইখ আব্দুল আজিজ আত তারিফী হাফি.

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২২০৩

কীভাবে আপনার নামাযে খুশু-খুযু আসবে?

abudujanah

Senior Member

০২-০৯-২০১৯

খুশু খুযু বা ধ্যান ও মনোযোগ হল, নামাযের রূহ বা প্রাণ। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা সূরা আল মুমিনীনের শুরুতে সফলতাপ্রাপ্ত মুমিনদের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে একদম শুরুতেই নামাযের খুশু খুযুর কথা উল্লেখ করেছেন। পরবর্তীতে আলাদাভাবে নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। নামাযে খুশু খুজুর ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম এবং পরবর্তী বুযুর্গানে দ্বীনের কত ঘটনাই তো আমরা শুনেছি। আমাদের অনেক ভাই মনে করেন, খুশু খুযুর সাথে নামাজ পড়া আমাদের ভাগ্যে নেই। আমাদের পক্ষে এটা সম্ভব না। অথচ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যত কাজ করতে বলেছেন তা সবই আমাদের সাধ্যের ভিতরে। আমাদের সাধ্যের বাইরে কোনো কাজের নির্দেশ তিনি আমাদেরকে দেন না। আমরা যদি মাত্র দুটি কাজ করতে পারি তাহলে ইনশাআল্লাহ ধীরে ধীরে আমাদের নামাযে খুশু-খুযু এসে যাবে। আমরা নিজেরাই বিষয়টা উপলব্ধি করতে পারবো ইনশাআল্লাহ।

এক : ধীরস্থিরতা

নামাযের প্রতিটি কাজ ধীরস্থিরভাবে করুন।

ধীরস্থিরভাবে তাকবীর বলুন।

ধীরস্থিরভাবে সানা পড়ুন।

ধীরস্থিরভাবে সূরা পড়ুন।

ধীরস্থিরভাবে রুকু করুন।

ধীরস্থিরভাবে রুকু-সেজদার তাসবীহগুলো পড়ুন।

রুকু থেকে উঠে ধীরস্থিরভাবে সোজা হয়ে দাঁড়ান।

ধীরস্থিরভাবে সেজদা করুন।

দুই সেজদাহর মাঝখানে ধীরস্থিরভাবে বসুন।

মোটকথা, নামাযের প্রতিটি কাজ ধীরস্থিরভাবে সম্পন্ন করুন। পাশাপাশি একান্ত প্রয়োজন ছাড়া শরীরের কোনও অংগ নড়াচড়া করা (যেমন, শরীর চুলকানো, টুপি ঠিক করা ইত্যাদি) থেকে সম্পূর্ণ রূপে বিরত থাকুন।

দুই : অর্থের প্রতি মনোযোগ

নামাযে আপনি যা-ই পড়েন তার অর্থের প্রতি মনোযোগ রাখুন। তা সূরা হোক বা তাসবীহ কিংবা দোয়া। আপনি কী পড়ছেন তা যেন আপনি বুঝতে পারেন।* উদাহরণত, আপনি নামাযে যত বার আল্লাহু আকবার বলবেন, এ কথা খেয়াল করে বলবেন যে, আপনি বলছেন, আল্লাহ সবচেয়ে বড়।

আপনি যদি ধীরে ধীরে ছোট ছোট সূরাগুলোর অর্থ এবং অন্যান্য দোয়াগুলোর অর্থ শিখে নেন। এরপর পড়ার সময় ওগুলোর অর্থের প্রতি খেয়াল রেখে পড়েন তাহলে ইনশাআল্লাহ এটি আপনার পক্ষে সহজ হবে।

এ দুটি কাজ যদি আপনি করতে পারেন তাহলে ইনশাআল্লাহ ধীরে ধীরে আপনার নামাযে খুশু-খুযু আসবে। আপনি নিজেই বিষয়টা উপলব্ধি করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।
এই দুটি কাজ হল নামাযে খুশু খুযু আনয়নের মূল উপায়। এর সাথে সহায়ক আরও কয়েকটি কাজ আছে। তা হল,

এক : আল্লাহ কাছে খুব অনুনয় বিনয়ের সাথে দোয়া করা। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে খুশু খুযুওয়ালা নামাজ দান করুন।

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ওই সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা তাদের নামাযে খুশু-খুযুর অধিকারী।

কোনো ব্যবসায়ী যখন ব্যবসাতে চরমভাবে লোকসানের সম্মুখীন হতে থাকে তখন সে কীভাবে আল্লাহর কাছে দোয়া করে? ডাক্তাররা যখন কোনো রোগীকে বলে দেয় যে,আমরা আর পারছি না তখন সে নিজের জীবন রক্ষার জন্য কীভাবে আল্লাহর সামনে কান্নাকাটি করে? একটু ভাবুন তো! আমাদের নামায কি একজন

ব্যবসায়ীর ব্যবসার চেয়ে এবং একজন রোগীর জীবনের চেয়ে বহু বহুগুণ মূল্যবান নয়? অতএব আমাদেরকে নামাযের জন্য কত বেশি অনুনয় বিনয়ের সাথে আল্লাহর কাছে দোয়া করা জরুরি। আমরা যদি আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারি তাহলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই আমাদেরকে এমন নামায দান করবেন যা দ্বারা তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।

দুই : ওযু ও তাহারাত হল নামাজের চাবি। চাবি যত সুন্দর হবে নামায তত সুন্দর হবে। এজন্য ওযু করার সময় আমরা কখনই তাড়াহুড়ো করবো না। ধীরস্থিরভাবে ওযু করবো। ওযুর প্রতিটি সুন্নত, মুস্তাহাব ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে ওযু করবো। ওযুর শুরু ও শেষের দোয়াগুলো অবশ্যই পড়বো।

তিন : আমাদের অন্তরে পরনের পোশাকের একটা বিরাট প্রভাব পড়ে। এজন্যই ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন, যে সকল পোশাক পড়ে কেউ কোথাও বেড়াতে যায় না, কোনো অনুষ্ঠানে যায় না এমন পোশাক পরে নামাজ পড়া মাকরুহ। তেমনি ভাবে ঘরে থাকা কালে সাধারণত যে সব পোষাক পড়া হয় এমন পোশাক পড়েও নামায পড়া মাকরুহ। অতএব আপনি নামাযের জন্য আলাদা এক সেট কাপড় রাখুন। জুমআ ও ঈদের জন্য যেমন আপনার কাছে থাকা সবচেয়ে সুন্দর কাপড়টা পড়েন প্রতি নামাযের জন্য তা-ই করুন। আপনার কাছে থাকা কাপড়গুলো মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর কাপড়টা পরে নামায আদায় করুন। এটা কেউ কঠিন মনে করতে পারেন। কিন্তু নামাযের যথাযথ আযমত-মহত্ব ও গুরুত্ব আমাদের অন্তরে এসে গেলে কাজটি মোটেই কঠিন মনে হবে না ইনশাআল্লাহ।

খুশু-খুযুর একটি উদাহরণ

আমাদের কেউ যখন কারো সাথে মোবাইলে কথা বলে কিংবা কারো কথা শুনে তখন সে যার সাথে কথা বলছে বা যার কথা শুনছে তার কথার প্রতি কী পরিমাণ মনোযোগী থাকে? তার পূর্ণ মনোযোগ ওই কথার দিকেই থাকে। এ কারণে কখনো কখনো দূর্ঘটনাও ঘটে যায়। কিন্তু এর বিপরীত যখন কেউ ইমো কিংবা হোয়াটসআপে কারো কাছ থেকে আসা ভয়েস রেকর্ড শুনে কিংবা কাউকে পাঠানোর জন্য নিজের ভয়েস রেকর্ড করে তখন কি তার মনোযোগ ওরকম থাকে? নিশ্চয়ই না। আমরা যখন পূর্ণ মনোযোগ সহকারে নামায পড়বো তখন আমাদের অবস্থা এমন হওয়া উচিত, যেন আমরা আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথা

বলছি। আমরা বলছি আর তিনি শুনছেন। এটাই হল মূলত নামাযের খুশু খুজু। এটাই হল নামাযের মূল প্রাণ। পক্ষান্তরে আমরা যদি এমন ভাবে নামায পড়ি যেন রেকর্ড করা কিছু কথা শুনিয়ে দিলাম। সুরা ফাতেহাটা শুনিয়ে দিলাম। এরপর আরো একটি সূরা শুনিয়ে দিলাম। কী পড়ছি? কাকে শোনাচ্ছি, সে দিকে কোনো মনোযোগ নেই। ফলে কখনো কখনো আমরা নিজেরাও টের পাই না যে, সূরা ফাতেহার পর কোন সূরাটা পড়লাম। আমাদের এই জাতীয় নামাযগুলো হল প্রাণহীন। মৃত নামায। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এমন নামায থেকে পানাহ দেন এবং এমন ভাবে নামায পড়ার তাওফিক দেন যেভাবে নামায পড়া তিনি পছন্দ করেন।*আমীন

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৩৪৬

আকাবিরের মূল্যবান বাণী : ২১

abudujanah

Senior Member

০২-১২-২০১৯

٥١ : أطوع الناس لله أشدهم بغضا لمعصيته

-سيدنا أبو بكر الصديق ﷺ

৫১ : আল্লাহর হুকুম অমান্য করতে যে যত বেশি ঘৃণা করে সে আল্লাহর তত বেশি অনুগত বান্দা।

-হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি.; মাওয়ায়েযে সাহাবা রাযি. : ২৩

٥٢ : التؤدة في كل شيء خير إلا* ما كان من أمر الآخرة

-.سيدنا عمر بن الخطاب ﷺ

৫২ : সকল কাজে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা উত্তম তবে আখেরাতের কাজে*দ্রুততা অবলম্বন করা উত্তম।

-হযরত উমর বিন খাত্তাব রাযি.; মাওয়ায়েযে সাহাবা রাযি. : ২৮

٥٣ : إن الله إنما إعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة و لم يعطيكموها لتركنوا إليها

-سيدنا عثمان بن عفان ﷺ

৫৩ : আল্লাহ তোমাদেরকে এ উদ্দেশ্যেই দুনিয়ার ধন দৌলত দিয়েছেন যে, তোমরা তা দ্বারা আখেরাত তালাশ করবে। দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ার জন্য তিনি তোমাদেরকে ওসব দেননি।

-হযরত উসমান বিন আফফান রাযি.; মাওয়ায়েযে সাহাবা রাযি. : ৩৯

٥٤ : قال ابن القيم رحمه الله : الدعاء إذا كان وقت إجابة كآخر ساعة من الجمعة،

ثم صادف خشوعا،

واستقبال القبلة على طهارة،

ورفع الداعي يديه،

وبدأ بحمدالله والثناء عليه،

وصلى على رسوله ﷺ،

وقدم بين يديه الاستغفار،

وألحّ على الله في المسألة،

وتوسل إليه بأسمائه وصفاته،

وقدم بين يديه صدقة،

فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا

৫৪ : দোয়া যখন কবুল হওয়ার মুহূর্তে করা হয়। যেমন, জুমার দিনের শেষ সময়। সঙ্গে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোও যুক্ত হয়,

পবিত্র অবস্থায় দোয়া করা।

কেবলামুখী হওয়া দোয়া করা।

দুই হাত তুলে দোয়া করা।

দোয়ার পূর্বে আল্লাহ তাআলার হামদ ও সানা পড়া।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ পড়া।

তওবা ও ইস্তেগফার করা।

দোয়ার সময় খুব পীড়াপীড়ি করে চাওয়া। আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলীর ওসিলা দিয়ে দোয়া করা।

দোয়ার পূর্বে কিছু সদকা করা।

এভাবে দোয়া করা হলে সেই দোয়া কিছুতেই ফিরিয়ে দেয়া হয় না। অবশ্যই কবুল করা হয়।

-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.

٥٥ : أعلم الناس بالله أكثرهم خشية له، ومن ازداد علما ولم يزدد خشية فهو يتعلم لغيرالله

-الشيخ عبد العزيز الطريفي حفظه الله ورعاه

৫৫ : আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে যার ইলম যত বেশি হবে তার অন্তরে আল্লাহ তাআলার ভয়ও তত বেশি হবে। যদি কারো ইলম বৃদ্ধি পায় কিন্তু সেই সাথে তার অন্তরে আল্লাহর ভয় বৃদ্ধি না পায় তাহলে বুঝা যাবে, তার ইলম শিখা ও শিখানো আল্লাহর জন্য হচ্ছে না বরং আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর জন্য হচ্ছে।
-শাইখ আব্দুল আজিজ আত তারিফী হাফি.

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৩৭৬

আকাবিরের বাণী : কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত ও তাদাব্বুর

abudujanah

Senior Member

০২-১৯-২০১৯

١* - كان عثمان ﷺ يقول* :* لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عزوجل.

০১- হযরত উসমান রাযি. বলতেন, যদি আমাদের অন্তর যথাযথ পরিশুদ্ধ হতো তাহলে আল্লাহর কালাম দ্বারা অন্তর কখনোই তৃপ্তি লাভ করতো না।

-সীরাত উসমান বিন আফফান রাযি., মুহাম্মদ আলী সাল্লাবী : ২৫

٢ - تفقَّدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء : في الصلاة ، وفي الذِّكر ، وفي قراءة القرآن، فإن وجدتم وإلاَّ فاعلموا أن الطريق مُغلق . الحسن البصري رحمه الله

০২ - তিনটি জিনিসে স্বাদ তালাশ করুন। নামাযে, যিকিরে এবং কোরআন তেলাওয়াতে। যদি পান তাহলে তো ভালো। যদি না পান তাহলে মনে রাখুন, আপনার জন্য রাস্তা এখনো বন্ধ।

-হযরত হাসান বসরী রহ.

٣ - إن من كانوا قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل، وينفذونها في النهار

-الإمام الحسن البصري رحمه الله

০৩ - তোমাদের পূর্বে যাঁরা ছিলেন (সাহাবায়ে কেরাম রাযি.) তাঁরা কুরআনকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বা চিঠি মনে করতেন। তাঁরা রাতের বেলা গভীর চিন্তা ভাবনার সাথে কোরআন তেলাওয়াত করতেন আর দিনের বেলা সে মোতাবেক আমল করতেন।

- হযরত হাসান বসরী রহ.

٤ - كان قتادة رحمه الله تعالى يقول : اعمروا به قلوبكم واعمروا به بيوتكم يعني بالقرآن.

০৪ - কোরআন দ্বারা তোমরা তোমাদের অন্তর ও গৃহ দু'টোকেই আবাদ করো।

-হযরত কাতাদাহ রহ.

٥ - قَالَ ابنُ تَيمية رَحِمه اللهِ : قِراءَةُ القُرآنِ عَلى الوجَهِ المَأمُورِ بِهِ تُورِثُ القلب الإيمَان العَظِيم تزيده يَقِينًا وطُمَأنِينَةً وشِفَاءً . مجموع الفتَاوى : ٧/٢٨٣

০৫ - যথাযথভাবে কোরআন তেলাওয়াত করা হলে এর দ্বারা অন্তরে ঈমান, ইয়াকিন এবং প্রশান্তি বৃদ্ধি পায় এবং এর মাধ্যমে অন্তরের ব্যাধিসমূহ থেকে সুস্থতা লাভ হয়।

-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.; মাজমূউল ফাতাওয়া : ৭/২৮৩

٦ -*من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق

-شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

০৬ - যে ব্যক্তি কোরআন থেকে হেদায়েত গ্রহণের উদ্দেশ্যে গভীর চিন্তা ভাবনার সাথে কোরআন তেলাওয়াত করে তার সামনে 'হক রাস্তা' স্পষ্ট হয়ে যায়।

-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.

০৭ - কোনো বান্দার জন্য গভীর চিন্তা ভাবনার সাথে কোরআন তেলাওয়াত করা অপেক্ষা দুনিয়া ও আখেরাতে অধিক উপকারী এবং নাজাতের জন্য অধিক সহায়ক আর কিছু নেই।

-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.; মাদারিজুস সালিকীন : ১/৮৫

০৮ - কোরআন বুঝার ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা হল, গুনাহ, (বিশেষত) অহংকার ও প্রবৃত্তির অনুসরণ। এসবের কারণে অন্তরে অন্ধকার সৃষ্টি হয় এবং জং ধরে যায়।
-আল্লামা ইবনে কুদামা মাকদিসী রহ.; মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদীন : ১/৫৩

০৯ - কেউ কোরআন শেখার পর যদি তা ভুলে যায় তাহলে নিশ্চিত এটা তার গুনাহেরই ফল। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

***وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ**

তোমাদের উপর যে মসিবতই আসে তা তোমাদেরই কর্মফল।-সূরা শুরা : ৩০ কোরআন ভুলে যাওয়ার চেয়ে বড় মসিবত আর কী হতে পারে ?

-ইমাম যাহহাক বিন মুযাহিম রহ.

١٠ - قال الضياء المقدسي : أوصاني العماد المقدسي فقال : أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ ، قال : فر أيت ذلك وجربته كثيراً فكنت إذا قرأت كثيراً تيسر لي من سماع الحديث وكتابته الكثير وإذا لم أقرأ لم يتيسر لي . ذيل طبقات الحنابلة : ٢٠٥/٣

১০ - একবার শাইখ ইমাদুদ্দিন মাকদিসি রহ. আমাকে উপদেশ দিয়ে বললেন, (প্রতিদিন) বেশি পরিমাণে কোরআন তেলাওয়াত করবে। কিছুতেই যেন তেলাওয়াত না ছুটে। কারণ, তুমি যা অন্বেষণ করছো তা তোমার জন্য সেই পরিমাণ সহজ হবে যেই পরিমাণ তুমি কোরআন তেলাওয়াত করবে। (বেশি হলে বেশি। কম হলে কম) এরপর আমি বহুবার পরিক্ষা করে দেখেছি যে, যখনই তেলাওয়াত বেশি করতাম তখন বেশি পরিমাণে হাদিস শোনা ও লেখা আমার জন্য সহজ হতো। আর যখন তেলাওয়াত না করতাম (বা কম করতাম) তখন হাদিস শোনা ও লেখা ওরকম সহজ হতো না।

-শাইখ জিয়াউদ্দিন মাকদিসি রহ.

١١* - ﴿ ٱلرَّحْمَٰنُ (١) عَلَّمَ ٱلْقُرْءَان ﴾

***لَمَّا كَانَتْ هَذِهِ السُّورَةُ لِتَعْدَادِ نِعَمِهِ الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا عَلَى عِبَادَه قَدَّمَ النِّعْمَةَ الَّتِي هِيَ أَجَلُهَا قَدْرًا ، وَأَكْثَرُهَا نَفْعًا ، وَأَتَمُّهَا فائدة ، وَأَعْظَمَهَا عائدة : وَهِيَ نِعْمَةُ تَعْلِيمِ القُرآن.**

فَإنهَا مَدَارَسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ ، وَقُطْب رَحَى الخَيْرَيْنِ ، وَعِمَاد الأَمْرَيْنِ.

-الإمَام الشّوكَاني رحمه الله تعالى

১১- করুনাময় আল্লাহ। তিনি কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষ সৃষ্টি করেছেন। সূরা আর রহমান :১-৩

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে যতো নেয়ামত দিয়েছেন এ সূরায় (সূরা আর রহমানে) তিনি তা উল্লেখ করেছেন। ওসব নেয়ামতের মধ্যে যে নেয়ামতটি সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে উপকারী, যার উপকারিতা পূর্নাংগ ও ব্যাপক তা হল, কোরআন শিক্ষা দানের নেয়ামত। এ নেয়ামতের কথা তিনি অন্য সব নেয়ামতের আগে (সূরার একদম শুরুতে এমনকি মানুষকে সৃষ্টি করার কথা বলারও আগে) উল্লেখ করেছেন। এর কারণ, এ নেয়ামতটিই হল ইহকাল ও পরকালের সৌভাগ্যের মূলভিত্তি এবং উভয় জগতের কল্যাণের বুনিয়াদ ও কেন্দ্রবিন্দু।

- ইমাম শাওকানী রহ.

١٢ - كان ابن هبيرة رحمه الله يقول : من مكائد الشيطان تنفيره عباد الله من تدبر القرآن لعلمه أن الهدى و اقع عند التدبر. ذيل طبقات الحنابلة

১২ : কোরআনে কারীমের তাদাব্বুর (বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তাভাবনা) করা থেকে আল্লাহর বান্দাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখা শয়তানের একটি চক্রান্ত। কারণ, সে জানে কুরআনের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে তারা হেদায়েত পেয়ে যাবে।

-হযরত ইবনে হুবায়রা রহ.; যাইলু তাবাকাতিল হানাবেলা

١٣ - قال ابن رجب* الحنبلي رحمه الله : أعظم ما تحصل به محبة الله من النو افل : تلاوة القرآن ، خصوصا مع التدبر. *

مجموع الرسائل ٤/٨٧

১৩ : নফল আমলের মধ্যে যে আমল দ্বারা আল্লাহর*মহব্বত সবচে' বেশি লাভ হয় তা হল, কোরআন তেলাওয়াত। বিশেষ করে যখন তা*হয় গভীর চিন্তা ভাবনার সাথে।

- ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রহ., মাজমুউর রাসায়েল : ৪/৮৭

১৪ - আমি প্রথমে নিজেকে এরপর আপনাদের সবাইকে একটি উপদেশ দিচ্ছি। তা হল, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করুন এবং অধিক পরিমাণে কোরআন তেলাওয়াত করুন এবং কোরআনের বিষয়বস্তু নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করুন। বিশেষ করে জেহাদ বিষয়ক সূরাগুলো- যেমন সূরা আনফাল, সূরা তওবা ইত্যাদি- গভীর চিন্তা ভাবনার সাথে তেলাওয়াত করুন। এর পাশাপাশি আযকার ও দোয়া কোনও অবস্থাতেই যেন না ছুটে।

-মুহসিনুল উম্মাহ শহীদ শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ.

১৫ - আমি আমার মুসলিম ভাই-বোনদের খেদমতে আরয করব, অন্তরে ঈমান মজবুত করা এবং সব ধরনের ফিতনা থেকে, (বিশেষ করে) নেফাক থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আমাদের জিহবা যেন সব সময় আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকে। এ উদ্দেশ্যে আমরা প্রতিদিন (অর্থ বুঝে) চিন্তা ভাবনার সাথে কমপক্ষে এক পারা কোরআন তেলাওয়াত করবো। এর দ্বারা আমাদের অন্তর আলোকিত হবে এবং বিবেক বুদ্ধি শানিত হবে। (চিন্তা ভাবনার সাথে) কোরআন তেলাওয়াতের দ্বারা আমাদের এমন অন্তর্দৃষ্টি হাসিল হবে যা দ্বারা আমরা ইসলামের শত্রুদেরকে চিনতে পারবো। ওরা কাফের-মুশরিক হোক কিংবা (মুসলিম নামধারী) মুনাফিক হোক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

হে লোক সকল! তোমাদের কাছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে উপদেশবানী এসেছে এবং অন্তরের রোগের নিরাময় এবং মুমিনদের জন্য হেদায়েত ও রহমত। সূরা ইউনুস : ৫৭

-মুহসিনুল উম্মাহ শহীদ শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ.

১৬ - যারা খেলাফতের গুরু দায়িত্ব বহন করতে চায় তাদের জন্য দুটি আমল অবশ্য কর্তব্য। একটি হল, তাহাজ্জুদের নামাজ। দ্বিতীয়টি হল, বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত।

-মাওলানা আসেম উমর হাফি.

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৪৬৮

আকাবিরের বাণীঃ আল্লাহর যিকির

abudujanah

Senior Member

০৩-০৪-২০১৯

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ . قال ابن عباس ﷺ : أي بالليل والنهار، في البر والبحر والسفر والحضر والغنى والفقر والمرض والصحة والسر والعلانية .

যখন তোমরা নামায সম্পন্ন করো তখন দন্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত (সর্বাবস্থায়) অবস্থায় আল্লাহর যিকির করো। সূরা নিসা : ১০৩

০১ - হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. বলেন, আয়াতের উদ্দেশ্য হল, রাতে, দিনে, স্থলে, জলে, সফরে, বাড়িতে, স্বচ্ছল অবস্থায়, অসচ্ছল অবস্থায়, অসুস্থ থাকা কালে, সুস্থ থাকা কালে, গোপনে, প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির করো।

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ

যে সব নারী পুরুষ অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করে।- সূরা আহযাব : ৩৫

০২ - হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. বলেন 'অধিক পরিমাণে যিকির করে' বলে উদ্দেশ্য, তারা প্রত্যেক নামাযের পর, সকালে, সন্ধ্যায়, যখন ঘুমোতে যায়, যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, যখন ঘর থেকে (কোথাও) বের হয় এবং যখন ঘরে ফিরে আসে সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির করে।

-আল আযকার- নববী : ১০

قال ابن القيم رحمه الله تعالى :إن في دوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاع تكثيرا لشهود العبد يوم القيامة فإن البقعة والدار والجبل والأرض تشهد للذاكر يوم القيامة

০৩ - রাস্তায়, ঘরে, সফরে, মাঠে ময়দানে তথা সর্বত্র আল্লাহর যিকির করার দ্বারা কেয়ামতের দিন বান্দার পক্ষে সাক্ষ্য দানকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। কারণ, (যেখানে যেখানে যিকির করা হয়েছে ওসব) মাঠ, বাড়িঘর, পাহাড়-পর্বত ও জমি সবই কেয়ামতের দিন যিকিরকারীর পক্ষে সাক্ষ্য দিবে।

-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. আল ওয়াবিলুস সাইয়িব : ৮১

الشهرة الحقيقية في السماء، ومِن أعظم أسبابها كثرةُ ذكر الله تعالى، قال الله تعالى في الحديث القدسي : إن ذكرني في نفسه ذكرتُه في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرتُه في ملأ خير منهم

-الشيخ عبد العزيز الطريفي فك الله اسره

০৪ - 'সত্যিকার প্রসিদ্ধি' (যা আপনার জন্য উপকারী হবে) তা ওটাই যা আসমানে হয়। আর এর অন্যতম উপায় হল, অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করা। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

إن ذكرني في نفسه ذكرتُه في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرتُه في ملأ خير منهم

বান্দা আমাকে মনে মনে স্মরণ করলে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। কোনো মজলিসে স্মরণ করলে তার মজলিস অপেক্ষা উত্তম মজলিসে আমি তাকে স্মরণ করি।

-শাইখ আব্দুল আজীজ আত তারিফী ফাক্কাল্লাহু আসরাহু

قال ثابت البناني رحمه الله : إني أعلم متى يذكرني ربي عز وجل ففزعوا منه وقالوا: كيف تعلم ذلك فقال: إذا ذكرته ذكرني .

০৫ - একবার হযরত সাবেত আল বুনানী রহ. (তাঁর সামনে উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে) বললেন, আল্লাহ কখন আমাকে স্মরণ করেন তা আমি জানি। উপস্থিত লোকজন তার কথায় অবাক হয়ে যায়। তারা জিজ্ঞেস করে, কীভাবে

জানেন? তিনি উত্তর দেন, আমি যখন আল্লাহকে স্মরণ করি তখন তিনি আমাকে স্মরণ করেন।

- হযরত সাবেত আল বুনানী রহ.

الذكر يقوي القلب والبدن

- .الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الو ابل الصيب

০৬ - যিকির দেহ ও মন দু'টোকেই শক্তিশালী করে।

-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.; আল ওয়াবিলুস সাইয়িব

لو سمعت صرير أقلام الملائكة وهي تكتب اسمك من الذاكرين لمت شوقا لقول لا إله إلا الله

الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى

০৭ : ফেরেশতারা যখন আপনার নাম যিকিরকারীদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেন তখন আপনি যদি তাঁদের কলমের আওয়াজ শুনতে পেতেন তাহলে যিকিরের প্রতি অত্যাধিক ভালোবাসার কারণে মারাই যেতেন।

-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.

تفقَّدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء : في الصلاة ، وفي الذِّكر ، وفي قراءة القرآن، فإن وجدتم وإلاَّ فاعلموا أن الطريق مُغلق . الحسن البصري رحمه الله

০৮ - তিনটি জিনিসে স্বাদ তালাশ করুন। নামাযে, যিকিরে এবং কোরআন তেলাওয়াতে। যদি পান তাহলে তো ভালো। যদি না পান তাহলে মনে রাখুন, আপনার জন্য রাস্তা এখনো বন্ধ।

-হযরত হাসান বসরী রহ.

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : ما دُفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد: لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم . الفوائد : ٥٣

০৯ - পার্থিব বিপদ আপদ থেকে মুক্তি লাভের জন্য তাওহীদের (স্বীকারোক্তি) সমতুল্য আর কিছু নেই। তাইতো বিপদ থেকে মুক্তির দোয়ার শুরুটা তাওহীদ দিয়েই হয়।

لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم . (لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين(

-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.; আল ফাওয়ায়েদ : ৫৩

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : أربعة تجلب الرزق : قيام الليل، وكثرة الإستغفار بالأسحار، وتعاهد الصدقة، والذكر أول النهار وآخره

- زاد المعاد : ٤/٣٧٨

১০ - চারটি আমল রিযিকে প্রশস্ততা আনে। কিয়ামুল লাইল-তাহাজ্জুদের নামায। শেষ রাতে বেশি বেশি ইস্তেগফার করা। বেশি বেশি দান-সদকা করা এবং দিনের শুরুতে ও শেষে আল্লাহ তাআলার যিকির করা।

-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.; যাদুল মা'আদ : ৪/৩৭৮

من أسباب زوال الهموم وغفران الذنوب الصلاة على النبي ﷺ . ويوم الجمعة يكون أثر الصلاة أعظم

قال النبي ﷺ للمصلي عليه : (تُكفى همك ويُغفر لك ذنبك.(

-الشيخ عبد العزيز الطريفي فك الله أسره

১১ - গুনাহ মাফ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি লাভের উপায়গুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হল, (অধিক পরিমাণে) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরুদ পড়া। জুমআর দিন দুরুদ পড়ার প্রভাব আরও বেশি।

(অধিক পরিমাণে) দুরুদ পড়তেন এমন এক সাহাবীকে লক্ষ্য করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমার দুশ্চিন্তা দূর হবে এবং গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

-শাইখ আব্দুল আজিজ আত তারিফী হাফি.

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : من مغرب يوم الخميس إلى مغرب الجمعة كل ثانية فيها خزائن من الحسنات فليُكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

১২ - বৃহস্পতিবারের মাগরিব থেকে জুমআর দিনের মাগরিব পর্যন্ত প্রতিটি সেকেন্ড নেকি ও সওয়াবের একেকটি খাযানা-ভান্ডার। অতএব (পুরো সময়টাতে যত বেশি সম্ভব) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পড়ুন। (এবং ওই ভান্ডারগুলো নেকি দিয়ে পূর্ণ করুন)

-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.

٥٤ : قال ابن القيم رحمه الله : الدعاء إذا كان وقت إجابة كآخر ساعة من الجمعة،

ثم صادف خشوعا،

واستقبال القبلة على طهارة،

ورفع الداعي يديه،

وبدأ بحمدالله والثناء عليه،

وصلى على رسوله ﷺ،

وقدم بين يديه الاستغفار،

وألحّ على الله في المسألة،

وتوسل إليه بأسمائه وصفاته،

وقدم بين يديه صدقة،

فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا

১৩ : দোয়া যখন কবুল হওয়ার মুহূর্তে করা হয়। যেমন, জুমার দিনের শেষ সময়।

সঙ্গে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোও যুক্ত হয়,

পবিত্র অবস্থায় দোয়া করা।

কেবলামুখী হওয়া দোয়া করা।

দুই হাত তুলে দোয়া করা।

দোয়ার পূর্বে আল্লাহ তাআলার হামদ ও সানা পড়া।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ পড়া।

তওবা ও ইস্তেগফার করা।

দোয়ার সময় খুব পীড়াপীড়ি করে চাওয়া। আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলীর ওসিলা দিয়ে দোয়া করা।

দোয়ার পূর্বে কিছু সদকা করা।

এভাবে দোয়া করা হলে সেই দোয়া কিছুতেই ফিরিয়ে দেয়া হয় না। অবশ্যই কবুল করা হয়।

-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৬০৮

ইখলাসের চিঠি – দাওয়াতের পথে যদি হয় ভুল

Fursaan

Junior Member

০২-২৮-২০১৯

দ্বীনে আসার পর স্বাভাবিকভাবেই এক জোশ কাজ করে। স্বয়ং আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দ্বীনে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশেই যে অনন্তের মুক্তি রয়েছে তা উপলব্ধির পর জোশ কাজ করাই স্বাভাবিক। যে ছেলেটি কিছুদিন আগেও সমাজের নিয়ম মতে চলতো, একই সমাজে দাড়ি-জুব্বার আবরণে সেই আবদুল্লাহ অচেনা হতে শুরু করে। যে মেয়েটির সাজসজ্জায় আগে মানুষ মুগ্ধ হতো, সেই আমাতুল্লাহ ঢেকে যায় রব্বের ফারজিয়্যাত পর্দায়। এভাবে শুরু হয় নবজীবনের পথচলা। একইসাথে আল্লাহর দ্বীনের যে সৌন্দর্য্য ও শান্তি সে উপলব্ধি করতে থাকে, তা আশেপাশের মানুষগুলোর কাছে পৌঁছে দেওয়ার এক চরম ইচ্ছা মনকে ছাপিয়ে রাখে।

এভাবেই নিজেদের সাধ্যানুযায়ী সবাই কমবেশি আল্লাহর দ্বীনের দাঈ' হয়ে যায়। হয়তো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজের গন্ডিতে লিখে, কিছু বলে বা ভিডিও বানিয়ে আল্লাহর দ্বীনের খাদিম হতে চায় বান্দা। কিন্তু সেসময় নিয়্যাতগুলো আন্তরিক হলেও সঠিক সোহবতের অভাবে, উপকারি ইলম বা পরিচর্যার অভাবে দাওয়াতের পথে অজস্র ভুলকে, ভুল ধারণাকে আলিঙ্গন করে সাথে নিয়ে যাওয়া হয়।
শিখতে থাকা বান্দার ইখলাস চলার পথে হয়তো কিছু ভুলকে শুধরে দেয়, আর কিছু হয়তো থেকেই যায়। আদবে, আমলে বা ইলমে।

এইদিকে সময়ের সাথে সাথে লিখনি, বক্তব্য, ইডিটিং বা অন্যকোনো গুণে হয়তো কিছু গুণগ্রাহী জমে যায় বান্দার। আর শয়তানের তিল তিল চেষ্টা তো রয়েছেই। যে হৃদয়ে ইখলাস নিয়ে শুরু হয়েছিল পথচলা, সময়ে সেই হৃদয়ে হয়তো একটু আধটু অহমিকা গড়ে উঠে। ফলে আদব, আমল বা ইলমের যে গর্তগুলো আজোবধি রয়ে গিয়েছিল, সেগুলো যে কখন সেই অহমিকা দিয়ে পূরণ হওয়া শুরু হয় তা হয়তো খেয়ালও থাকে না।

কখনোবা হয়তো সাহাবাদের সম্পর্কে কীভাবে কথা বলতে হবে, তাঁদের ইসলাম গ্রহণের পূর্বের শত্রুভাবাপন্ন ঘটনার সাথে কীভাবে আদব ইনসাফ রক্ষা করতে হবে তাতে থেকে যায় ঘাটতি। কখনো হয়তো স্বয়ং আল্লাহর বিধান বা দ্বীনের মৌলিক উসুল বিকৃতি, আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবা আজমাঈনদের ঘটনা বা শিক্ষা বিকৃতি এক নিত্য অভ্যাসে পরিণত হয়। নিজের মত, পথ বা খাহেশাতের নিমিত্তে আল্লাহর দ্বীনকে বিকৃত করা বা দ্বীনের বিধান গোপন করা হয়ে যায় ঠুনকো ব্যাপার। কখনও ইখতিলাফি বিষয়ে রীতিমত ওয়াল বারা' প্রয়োগ হয় তো কখনও ইখতিলাফি বিষয়ে 'ছাড়ের উসুল' অকাট্য এবং অবিসংবাদী বিষয়েও প্রয়োগ করতে দেখা যায়।

এভাবেই ধীরে ধীরে বিচ্যুতি একসময় এমন পাহাড় গড়ে, যা থেকে খাঁটি ইখলাস আর আল্লাহর ভয়কে অবলম্বন করা ছাড়া, লজ্জিত হওয়া ছাড়া নেমে আসার কোনোই উপায় থাকে না। সমস্ত সিদ্ধান্ত কেবল দুইটি বিষয়ে এসে পৌঁছে—

বিশুদ্ধ ইখলাস নয়তো আত্মসম্মানের অহমিকা।

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَٰلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (١٥ (أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا۟ فِيهَا وَبَٰطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ) ١٦

"যে ব্যক্তি পার্থিবজীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, আমি তাদের দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হয় না।

এরাই হল সেসব লোক আখিরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া কিছু নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ করেছে; আর যা কিছু উপার্জন করেছিল, সবই বিনষ্ট হল।"

[সূরা হুদ, ১৫-১৬]

ইয়া আবদাল্লাহ, ইয়া আমাতাল্লাহ, চিন্তা করে দেখুন তো এই অবস্থার শুরুটা কোথায় হয়েছিল। ইমাম ইবনুল কায়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলতেন,

“জবানের মধ্যে দুইটি বড় বিপদ রয়েছে। একটি হল কথা বলার বিপদ, আরেকটি হল চুপ থাকার বিপদ। আপন আপন সময়ে প্রত্যেকটিই অপরটি থেকে বড় বিপদ হতে পারে। যেমন, যে হক কথা বলা থেকে চুপ থাকে সে হল বোবা শয়তান, আল্লাহর অবাধ্য, রিয়াকারী ও শৈথিল্যকারী। আর যে ভ্রান্ত কথা বলে সে হল বাকশীল শয়তান, আল্লাহর অবাধ্য।

বেশিরভাগ মানুষই কথা বলা ও চুপ থাকার ক্ষেত্রে সঠিক অবস্থা থেকে বিচ্যুত। তারা উপরের দুইটির যেকোনো এক অবস্থায় লিপ্ত থাকে। আর মধ্যমপন্থিরাই হচ্ছে সরল, সঠিক পথের অনুসারী। যারা নিজেদেরকে বাতিল কথা থেকে হিফাজত করে আর যা পরকালে উপকারি হবে, তা বর্ণনা করে।”

আল্লাহর দ্বীন কিন্তু কারও উপর নির্ভরশীল নয়। ইখলাসপূর্ণ বান্দাদের নিদারুণ প্রচেষ্টার দ্বারা আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে ধীরে হলেও বিজয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যান। অপরদিকে সময়ের সাথে সাথে যারা বিচ্যুত হয়, আল্লাহর দ্বীনকে প্রকাশ্যে বিকৃত করে বা অবিসংবাদী বিষয়াদি গোপন করে, তাদের কিছু খিদমত হয়তো সাময়িকভাবে দ্বীনের কল্যাণ বয়ে আনে। কিন্তু সময়ে সেগুলো উবে যায়। আর আল্লাহ তো জাহান্নামিদের দিয়েও দ্বীনের খিদমত করিয়ে নেন। তাহলে কী আমাকে আর-রহমানের দিকে ইখলাসের সাথে ফিরে যাওয়া থেকে বিরত রাখল?

আল্লাহর দ্বীনের খিদমত করতে গিয়ে তো অজস্র ভুলে পতিত হই। অসংখ্যবার হয় সীমালঙ্ঘন। আল্লাহ এই অধমকে ক্ষমা করুন। একইসাথে অন্যায়ভাবে যাদের হক নষ্ট করা হয়েছে, তাদের নিকটও ক্ষমা চাই। আল্লাহ এর বিনিময়ে আখিরাতে ভাইবোনদের উত্তম বিনিময় দিন।

নিশ্চয়ই আল্লাহর দ্বীনের যাবতীয় বিকৃতি, গোপন করার প্রয়াস সবকিছু বিলীন হয়ে যাবে। আরও বিলীন হয়ে যাবে ইখলাসবিহীন সমস্ত আমাল, দাওয়াহ, খিদমত।

كَذَٰلِكَ يَضۡرِبُ ٱللَّهُ ٱلۡحَقَّ وَٱلۡبَٰطِلَۚ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذۡهَبُ جُفَآءٗۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمۡكُثُ فِي ٱلۡأَرۡضِۚ كَذَٰلِكَ يَضۡرِبُ ٱللَّهُ ٱلۡأَمۡثَالَ (١٧

“এমনিভাবে আল্লাহ সত্য ও মিথ্যার দৃষ্টান্ত প্রদান করেন। অতএব, ফেনা তো শুকিয়ে খতম হয়ে যায় এবং যা মানুষের উপকারে আসে, তা জমিতে অবশিষ্ট থাকে। আল্লাহ এমনিভাবে দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন।”

[সূরা রাদ, ১৭]

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى ٱلسَّمَآءِ ٢٤ (تُؤْتِىٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٥

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ (٢٦) يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّٰلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ (٢٧

“আপনি কি লক্ষ্য করেন না, আল্লাহ তা’আলা কেমন উপমা বর্ণনা করেছেন—পবিত্র বাক্য হলো পবিত্র বৃক্ষের মত। তার শিকড় মজবুত এবং শাখা আকাশে উত্থিত। সে পালনকর্তার নির্দেশে অহরহ ফল দান করে। আল্লাহ মানুষের জন্যে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন—যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।

আর নোংরা বাক্যের উদাহরণ হলো নোংরা বৃক্ষ। একে মাটির উপর থেকে উপড়ে নেওয়া হয়েছে। এর কোন স্থিতি নেই। আল্লাহ তা’আলা মুমিনদেরকে মজবুত বাক্য দ্বারা মজবুত করেন। পার্থিবজীবনে এবং পরকালে। এবং আল্লাহ জালিমদেরকে পথভ্রষ্ট করেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা, তা করেন।”

[সূরা ইবরাহিম, ২৪-২৭]

স্বয়ং রব্বের এমন হুঁশিয়ারির পর বান্দাদের জন্য ইখলাসের সাথে হককে আঁকড়ে ধরা ব্যতীত ভিন্ন কোনো পথই তো খোলা নেই! তাই দাওয়াতের পথে যদি কখনও হয়ে যায় ভুল, তবে ফিরে এসো রব্বের কাছে। অহংকার ছুঁড়ে ফেলে ইস্তিগফার আর তাওবাহে পুনরায় শুরু করো তোমার যাত্রা... ইখলাসের সাথে, সিরতল মুস্তাকিমের পথে।

লেখকঃ ভাই Tanvir Ahmed

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৫৭৬

আকাবিরের বাণীঃ তাযকিয়াতুন নফস- ০১

abudujanah

Senior Member

০৩-১৫-২০১৯

كان سيدنا علي ﷺ يقول : الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا.

০১ - সব মানুষই আসলে ঘুমিয়ে আছে। যখন মারা যায় (প্রকৃত অর্থে) তখনই তারা জেগে উঠে। -হযরত আলী রাযি.

-قال الامام الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : « مَن أحَبَّ أن يَفتَحَ اللهُ قَلبَهُ أو يُنَوِّرَهُ: فَعَلَيهِ بِتَركِ الكَلامِ فِيمَا لَا يَعنِيهِ، واجتِنَابِ المَعَاصِي، ويَكُونُ لَهُ خَبِيئَةٌ فِيمَا بَينَهُ وبَينَ اللهِ تَعَالَى مِن عَمَلٍ، وفِي رِوَايَةٍ : فَعَلَيهِ بالخَلوَةِ، وقِلَّةِ الأكلِ، وتَركِ مُخَالَطَةِ السُّفَهَاءِ، وبُغضِ أهلِ العِلمِ الَّذِينَ لَيسَ مَعَهُم إنصَافٌ ولا أدَبٌ

- المَجمُوعُ شَرحُ المُهَذَّب لِلنَّوَوِيّ : ١ / ٣١

০২ - যে ব্যক্তি চায়, আল্লাহ যেন তার অন্তর উন্মুক্ত করে দেন এবং আলোকিত করে দেন তার উচিত, অপ্রয়োজনীয় কথা থেকে বিরত থাকা। গুনাহ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকা এবং এমন কিছু 'গোপন আমল' করা যা সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানবে না। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তার উচিত নির্জনতা অবলম্বন করা। কম আহার করা। নির্বোধ এবং এমন আলেমদের সংশ্রব বর্জন করা যাদের মাঝে ইনসাফ ও দ্বীনী আদব-লেহাজ নেই।-ইমাম শাফেয়ী রহ.; আল মাজমূ' শরহে মুহাযযাব

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : القلب إنما خلق لأجل حب الله .

مجموع الفتاوى : ١٠/١٣٤

০৩ - অন্তরকে সৃষ্টি করা হয়েছে একমাত্র আল্লাহকে ভালোবাসার জন্য। -শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.; মাজমুউল ফাতাওয়া : ১০/১৩৪

قال عبدالله بن المبارك رحمه الله : من أعظم المصائب للرجل أن يعلم من نفسه تقصيراً ثم لا يبالي، ولا يحزن عليه . شعب الإيمان للبيهقي : ٨٦٧

০৪ - নিজের মাঝে কোনো ত্রুটি দেখে পরোয়া না করা এবং চিন্তিত না হওয়া কোনো ব্যক্তির জন্য বিরাট মসিবত।

-হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ.; শুআবুল ঈমান, বাইহাকী : ৮৬৭

قَالَ شيخ الاسلام ابنُ تَيمِيَة رَحِمَهُ اللَّه : إنَّ القَلبَ إذَا ذَاقَ طَعْمَ عِبَادَةِ اللَّهِ والإخلاصِ لَه لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ قَطُّ أحلَى مِن ذَلِكَ ولا ألَذَّ ولا أطْيَبَ . مَجمُوعُ الفتَاوَى : ١٠ / ١٨٧

০৫ - কোন অন্তর যখন আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও ইখলাসের স্বাদ পেয়ে যায় তখন তার কাছে এর চেয়ে অধিক আনন্দের ও উপভোগ্যের আর কিছুই থাকে না। -শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.; মাজমুউল ফাতাওয়া : ১০/১৮৭

قَالَ الامام ابنُ القيِّم رَحِمَهُ اللَّه : لا شَيء أفسَدُ لِلعَملِ الصَّالِحِ منَ العُجبِ ورُؤيَة النَّفسِ .

]الفَوَائِد || ١ / ١٥٢

০৬ : নেক আমল নষ্ট করার জন্য আত্মতুষ্টি এবং 'নিজের প্রতি নজর' অপেক্ষা বড় কিছু নেই।

-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.; আল ফাওয়ায়েদ : ১/১৫২

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله : كل من ادعى أنه يحب الله ولم يتبع الرسول ﷺ فقد كذب . مجموع الفتاوى : ٨/٣٦٠

০৭ : যে ব্যক্তি দাবি করে যে, সে আল্লাহকে ভালবাসে অথচ (জীবনের সকল ক্ষেত্রে) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করে না সে মিথ্যাবাদী।-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.; মাজমূউল ফাতাওয়া :

৮/৩৬০

০৮ : যে নিজেকে যত গোপন রেখে আল্লাহর হুকুম পালন করে যেতে পারবে, আল্লাহর হুকুম মতো চলে নিজেকে যত বেশি বিলীন করে দিতে পারবে সে আল্লাহর কাছে তত বেশি মর্যাদাবান হবে।

-শাইখুল হাদিস আবু ইমরান হাফি.

٢١ - قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى :يا أبا عبد الله! بم تلين القلوب ؟ قال : بأكل الحلال . حلية الأولياء : ٢/١٨٢

০৯ : একবার ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. কে জিজ্ঞেস করা হয়, হে আবু আব্দুল্লাহ! অন্তর নরম হয় কীভাবে ? বললেন, হালাল খেলে।

-হিলয়াতুল আউলিয়া : ২/১৮২

جاء رجلٌ إلى الحسن البصريّ رحمه الله فقال له : إنّي أَعصي الله وأُذنب، وأَرى الله يُعطيني ويَفتح عليَّ من الدُّنيا، ولا أَجِدُ أنّي محروم من شيء؟ فقال له الحسن : هل تقوم الليل؟ فقال : لا ، فقال : كفاك أنْ حَرَمَكَ اللهُ مناجاتَهُ . جواهر العلم للدينوري

১০ : এক লোক হযরত হাসান বসরী রহ.র কাছে এসে বলল, আমি আল্লাহর হুকুম অমান্য করছি, গুনাহ করছি, তারপরও যে আল্লাহ আমাকে ধন-সম্পদ দিচ্ছেন। পার্থিব জীবনে প্রশস্ততা দিচ্ছেন। নিজেকে কোনো কিছু থেকে বঞ্চিত মনে হচ্ছে না। (এর কারণ কী?) উত্তরে হযরত হাসান বসরী রহ. বললেন, তুমি কি শেষ রাতে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়তে পারো? বলল, না। পারি না। তিনি বললেন, আল্লাহ যে তোমাকে তাঁর একান্ত সাক্ষাত থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছেন এটাই তোমার (শাস্তির) জন্য যথেষ্ট।

-জাওয়াহেরুল ইলম

قال الإمام ابن القيّم رحمه الله : قبيحٌ بالعبد أن يقول بلسانه : الله أكبر ؛ وقد امتلأ قلبه بغير الله . بدائع الفوائد : ٢ / ١٩٦

১১ : বান্দার জন্য এটি খুবই অশোভনীয় যে, সে মুখে বলবে আল্লাহু আকবার- আল্লাহ সবচে' বড় অথচ তার অন্তরে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর বড়ত্ব স্থান পাবে। -ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.; বাদায়েউল ফাওয়ায়েদ : ২/১৯৬

১২ : যে আমল যত গোপনে করা হয় তাতে তত বেশি ইখলাস থাকে এবং তা তত বেশি শয়তানের ঝুঁকিমুক্ত থাকে। এমন আমলের শক্তিও হয় বেশি। আল্লাহর কাছে তার মূল্যও অনেক বেশি।

-শাইখুল হাদিস আবু ইমরান হাফি.

১৩ : মুত্তাকী বন্ধুর সংখ্যা বাড়ান। কারণ, কেয়ামতের দিন তারা আপনার কাজে লাগবে। (আল্লাহ তাআলা বলেন,

الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

সব বন্ধুই সেদিন একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে একমাত্র মুত্তাকী বন্ধুরা ছাড়া।- সূরা যুখরুফ : ৬৭)

-হযরত হাসান বসরী রহ.

قال ابن الجوزي رحمه الله : إن لم تجدوني في الجنة بينكم فاسألوا عني ، فقولوا : يا ربنا عبدك فلان كان يذكرنا بك ، ثم بكى

১৪ : ইমাম ইবনুল জাওযী রহ. (একদিন তাঁর সামনে উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে) বললেন, আপনারা যদি আমাকে জান্নাতে আপনাদের সাথে না পান তাহলে আমার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে এই বলে একটু আবেদন করবেন যে, হে আল্লাহ ! আপনার অমুক বান্দা আপনার কথা বলে বলে আমাদেরকে উপদেশ দিত (তাঁকেও জান্নাতে প্রবেশ করান যেন দুনিয়ার মতো এখানেও আমরা এক সাথে থাকতে পারি) এ কথা বলে তিনি কাঁদতে শুরু করেন।

قال عمر ﷺ : الشتاء غنيمة العابدين.

১৫ : শীতকাল ইবাদতকারীদের জন্য (ইবাদত করার) চমৎকার মৌসুম। -হযরত উমর বিন খাত্তাব রাযি.

قال ابن مسعود ﷺ :مرحباً بالشتاء تتنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام.

১৬ : শীতকালকে স্বাগতম । এ সময় (আল্লাহর পক্ষ থেকে) বরকত নাযিল হয়। রাত হয় লম্বা। তাই তাহাজ্জুদ পড়া সহজ। দিন হয় ছোট। তাই রোজা রাখা সহজ।

-হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি.

قال الحسن البصري رحمه الله : نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه، ونهاره قصير يصومه ، ولذا بكى المجتهدون على التفريط - إن فرطوا - في ليالي الشتاء بعدم القيام، وفي نهاره بعدم الصيام

১৭ : একজন মুমিনের জন্য শীতকাল ইবাদত করার চমৎকার মৌসুম। শীতকালে রাত লম্বা হয়। এতে সে (সহজেই) তাহাজ্জুদ পড়তে পারে। দিন ছোট হয়। ফলে (সহজেই) রোজা রাখতে পারে। এজন্যই (পূর্ববর্তীদের মধ্যে) যাঁরা ইবাদত-বন্দেগিতে কঠোর পরিশ্রম করতেন তাঁরা যদি (কোনো কারণে) এ সময়ের রাতগুলোতে তাহাজ্জুদ না পড়তে পারতেন এবং দিনের বেলা রোজা না রাখতে পারতেন তাহলে এর জন্য তাঁরা কাঁদতেন।

-হযরত হাসান বসরী রহ.

مَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ القَبْرِ وَجَدَهُ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ، وَمَنْ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ وَجَدَهُ حُفْرَةً مِنْ حُفَرِ النَّارِ

- الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى

১৮ : যে ব্যক্তি কবরের কথা বেশি বেশি স্মরণ করে (এবং যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করে) সে কবরকে জান্নাতের বাগিচা রূপে পাবে। আর যে কবরের কথা স্মরণ করা থেকে উদাসীন থাকে (এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ না করে) সে কবরকে জাহান্নামের একটি গর্ত রূপে পাবে।

- হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ.

১৯ : তাসাউফের মূল উদ্দেশ্য হল, নিজের সংশোধন। সব রকমের মন্দ স্বভাব বর্জন করা এবং ভালো গুণাবলী অর্জন করা। তাসাউফের পারিভাষিক শব্দের মারপ্যাঁচে কখনও পড়বেন না। অল্প কথায় তাসাউফের মূলকথা হল, খাঁটি মুসলমান হওয়া। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সব রকমের গুনাহ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা এবং শরীয়তের সকল হুকুম-আহকাম পালন করা।

-ফকীহুল আসর মুফতি রশিদ আহমদ লুধিয়ানবী রহ.

إذا أردت أن تعرف مدى إيمانك فر اقب نفسك في الخلوات، فإن الإيمان لا يظهر بصلاة ركعتين أو بصيام نهار، بل يظهر بمجاهدة النفس والهوى، ... ...وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.

—الشيخ خالد الراشد فك الله أسره

২০ : আপনি যদি নিজের ঈমানের স্তর জানতে চান তাহলে নির্জনতার সময় নিজেকে পর্যবেক্ষণ করুন (প্রবৃত্তির চাহিদার বিরুদ্ধাচারণ করে পাপ কাজ থেকে কতটুকু বাঁচতে পারেন) কারণ, ঈমান দু' রাকাত নামায পড়া কিংবা একদিন রোজা রাখার দ্বারা প্রকাশ পায়না । ঈমান প্রকাশ পায় প্রবৃত্তির চাহিদার বিরুদ্ধাচারণ করার দ্বারা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.

যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে নিশ্চয়ই জান্নাতই হবে তার আবাসস্থল।

- শায়েখ খালেদ আর রাশেদ ফাক্কাল্লাহু আসরাহু

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৬৯২

আকাবিরের বাণীঃ কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত ও তাদাব্বুর

abudujanah

Senior Member

০৩-২৯-২০১৯

كان عثمان ﷺ يقول :لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عزوجل

১- হযরত উসমান রাযি. বলতেন, যদি আমাদের অন্তর যথাযথ পরিশুদ্ধ হতো তাহলে আল্লাহর কালাম দ্বারা অন্তর কখনোই তৃপ্তি লাভ করতো না।

-সীরাত উসমান বিন আফফান রাযি., আলী সাল্লাবী : ২৫

٢ - تفقَّدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء : في الصلاة ، وفي الذِّكر ، وفي قراءة القرآن، فإن وجدتم وإلاَّ فاعلموا أن الطريق مُغلق . الحسن البصري رحمه الله

০২ - তিনটি জিনিসে স্বাদ তালাশ করুন। নামাযে, যিকিরে এবং কোরআন তেলাওয়াতে। যদি পান তাহলে তো ভালো। যদি না পান তাহলে মনে রাখুন, আপনার জন্য রাস্তা এখনো বন্ধ।

-হযরত হাসান বসরী রহ.

إن من كانوا قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل، وينفذونها في النهار

- الإمام الحسن البصري رحمه الله

৩ - তোমাদের পূর্বে যাঁরা ছিলেন (সাহাবায়ে কেরাম রাযি.) তাঁরা কোরআনকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বা চিঠি মনে করতেন। তাঁরা রাতের বেলা গভীর চিন্তা ভাবনার সাথে কোরআন তেলাওয়াত করতেন আর দিনের বেলা সে মোতাবেক আমল করতেন।

- হযরত হাসান বসরী রহ.

-كان قتادة رحمه الله تعالى يقول : اعمروا به قلوبكم واعمروا به بيوتكم يعني بالقرآن.

৪ - কোরআন দ্বারা তোমরা তোমাদের অন্তর ও গৃহ দু'টোকেই আবাদ করো।

-হযরত কাতাদাহ রহ.

-قَالَ ابنُ تَيمية رَحِمه اللهِ : قِراءَةُ القُرآنِ عَلى الوجَهِ المَأمُورِ بِهِ تُورِثُ القلب الإيمَان العَظِيم تزيده يَقِينًا وطُمَأنِينَةً وشِفَاءً . مجموع الفتَاوى : ٧/٢٨٣

৫ - যথাযথভাবে কোরআন তেলাওয়াত করা হলে এর দ্বারা অন্তরে ঈমান, ইয়াকিন এবং প্রশান্তি বৃদ্ধি পায় এবং এর মাধ্যমে অন্তরের ব্যাধিসমূহ থেকে সুস্থতা লাভ হয়।

-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.; মাজমূউল ফাতাওয়া : ৭/২৮৩

٤٩ - من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق.

-شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

৬ - যে ব্যক্তি কোরআন থেকে হেদায়েত গ্রহণের উদ্দেশ্যে গভীর চিন্তা ভাবনার সাথে কোরআন তেলাওয়াত করে তার সামনে অবশ্যই 'হক রাস্তা' স্পষ্ট হয়ে যায়।
-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.

৭ - কোনো বান্দার জন্য গভীর চিন্তা ভাবনার সাথে কোরআন তেলাওয়াত করা অপেক্ষা দুনিয়া ও আখেরাতে অধিক উপকারী এবং নাজাতের জন্য অধিক সহায়ক আর কিছু নেই।

-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.; মাদারিজুস সালিকীন : ১/৮৫

৮- কোরআন বুঝার ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা হল, গুনাহ, (বিশেষত) অহংকার ও প্রবৃত্তির অনুসরণ। এসবের কারণে অন্তরে অন্ধকার সৃষ্টি হয় এবং জং ধরে যায়।

-আল্লামা ইবনে কুদামা মাকদিসী রহ.; মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদীন : ১/৫৩

৯ - কেউ কোরআন শেখার পর যদি তা ভুলে যায় তাহলে নিশ্চিত এটা তার গুনাহেরই ফল। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ.

তোমাদের উপর যে মসিবতই আসে তা তোমাদেরই কর্মফল।-সূরা শুরা : ৩০

কোরআন ভুলে যাওয়ার চেয়ে বড় মসিবত আর কী হতে পারে ?

-ইমাম যাহহাক বিন মুযাহিম রহ.

٣ - قال الضياء المقدسي : أوصاني العماد المقدسي فقال : أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ ، قال : فرأيت ذلك وجربته كثيراً فكنت إذا قرأت كثيراً تيسر لي من سماع الحديث وكتابته الكثير وإذا لم أقرأ لم يتيسر لي.

-ذيل طبقات الحنابلة : ٢٠٥/٣

১০ - একবার শাইখ ইমাদুদ্দিন মাকদিসি রহ. আমাকে উপদেশ দিয়ে বললেন, (প্রতিদিন) বেশি পরিমাণে কোরআন তেলাওয়াত করবে। কিছুতেই যেন তেলাওয়াত না ছুটে। কারণ, তুমি যা অন্বেষণ করছো তা তোমার জন্য সেই পরিমাণ সহজ হবে যেই পরিমাণ তুমি কোরআন তেলাওয়াত করবে। (বেশি হলে বেশি। কম হলে কম) এরপর আমি বহুবার পরিক্ষা করে দেখেছি যে, যখনই তেলাওয়াত বেশি করতাম তখন বেশি পরিমাণে হাদিস শোনা ও লেখা আমার জন্য সহজ হতো। আর যখন তেলাওয়াত না করতাম (বা কম করতাম) তখন হাদিস শোনা ও লেখা ওরকম সহজ হতো না।

-শাইখ জিয়াউদ্দিন মাকদিসি রহ.

﴿ ٱلرَّحْمَٰنُ (١) عَلَّمَ ٱلْقُرْءَان ﴾

لَمَّا كَانَتْ هَذِهِ السُّورَةُ لِتَعْدَادِ نِعَمِهِ الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا عَلَى عِبَادَه قَدَّمَ النِّعْمَةَ الَّتِي هِيَ أَجَلُهَا قَدْرًا ، وَأَكْثَرُهَا نَفْعًا ، وَأَتَمُّهَا فائدة ، وَأَعْظَمَهَا عائدة : وَهِيَ نِعْمَةُ تَعْلِيمِ

القُرآن.

فَإنهَا مَدَارَسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ ، وَقُطْب رَحَى الخَيْرَيْنِ ، وَعِمَاد الأَمْرَيْنِ.

-الإمَّام الشّوكَانِي رحمه الله تعالى

১১ - করুনাময় আল্লাহ। তিনি কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষ সৃষ্টি করেছেন। সূরা আর রহমান :১-৩

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে যতো নেয়ামত দিয়েছেন এ সূরায় (সূরা আর রহমানে) তিনি তা উল্লেখ করেছেন। ওসব নেয়ামতের মধ্যে যে নেয়ামতটি সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে উপকারী, যার উপকারিতা পূর্নাংগ ও ব্যাপক তা হল, কোরআন শিক্ষা দানের নেয়ামত। এ নেয়ামতের কথা তিনি অন্য সব নেয়ামতের আগে (সূরার একদম শুরুতে এমনকি মানুষকে সৃষ্টি করার কথা বলারও আগে) উল্লেখ করেছেন। এর কারণ, এ নেয়ামতটিই হল ইহকাল ও পরকালের সৌভাগ্যের মূলভিত্তি এবং উভয় জগতের কল্যাণের বুনিয়াদ ও কেন্দ্রবিন্দু।

- ইমাম শাওকানী রহ.

كان ابن هبيرة رحمه الله يقول : من مكائد الشيطان تنفيره عباد الله من تدبر القرآن لعلمه أن الهدى و اقع عند التدبر .

-ذيل طبقات الحنابلة

১২ : কুরআনে কারীমের তাদাব্বুর (বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তাভাবনা) করা থেকে আল্লাহর বান্দাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখা শয়তানের একটি চক্রান্ত। কারণ, সে জানে কুরআনের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে তারা হেদায়েত পেয়ে যাবে।

-হযরত ইবনে হুবায়রা রহ.; যাইলু তাবাকাতিল হানাবেলা

১৩ - আমি প্রথমে নিজেকে এরপর আপনাদের সবাইকে একটি উপদেশ দিচ্ছি। তা হল, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করুন এবং অধিক পরিমাণে কোরআন তেলাওয়াত করুন এবং কোরআনের বিষয়বস্তু নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করুন। বিশেষ করে জেহাদ বিষয়ক সূরাগুলো- যেমন

সূরা আনফাল, সূরা তওবা ইত্যাদি- গভীর চিন্তা ভাবনার সাথে তেলাওয়াত করুন। এর পাশাপাশি আযকার ও দোয়া কোনও অবস্থাতেই যেন না ছুটে।

-মুহসিনুল উম্মাহ শহীদ শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ.

১৪ - আমি আমার মুসলিম ভাই-বোনদের খেদমতে আরয করব, অন্তরে ঈমান মজবুত করা এবং সব ধরনের ফিতনা থেকে, (বিশেষ করে) নেফাক থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আমাদের জিহবা যেন সব সময় আল্লাহ তা'আলার যিকিরে সিক্ত থাকে। এ উদ্দেশ্যে আমরা প্রতিদিন (অর্থ বুঝে) চিন্তা ভাবনার সাথে কমপক্ষে এক পারা কোরআন তেলাওয়াত করবো। এর দ্বারা আমাদের অন্তর আলোকিত হবে এবং বিবেক বুদ্ধি শানিত হবে। (চিন্তা ভাবনার সাথে) কোরআন তেলাওয়াতের দ্বারা আমাদের এমন অন্তর্দৃষ্টি হাসিল হবে যা দ্বারা আমরা ইসলামের শত্রুদেরকে চিনতে পারবো। ওরা কাফের-মুশরিক হোক কিংবা (মুসলিম নামধারী) মুনাফিক হোক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ .

হে লোক সকল! তোমাদের কাছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে উপদেশবানী এসেছে এবং অন্তরের রোগের নিরাময় এবং মুমিনদের জন্য হেদায়েত ও রহমত। সূরা ইউনুস : ৫৭

-মুহসিনুল উম্মাহ শহীদ শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ.

১৫ - যারা খেলাফতের গুরু দায়িত্ব বহন করতে চায় তাদের জন্য দুটি আমল অবশ্য কর্তব্য। একটি হল, তাহাজ্জুদের নামাজ। দ্বিতীয়টি হল, বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত।

-মাওলানা আসেম উমর হাফি

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৮৪৭

আকাবিরের মূল্যবান বাণীঃ ২২

abudujanah

Senior Member

০৩-২৯-২০১৯

لا أبالي على أي حال أصبحت ؟ على ما أحب أم على ما أكره ؟ ذلك بأني لا أدري : الخيرة فيما أحب أم فيما أكره

- سيدنا عمر بن الخطاب ﷺ

৫৬ : কী দিয়ে আমার দিন শুরু হয় আমি তার কোনও পরোয়া করি না। আমি যা পছন্দ করি তা দিয়ে? না যা অপছন্দ করি তা দিয়ে? কারণ, আমার তো জানা নেই, আমি যা পছন্দ করি তাতে আমার কল্যাণ, না যা আমি অপছন্দ করি তাতে কল্যাণ।
-হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাযি.; মাওয়ায়েযে সাহাবা রাযি : ২৯

يروي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى : أن رجلا شكا إليه الجدوبة، فقال له : استغفر الله

وشكا آخر: الفقر، فقال له : استغفر الله

وشكا إليه آخر: جفاف بستانه ، فقال : استغفر الله

وقال له آخر: ادع الله أن يرزقني ولدا ، فقال : استغفر الله

فقيل له في ذلك

فقال : ما قلت من عندي شيئا ، إن الله تعالى يقول في سورة نوح : فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا . سورة نوح : ١٠،١١،١٢

৫৭ : একবার এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী রহ.র কাছে এসে অনাবৃষ্টির অভিযোগ করল তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি ইস্তেগফার পড়তে থাকো। আরেকজন এসে অভাব-অনটনের অভিযোগ করলো তাকেও বললেন, তুমি ইস্তেগফার পড়তে থাকো। তৃতীয় আরেকজন এসে তার বাগান শুকিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করলে তাকেও বললেন, ইস্তেগফার পড়তে থাকো। চতুর্থ আরেকজন এসে বলল, আমার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ যেন আমাকে সন্তান দান করেন তাকেও বললেন, তুমি ইস্তেগফার পড়তে থাকো। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি সবাইকে যে একই কথা বললেন, এর কী কারণ? তিনি উত্তরে বললেন, আমি এর কোনটাই নিজ থেকে বলিনি। কোরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوٰلٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهٰرًا.

অতঃপর আমি বলেছি, তোমরা তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি মহাক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তানাদি বাড়িয়ে দেবেন, তোমাদের জন্য বাগান সৃষ্টি করবেন এবং তোমাদের জন্য নদীনালা প্রবাহিত করবেন। সূরা নূহ : ১০-১২

নাহরুল খায়ের আলা আইসারিত তাফাসীর

مصيبة تُقبِل بها على الله خير لك من نعمة تُنسيك ذكر الله .

৫৮ : যে মুসিবত আপনাকে আল্লাহমুখী করে তা ওই নেয়ামত অপেক্ষা উত্তম যা আপনাকে আল্লাহর কথা ভুলিয়ে দেয়।

-শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.

قال ابن القيم رحمه الله : أفضل أهل كل عَمَلٍ أَكثرُهم فيه ذِكْرًا لله عزوجل

فأفضل الصُّوَّام أكثرهم ذِكرًا لله عزوجل

و أفضل المُتَصَدِّقِين أكثرهم ذِكرًا لله عزوجل

و أفضل الحُجَّاج أكثرهم ذِكرًا لله عزوجل

وهكذا سائرالأحوال.

الو ابل الصيب لابن القيم ص: 75

৫৯ : যে কোনো আমল কারীদের মধ্যে উত্তম হল তারা, যারা ওই আমল করার সময় অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করে। রোজাদারদের মধ্যে উত্তম হল, যারা রোজা রেখে অধিক পরিমাণে যিকির করে। সদকাকারীদের মধ্যে উত্তম হল, যারা সদকা করার সময় অধিক পরিমাণে যিকির করে। হাজীদের মধ্যে উত্তম হল, যারা হজ করার সময় বেশি পরিমাণে আল্লাহর যিকির করে। অন্যান্য সকল আমলের ব্যাপারেও একই কথা।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.

حضورالقلب عند الدعاء شرط للإجابة،

أكثردعاء الناس : {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

ومع ذلك يَضِلُّون؛

لأن دعاء اللسان بلا حضورالجنان هذيان

الشيخ عبدالعزيزالطريفي حفظه الله تعالى

৬০ : দোয়ার সময় অন্তরের উপস্থিতি দোয়া কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত। মানুষ সবচেয়ে বেশি যে দোয়াটি করে তা হল,

{ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ}

আমাকে সিরাতে মুস্তাকিম তথা সরল পথ দেখান।

তা সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ বিপথগামী। এর কারণ, অন্তরের উপস্থিতি ছাড়া শুধু 'মুখের দোয়া' তেমন কোনো ফল বয়ে আনে না। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা কোনো গাফেল, উদাসীন অন্তরের দোয়া কবুল করেন না। জামে তিরমিযী : ৩৪৭৯)

শাইখ আব্দুল আজিজ আত তারিফী হাফি.

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৮৪৬

আকাবিরের মূল্যবান বাণী : ২৩

abudujanah

Senior Member

০৪-০৩-২০১৯

علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل.

৬১ : তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে তীরন্দাজী, সাঁতার কাটা এবং ঘোড়সাওয়ারী শিখাও।

হযরত উমর বিন খাত্তাব রাযি.

احذر ممن نقل إليك حديث غيرك، فإنه سينقل إلى غيرك حديثك.

৬২ : যে ব্যক্তি আপনার কাছে অন্যের দোষ চর্চা করে আপনি তার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন কারণ, সে অন্যের কাছে আপনার দোষও চর্চা করবে।

হযরত হাসান বসরী রহ.

***تَركُ فلس من حرام أفضل من مائة ألف فلس أتصدق بها .**

৬৩ : হারামের একটি টাকা বর্জন করা লাখ টাকা সদকা করার চেয়েও উত্তম।
হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ.

*** خصلتان تقسِّيان القلب : كثرةُ الكلام، وكثرةُ الأكل.**

৬৪ : দুটি কারণে অন্তর শক্ত হয়ে যায়। এক : বেশি কথা বললে। দুই : বেশি আহার করলে।

হযরত ফুযায়েল বিন ইয়ায রহ.

***لا يُحرم الإنسان الطاعة إلا بذنب، وكلما كان الذنب أعظم كانت الطاعة المحروم منها أعظم**

৬৫ : মানুষ তার গুনাহের কারণেই ইবাদত থেকে বঞ্চিত হয়। গুনাহ যত বড় হয় ছুটে যাওয়া ইবাদতের পরিমাণও তত বড় হয়।

শাইখ আব্দুল আজীজ তারিফী হাফি.*

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৯০৬

মৃত্যু!এক অপ্রিয় বাস্তবতা-

-ধারাবাহিক চলবে ইনশাল্লাহ

Ibn Bashar

Member

০৪-১২-২০১৯

মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ বলেছেন- 'পৃথিবীর সব প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।' অর্থাৎ জীবন যার আছে মৃত্যু তার সুনিশ্চিত। আর দুনিয়াতে সবচেয়ে কষ্টদায়ক হচ্ছে মৃত্যু। কারো আপন জনের মৃত্যুতে স্বজনের বিয়োগ ব্যাথাই নয় বরং মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিও প্রচণ্ড শারীরিক কষ্টের সম্মুখীন হন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের মৃত্যুকালীন সময়ের এ কষ্টের বিবরণ তাঁর উম্মতকে জানিয়ে দিয়েছেন। আবার মৃত্যুর এ ভয়াবহতা থেকে মুক্তি লাভের সুস্পষ্ট আমলও শিখিয়ে গেছেন।

আমরা কয়েকটি পর্বে সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নোক্ত বিষয় গুলো আলোচনা করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ।

১.মৃত্যুর স্বরণ ও আল্লাহ তায়ালার প্রতি সু-ধারণা।

২.মৃত্যুর যন্ত্রণা।

৩.মুমিন ও কাফেরের মৃত্যু।

৪.ভালো মৃত্যুর উপায়।

৫.শহীদদের মৃত্যু।

৬.শহীদদের মৃত্যুর যন্ত্রণা কম হবার হাকিকত।

মৃত্যুর স্বরণ ও আল্লাহ তায়ালার প্রতি সু-ধারণাঃ

আমরা এ পৃথিবিতে এমন ভাবে বসবাস করছি যেন,আমরা কখনোই মৃত্যুবরণ করবোনা।দুনিয়ার প্রতি অধিক ভালোবাসা আমাদেরকে মৃত্যুর স্বরণ থেকে গাফেল করে রেখেছে।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

হে মানব সম্প্রদায়! সুখ-শান্তি বিনাশকারী মৃত্যুকে বেশি বেশি করে স্মরণ করো। (তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো হে আল্লাহর রাসুল সবচাইতে বুদ্ধিমান লোক কে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি অধিকহারে মৃত্যুকে স্মরণ করে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যস্ত থাকে।

(ইবনে মাজাহ)

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

সংকটময় মুহূর্তে বান্দা যখন মৃত্যুকে স্মরণ করে, তখন তার এ স্মরণ সংকটময়তাকে দূর করে দেয় আর সুখের কালে মৃত্যুকে স্মরণ করে তখন এ স্মরণ তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে দূরে ঠেলে দেয়।

যখন মৃত্যু নিকটবর্তী হয় তখন আল্লাহর রহমতের আশাই অধিক হওয়া উচিত এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহই প্রবল হওয়া উচিত। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতে আগ্রহী হয় আল্লাহও তার সাক্ষাতে আগ্রহী হন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের প্রত্যেকে যেন শুধু এ অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে যে, সে আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করে।- সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৮৭৭

তবে অনেক মূর্খ মুসলমান আল্লাহ তাআলার রহমত ও মাগফিরাতের অর্থ ভুল বোঝে এবং বেপরোয়াভাবে গুনাহয় লিপ্ত হয়;

মারূফ কারখী রাহ. বলেন, তুমি যার অনুগত নও, তার দয়ার আশা করা তোমার নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়।

জনৈক আলিম বলেছেন, মাত্র তিন দিরহাম চুরি করার অপরাধে যিনি দুনিয়ায় তোমার একটি অঙ্গ কাটার আদেশ দিয়েছেন, আখিরাতে যে তিনি এরূপ শাস্তি দিবেন না-তা তুমি কীভাবে নিশ্চিত হলে?----চলবে ইনশাল্লাহ.....

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৯৯৭

মৃত্যু যন্ত্রণা-পর্ব-২

Ibn Bashar

Member

০৪-২০-২০১৯

মৃত্যু যন্ত্রণা.....

মৃত্যু যন্ত্রণা খুবই কঠিন। আত্মা যেরূপ শরীরের ভেতর থাকার কারণে এতদিন আমরা বহু আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাস করেছি সেরূপ বেরিয়ে যাওয়ার সময় ঠিক বিপরীত কষ্ট। সে কষ্ট সামান্য নয়, অনেক বেশি।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃত্যু যন্ত্রণা সম্পর্কে বলেছেন,

তোমরা বনী ইসরাঈল জাতি সম্পর্কে আলোচনা করতে পার, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। তাদের একটি অদ্ভুত ঘটনা আছে। তাদের একদল লোক একটি কবরস্থানের কাছে আসে। তারা বলে, যদি আমরা দু' রাকাত নামায পড়ে আল্লাহর কাছে দোআ করি তাহলে তিনি আমাদের জন্য একজন মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে দেবেন এবং তিনি আমাদেরকে মৃত্যুর সংবাদ দেবেন। তারা অনুরূপ করে দোআ করায় এক লোক কবর থেকে বের হয়। তার দু চোখের মাঝে সিজদার চিহ্ন। সে বললো, হে লোকেরা ! তোমরা কি চাও? আল্লাহর কসম, আমি ১শ বছর আগে মৃত্যুবরণ করেছি, এখন পর্যন্ত আমার মৃত্যু যন্ত্রণার ধকল দূর হয়নি, তোমরা আল্লাহর কাছে দোআ কর তিনি যেন আমাকে সাবেক অবস্থায় ফিরিয়ে দেন।

[মুস্তাখাব কানযুল উম্মাল হাশিয়া আলা মুসনাদ ইমাম আহমদ]

মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-ও মুক্তি পাননি। এ যন্ত্রণা খুবই কঠিন।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত,

মৃত্যুকালীন সময়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে একটি পানির পাত্র ছিল এবং তাতে পানি ছিল। তিনি তাতে হাত দিয়ে পরে নিজ চেহারা মোবারকে মুছতেন এবং বলতেন : আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, অবশ্যই মৃত্যুর যন্ত্রণা আছে। তারপর দু' হাত তুলে বলেন, হে মহান বড় সাথীর সাথে

তারপর রূহ চলে যায় ও হাত মোবারক নিচে নেমে পড়ে। আয়েশা (রা) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর মৃত্যু যন্ত্রণা দেখার পর আর কারোর মৃত্যু যন্ত্রণাকে ছোট মনে করি না।

আনাস বিন মালেক (রা) থেকে বর্ণিত,

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, বান্দাহ অবশ্যই মৃত্যু যন্ত্রণার সম্মুখীন হবে। তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একে অপরকে সালাম জানাবে এবং বলবে, তোমার উপর সালাম, কেয়ামত পর্যন্ত আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনা থেকে জানা যায়, মৃত্যুর পর আল্লাহ ইবরাহীম (আ)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর বন্ধু! আপনি মৃত্যুকে কেমন পেয়েছেন? তিনি বলেনঃ মৃত্যু যেন গরম শিকের মধ্যে লাগানো ভিজা পশমের মত। তারপর তাকে টেনে বের করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, হে। ইবরাহীম! আমি আপনার জন্য মৃত্যু যন্ত্রণাকে সহজ করে দিয়েছি।

[আত- তাযকিরাহ,]

মূসা (আ)-এর মৃত্যুর পর আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করেন, হে মুসা! আপনার কাছে মৃত্যু কেমন লেগেছে ? তিনি বলেন, আমার কাছে মৃত্যুকে এমন মনে হয়েছে যেন জীবিত পাখিকে গরম পানিতে সিদ্ধ করা হচ্ছে। পাখিটি মরে না, মরলে আরাম পেত এবং মুক্তিও পায় না, তাহলে উড়ে চলে যেত।

[আত- তাযকিরাহ,]

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, আমার কাছে মৃত্যুকে কসাই কর্তৃক জীবন্ত ভেড়ার চামড়া খোলার মত কষ্টদায়ক মনে হয়েছে। এ দু' নবী মৃত্যু যন্ত্রণার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ মৃত্যু যন্ত্রণা এরূপ হতে পারে। যদিও হাদীসে, নেককার লোকের সহজ মৃত্যুর কথা উল্লেখ আছে। অর্থাৎ সেটা পাপীর তুলনায় সহজ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-ও মৃত্যুর সময় নিজ মৃত্যু যন্ত্রণার কথা উচ্চারণ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, মৃত্যুর ফেরেশতাকে দেখলেই মৃত্যু যন্ত্রণা বেড়ে যায়। তিনি বলেন ঃ আমার প্রাণ যার হাতে সেই

সত্তার শপথ, মৃত্যুর ফেরেশতাকে একবার দেখা এক হাজার বার তলোয়ারের আঘাতের চেয়েও বেশি কষ্টদায়ক। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে মৃত্যু যন্ত্রণা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি উত্তর দেন, 'সবচেয়ে সহজ মৃত্যু হলো এমন কাটাযুক্ত বন্য ফলের মত,যা পশমের মধ্যে আটকে যায় কাঁটাযুক্ত ফলটিকে কি পশমবিহীন অবস্থায় টেনে বের করা যায় ?

হযরত ওমর (রা) শহীদ হয়েছেন। তা সত্বেও মৃত্যু যন্ত্রণার সময় বলেন ঃ ওমরের মা যদি ওমরকে জন্ম না দিত!

আরেক বর্ণনায় আছে, সৃষ্টি জগতের সকলের মৃত্যুর পর আল্লাহ যখন মৃত্যুর ফেরেশতার রূহ হরণ করবেন তখন মৃত্যুর ফেরেশতা বলবেঃ আপনার ইযযতের কসম, আমি যদি মৃত্যু যন্ত্রণা সম্পর্কে এখনকার মত আগে জানতাম তাহলে আমি কখনও কোন মুমিনের রূহ হরণ করতাম না।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ রাগে শোক ও ব্যথা-বেদনা—এসব হচ্ছে মৃত্যুর চিঠি ও দূত। মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে স্বয়ং মৃত্যুর ফেরেশতা হাযির হন এবং বলেনঃ হে বান্দাহ! আর কত খবর, আর কত দূত, আর কত চিঠি তোমার প্রয়োজন? আমিই (এখন) সর্বশেষ খবর, আমার পরে আর কোন খবর নেই। আমিই দূত, আমার পরে আর কোন দূত নেই। তুমি হয় তোমার রবের ডাকে অনুগত হয়ে কিংবা অনিচ্ছা সহকারে সাড়া দাও। যখন বান্দাহর রূহ হরণ করা হয় এবং লোকেরা চীৎকার করতে থাকে তখন মৃত্যুর ফেরেশতা বলেন, তোমরা কার জন্য চীৎকার ও কান্নাকাটি করছো ? আল্লাহর কসম, আমি তার হায়াতের ব্যাপারে কোন যুলুম ও অন্যায় করিনি। এবং না তার জন্য নির্ধারিত রিযিকে ভাগ বসিয়েছি। বরং তার প্রতিপালকই তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। ক্রন্দনকারীর উচিত, নিজের জন্য ক্রন্দন করা। আমাকে তোমাদের কাছে বারবার আসতেই হবে যে পর্যন্ত না তোমাদের একজনও বাকী থাকে।

আল এতে দাদ লিল মাওত, যাইনুদ্দিন আলী আল মাঃআব্বারী,

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩০৭৫

বিবাহ করার উদ্দেশ্য তালাক দেওয়া নয়।

উম্মে আয়শা

Senior Member

০৪-২২-২০১৯

সুখময় দাম্পত্য জীবন ও তালাকের অপব্যবহার

আল্লাহ তাআলার অশেষ শুকরিয়া। তিনি মুসলমানকে ইসলামের মতো পূর্ণাঙ্গ দ্বীন দান করেছেন। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত আদায় করার পথ ও পন্থা যেমন বলে দিয়েছেন তেমনি লেনদেন, আচার-আচরণ, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন কেমন হবে তাও জানিয়ে দিয়েছেন। বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে দাম্পত্যজীবন ও পারিবারিক জীবনের সূচনা হয়। ইসলামী শরীয়তে এই সম্পর্ক কায়েম করতে হলে যেমন সুনির্ধারিত কিছু বিধান রয়েছে তেমনি প্রয়োজনে এই সম্পর্ক ছিন্ন করতে হলেও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। কুরআন-হাদীসে সেগুলো অনুসরণ করারও জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। যদি সেই বিধানগুলো মান্য না করা হয় তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করা হবে, যা একটি মারাত্মক গুনাহ। সাথে সাথে এই অমান্য করার কারণে জীবনের পদে পদে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে এবং অসংখ্য বালা-মুসীবতে নিপতিত হতে হবে, যার বাস্তব নমুনা আমাদের সমাজ জীবনে প্রতিদিন সৃষ্টি হচ্ছে এবং পেপার-পত্রিকায় সেগুলো শিরোনাম হচ্ছে। বিশেষত শরীয়ত পরিপন্থী পদ্ধতিতে তালাক প্রদান করে দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটালে যে পেরেশানি ও জটিলতা সৃষ্টি হয় তা বর্ণনাতীত।

বিবাহ করার উদ্দেশ্য তালাক দেওয়া নয়:

বিবাহের মাধ্যমে যে দাম্পত্য সম্পর্কের সূচনা হয় তা অটুট থাকা এবং আজীবন স্থায়ীত্ব লাভ করা ইসলামে কাম্য। সুতরাং স্বামী কখনও বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার চেষ্টা করবে না এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের পরিস্থিতিও সৃষ্টি করবে না। কেননা বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হলে এর কুপ্রভাব শুধু স্বামী-স্ত্রীর উপর সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং গোটা পরিবারটিই তছনছ হয়ে যায়, সন্তান-সন্ততির জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কোনো কোনো সময় এই ঘটনার জের পরিবারের গন্ডি অতিক্রম করে বংশীয় কোন্দলে পরিণত হয় এবং সামাজিক জীবনে এর অত্যন্ত খারাপ প্রভাব

পড়ে। এজন্য যে সকল কারণে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার উপক্রম হয় সেগুলো দূর করার জন্য ইসলামী শরীয়ত বিভিন্ন বিধান দিয়েছে এবং এ বিষয়ে কুরআন-হাদীসে অনেক নির্দেশনা রয়েছে। প্রথমে বুঝিয়ে-শুনিয়ে সমাধান করতে বলা হয়েছে। এরপর স্ত্রীর সাথে শয্যা ত্যাগ, সতর্ক করা, শাসন করার পথ অবলম্বন করার আদেশ করা হয়েছে। এতটুকুতে মীমাংসা না হলে উভয় পক্ষে দুজন শালিস নিযুক্ত করে একটি চূড়ান্ত ফয়সালায় উপনীত হওয়ার নির্দেশনা দিয়েছে। এগুলো হল দাম্পত্য জীবনে ইসলামী হেদায়েতের অনন্য বৈশিষ্ট্য। আফসোস! আমাদের যদি বোধোদয় হত এবং ইসলামী নির্দেশনাকে আদর্শ বানাতে পারতাম! সুতরাং আবেগের বশিভূত হয়ে নয়; বরং বুঝে-শুনে, চিন্তা-ফিকির করে যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

স্বামী-স্ত্রীর প্রতি কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা:

সাধারণত বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার পিছনে মৌলিক যে কারণগুলো থাকে সেগুলো হল, স্বামী-স্ত্রী একে অপরের হক যথাযথ আদায় না করা। একজন অন্যজনকে গুরুত্ব না দেওয়া। কথায়-কাজে অযথা দ্বিমত পোষণ করা। একে অন্যের প্রতি আস্থা না রাখা, বিশ্বাস না করা। এ সকল কারণে একসময় তাদের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ চরমে পৌঁছে এবং দাম্পত্য জীবন ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়। সুতরাং উভয়ের কর্তব্য হল, পরস্পরের হকগুলো যথাযথভাবে জানা এবং তা আদায় করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। কোনো ক্ষেত্রে দোষ-ত্রুটি হয়ে গেলে তা অকপটে স্বীকার করে নেওয়া এবং অতি দ্রুত সেটাকে শুধরে নেওয়া। এভাবে সবকিছুকে সহজভাবে মেনে নেওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা। তাহলে সম্পর্ক দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হবে। এরকম শুধরে নেওয়া ও মেনে নেওয়ার অভ্যাস গড়ে না তুললে সামান্য মনোমালিন্যেও অন্তরে প্রচন্ড কষ্ট অনুভব করবে। এখানে স্বামী-স্ত্রীর কিছু শরয়ী হক তুলে ধরা হল।

স্বামীর ওপর স্ত্রীর হকসমূহ:

১. স্ত্রীর সাথে সর্বদা ভালো আচরণ করা।

২. স্ত্রীর কোনো কথায় বা কাজে কষ্ট পেলে ধৈর্য্য ধারণ করা।

৩. উচ্ছৃঙ্খল, বেপর্দা চলাফেরা করতে থাকলে নম্র ভাষায় তাকে বোঝানো।

৪. সামান্য বিষয় নিয়ে স্ত্রীর সাথে ঝগড়া-বিবাদ না করা। কথায় কথায় ধমক না দেওয়া। রাগ না করা।

৫. স্ত্রীর আত্মমর্যাদায় আঘাত করে এমন বিষয়ে সংযত থাকা। শুধু শুধু স্ত্রীর প্রতি কুধারণা না করা। স্ত্রীর সম্পর্কে উদাসীন না থাকা।

৬. সামর্থ্যানুযায়ী স্ত্রীর খোরপোষ দেওয়া। অপচয় না করা।

৭. নামায পড়া এবং দ্বীনের আহকাম মেনে চলার জন্য উৎসাহ দিতে থাকা। হায়েয-নেফাসের মাসআলাগুলো ভালোভাবে শিক্ষা দেওয়া। শরীয়ত পরিপন্থী কাজ থেকে বিরত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করা।

৮. একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মাঝে সমতা রক্ষা করা।

৯. চাহিদানুযায়ী তাদের সাথে মেলামেশা করা।

১০. অনুমতি ব্যতীত আযল অর্থাৎ মেলামেশার সময় শেষ মুহূর্তে স্বাভাবিক স্থান ত্যাগ না করা।

১১. একান্ত নিরুপায় না হলে তালাক না দেওয়া এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শরীয়ত-গৃহীত পন্থায় তালাক দেওয়া।

১২. প্রয়োজন মাফিক থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা।

১৩. মাঝে মাঝে স্ত্রীর নিকটাত্মীয়দের সাথে দেখা-সাক্ষাত করার সুযোগ করে দেওয়া।

১৪. স্ত্রীর সাথে মেলামেশার চিত্র অন্যের কাছে বর্ণনা না করা।

১৫. প্রয়োজনে স্ত্রীকে শাসন করা। সতর্ক করা। শরীয়ত যতটুকু অনুমতি দিয়েছে তার চেয়ে বেশি হাত না তোলা।

স্ত্রীর ওপর স্বামীর হকসমূহ:

১. সর্বদা স্বামীর মন জয় করার চেষ্টা করা।

২. স্বামীর সাথে অসংযত আচরণ না করা। স্বামীকে কষ্ট না দেওয়া।

৩. শরীয়তসম্মত প্রত্যেক কাজে স্বামীর আনুগত্য করা। গুনাহ এবং শরীয়ত বিরোধী কাজে অপারগতা তুলে ধরা এবং স্বামীকে নরম ভাষায় বোঝানো।

৪. প্রয়োজনাতিরিক্ত ভরণ-পোষণ দাবি না করা।

৫. পরপুরুষের সাথে কোনো ধরনের সম্পর্ক না রাখা।

৬. স্বামীর অনুমতি ছাড়া কাউকে ঘরে ঢোকার অনুমিত না দেওয়া।

৭. অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বের না হওয়া।

৮. স্বামীর সম্পদ হেফাযত করা। অনুমতি ছাড়া সেখান থেকে কাউকে কোনো কিছু না দেওয়া।

৯. স্বামীকে অসন্তুষ্ট করে অতিরিক্ত নফল নামাযে মশগুল না থাকা। অতিরিক্ত নফল রোযা না রাখা।

১০. স্বামী মেলামেশার জন্য আহবান করলে শরীয়তসম্মত কোনো ওযর না থাকলে আপত্তি না করা।

১১. স্বামীর আমানত হিসেবে নিজের ইজ্জত-আব্রু হেফাযত করা। কোনো ধরনের খেয়ানত না করা।

১২. স্বামী দরিদ্র কিংবা অসুন্দর হওয়ার কারণে তাকে তুচ্ছ না করা।

১৩. স্বামীকে কোনো গুনাহের কাজ করতে দেখলে আদবের সাথে তাকে বিরত রাখা।

১৪. স্বামীর নাম ধরে না ডাকা।

১৫. কারো কাছে স্বামীর বদনাম, দোষ-ত্রুটি বর্ণনা না করা।

১৬. শ্বশুর-শাশুড়িকে সম্মানের পাত্র মনে করা। তাদেরকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করা। ঝগড়া-বিবাদ কিংবা অন্য কোনো উপায়ে তাদের মনে কষ্ট না দেওয়া।

১৭. সন্তানদের লালন-পালনে অবহেলা না করা।

উত্তম স্ত্রীর গুণাবলি:

কুরআন-হাদীসের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, উত্তম স্ত্রী হল যে স্বামীকে সম্মান করে। স্বামীর বশ্যতা স্বীকার করে। স্বামীর আদেশ-নিষেধ মান্য করে। স্বামীর ধন-সম্পদ হেফাযত করে এবং অন্যান্য হকসমূহ যথাযথভাবে আদায় করে। সাথে সাথে নিজের সতীত্ব রক্ষা করে, শরীয়তের বিধানুসারে জীবন পরিচালনা করে।

স্বামীর উপস্থিতি-অনুপস্থিতি সর্বাবস্থায় নিজের সতীত্ব এবং স্বামীর ধন-সম্পদ হেফাযত করা স্ত্রীর কর্তব্য। সাধারণত এদু'টি ক্ষেত্রে মহিলাদের থেকে সবচেয়ে বেশি খেয়ানত হয়ে থাকে। কোনো কোনো মহিলার ক্ষেত্রে এমনও ঘটে যে, স্বামী ঘর থেকে বের হলে, চাকরি বা অন্য কোনো স্থানে গেলে, সেই সুযোগে স্বামীর অজান্তে নিজেকে নাফরমানির কাজে জড়িয়ে ফেলে। স্বামীর উপস্থিতিতে এটা সে করতে পারত না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এতে স্বামীকে ধোকা দেওয়া হলেও প্রকারান্তরে এটা হচ্ছে নিজের জীবনে অভিশাপ টেনে আনা। সুতরাং স্ত্রীর অবশ্যকর্তব্য হল, আল্লাহকে হাযির-নাযির জেনে স্বামীর উপস্থিতি-অনুপস্থিতি সর্বাবস্থায় নিজের ইজ্জত-আব্রু সংরক্ষণ করা। হাদীস শরীফে আছে-'উত্তম স্ত্রী হল, যখন তুমি তার দিকে তাকাও তখন সে তোমাকে আনন্দিত করে। যখন তাকে আদেশ কর তখন সে আনুগত্য করে আর যখন তুমি স্থানান্তরে যাও তখন সে তার ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করে এবং সম্পদ হেফাযত করে।'

আর যে স্ত্রী শরীয়তের হুকুম মেনে চলে, স্বামীর আদেশ মান্য করে, তার খেদমত করে, নিজের সতীত্ব রক্ষা করে হাদীস শরীফে তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রমযান মাসের রোযা রাখে, লজ্জাস্থানের হেফাযত করে এবং স্বামীর অনুগত থাকে তাকে বলা হবে তুমি যে দরজা দিয়ে চাও জান্নাতে প্রবেশ কর।' -মুসনাদে আহমদ হাদীস ১৬৬১

পক্ষান্তরে যে স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে ভালো আচরণ করে না এবং স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে তার সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে যে, 'তার কোনো নামায কবুল হয় না, কোনো নেক আমল উপরে উঠানো হয় না যতক্ষণ স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট না হবে।- সহীহ ইবনে হিববান হাদীস ৫৩৫৫

অন্য হাদীসে আছে-হুসাইন ইবনে মুহসিন থেকে বর্ণিত, তাঁর এক ফুফু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কোনো প্রয়োজনে এসেছিলেন। তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি বিবাহিতা? তিনি বললেন, জ্বী হাঁ। নবীজী বললেন, তুমি স্বামীর সাথে কেমন আচরণ করে থাক? তিনি বললেন, আমি একেবারে অপারগ না হলে তার সেবা ও আনুগত্যে ত্রুটি করি না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, স্বামীর সাথে তোমার আচরণ কেমন তা ভেবে দেখ। কারণ স্বামীই তোমার জান্নাত কিংবা জাহান্নাম।-মুসনাদে আহমদ খ. ৪, পৃ. ৩৪১৩; খ. ৬, পৃ. ৪১৯

উত্তম স্বামী:

একটি পরিবার সুন্দর ও সুখময় করে গড়ে তোলার জন্য স্বামীর কর্তব্য সবচেয়ে বেশি। সুতরাং সে যেন স্ত্রীর খুটিনাটি বিষয় নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ না করে এবং স্ত্রীকে সব কথা মেনে নেওয়ার জন্য বাধ্য না করে। কেননা নারীদেরকে সৃষ্টিই করা হয়েছে নাযুক তবিয়ত দিয়ে। অতএব স্ত্রীর ওপর অধিক চাপ প্রয়োগ করতে থাকলে হিতে বিপরীত হওয়ার আশংকাই বেশি।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে-

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের হাড্ডি দ্বারা। তুমি যদি তাকে সোজা করতে যাও তাহলে ভেঙ্গে ফেলবে। তাই তার মন রক্ষা করে চল। তাহলেই একসাথে জীবন যাপন করতে পারবে।-সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস ৪১৭৮

আরেকটি হাদীসে আছে-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ কর। কেননা তাদেরকে পাঁজরের হাড্ডি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড্ডিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বাঁকা হল উপরেরটি। সুতরাং তুমি যদি তা সোজা করতে যাও তাহলে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি একেবারে ছেড়ে দাও তাহলে বাঁকাই থেকে যাবে। তাই স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ কর।’-সহীহ বুখারী ও মুসলিম

অন্য হাদীসে এসেছে, তুমি যদি স্ত্রীকে সোজা করতে যাও তাহলে ভেঙ্গে ফেলবে। আর ভাঙ্গার অর্থ তাকে তালাক প্রদান করা। -সহীহ মুসলিম

অতএব স্বামী নিজেকে সংযত রাখবে। সবকিছু ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবে। ছাড় দেওয়া ও মায়া-মমতার মাধ্যমে যতদূর সম্ভব দাম্পত্য জীবন স্থায়ী করার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। মাথা গরম করে দীর্ঘ দাম্পত্য জীবন এক নিমিষেই শেষ করে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

অবাধ্য স্ত্রীকে সংশোধনের কয়েকটি নির্দেশনা:

কোনো স্ত্রী যদি স্বামীর আনুগত্য না করে, স্বামীর হক আদায় না করে বরং উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতে থাকে তাহলে স্বামীর দায়িত্ব হল তাকে সংশোধনের জোর চেষ্টা করা। শরীয়ত এ ধরনের স্ত্রীকে সুশৃংখল জীবনে ফিরিয়ে আনতে কিছু দিক-নির্দেশনাও দিয়ে দিয়েছে। স্বামী প্রথমে সেগুলো অনুসরণ করবে। তারপরও যদি স্ত্রীর মধ্যে কোনো পরিবর্তন না আসে এবং সে তার মন মতোই চলতে থাকে তাহলে চূড়ান্ত ফয়সালা তালাক দেওয়ার পথ বেছে নিতে পারবে। তবে মনমতো তালাক দেওয়া যাবে না। শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে তালাক প্রদান করতে হবে।

প্রথম পদক্ষেপ:

স্ত্রীর এই অবাধ্যতা দেখে উত্তেজিত হবে না এবং ঝগড়া-বিবাদের পথ অবলম্বন করবে না; বরং নিজেকে সংযত রাখবে এবং স্ত্রীকে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে বোঝাতে থাকবে । স্ত্রীর প্রতি মায়া-মুহাববত প্রকাশ করে তার মন গলানোর চেষ্টা করবে। স্ত্রী কোনো ভুল ধারণায় থাকলে যথাসম্ভব তা দূর করার চেষ্টা করবে। স্ত্রী যদি স্বামীর এই মহৎ আচরণে মুগ্ধ হয়ে নিজেকে স্বামীভক্ত বানিয়ে ফেলে তাহলে একটি সুখী পরিবার রচিত হবে এবং স্বামী অন্তর্জালা থেকে মুক্তি পাবে। আর স্ত্রী অবাধ্য থাকার কারণে যে গুনাহে লিপ্ত ছিল তা থেকে সে পরিত্রাণ পাবে। যদি এই চেষ্টা বিফলে যায় তাহলে দ্বিতীয় নির্দেশনা অবলম্বন করবে।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ:

স্ত্রীর ব্যবহারে রাগ-অনুরাগ প্রকাশ করার জন্য স্বামী স্ত্রীর সাথে একত্রে রাতযাপন করা থেকে বিরত থাকবে। স্ত্রীর ঘুমানোর জায়গা পৃথক করে দিবে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটা সাধারণ একটি শাস্তি, কিন্তু মনস্তাত্বিক বিচারে সর্বোত্তম সতর্কবাণী। স্ত্রী যদি এতেই সতর্ক হয়ে যায় এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয় তাহলে দাম্পত্য জীবন সুখের হবে। অশান্তি-পেরেশানী দূর হবে। আর যদি এই ভদ্রোচিত সাজা স্ত্রীর

অবাধ্যতা ও বক্রতার মধ্যে কোনো পরিবর্তন না আনে তাহলে তৃতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

তৃতীয় পদক্ষেপ:

উল্লেখিত দুটি পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরও কোনো কাজ না হলে তৃতীয় পদক্ষেপ হিসেবে শরীয়ত স্ত্রীকে হালকা শাসন, হাত উঠানোর অনুমতি দিয়েছে। তবে রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে নয়; বরং অন্তরে মুহাববত পোষণ করে বাহ্যিকভাবে স্ত্রীকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে এটা করা যাবে। লক্ষ রাখতে হবে যেন এর কারণে তার শরীরে কোনো দাগ না পড়ে এবং চেহারা বা স্পর্শকাতর কোনো স্থানে আঘাত না আসে। অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদেরকে এ ধরনের শাস্তি দেওয়া পছন্দ করেননি। তাই এই পন্থা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। কেউ কেউ স্ত্রীকে শাসনের নামে বেধড়ক মারপিট করে থাকে, যা শরীয়ত সমর্থন করে না এবং এটা স্ত্রীর ওপর সুস্পষ্ট জুলুম। যাহোক এই যৎসামান্য শাসনের মাধ্যমেও যদি মোআমালা সাফ হয়ে যায় এবং উভয়ে আপোষ-মীমাংসায় পৌঁছে যায় তাহলেও মাকসাদ হাসিল হয়ে যাবে। ঘরে-সংসারে শান্তি ফিরে আসবে।

স্ত্রীকে সংশোধনের জন্য এই তিনটি পদক্ষেপ গ্রহণের কথা কুরআনুল কারীমের একটি আয়াতে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-(তরজমা)

‘স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশংকা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও। তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর। অতঃপর তাদেরকে প্রহার কর। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ অন্বেষণ করো না।’

পরস্পর সম্পর্ক বজায় রাখার সর্বশেষ পদক্ষেপ:

উপরোক্ত পদক্ষেপগুলো এজন্য রাখা হয়েছে যেন স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত সমস্যা তারা নিজেরাই যেন সমাধান করতে পারে। কিন্তু কখনও কখনও ঝগড়া-বিবাদ এত চরম আকার ধারণ করে যে, চাই সেটা স্ত্রীর অবাধ্যতা ও বল্গাহীন চলাফেরা করার কারণে হোক কিংবা স্বামীর অন্যায় আচরণ, অমানবিক নির্যাতনের কারণে হোক তখন আর ঘরের কথা ঘরে থাকে না বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। এতে সাধারণত দেখা যায়, এক পক্ষের লোক অন্য পক্ষ সম্পর্কে কটুক্তি করে এবং অপবাদ রটাতে

থাকে। যার ফলে উভয় পরিবার ও পক্ষ-বিপক্ষের লোকদের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে এটা পারিবারিক কোন্দল থেকে বংশীয় কোন্দলে পরিণত হয়।

কুরআনুল করীমে এই বিবাদ-বিসম্বাদ দূর করার জন্য এবং পরস্পর সুস্থ আপোষ-মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য একটি স্বচ্ছ ও কার্যকরী পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-(তরজমা) যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মতো পরিস্থিতির আশংকা কর তাহলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -সূরা নিসা ৩৫

তবে উভয় সালিসের মধ্যে নিম্নোক্ত গুণাবলী থাকা আবশ্যক।

১. জ্ঞানী হওয়া।

২. সুবিবেচক হওয়া।

৩. নেক নিয়তে ফয়সালা করার মানসিকতা থাকা। অর্থাৎ তাদের অন্তরের একান্ত কামনা থাকবে যে, স্বামী স্ত্রীর মাঝে একটি সুষ্ঠু ফয়সালা হোক। এজন্য তারা যথাসাধ্য চেষ্টাও করবে। যখন এই সালিসদ্বয় ইখলাসের সাথে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মীমাংসা করার জন্য প্রচেষ্টা চালাবে তখন আল্লাহ তাআলার গায়েবী মদদ তাদের সাথে থাকবে। ফলে তাদের বিচারকার্যের মাকসাদ হাসিল হবে এবং তাদের অসীলায় আল্লাহ তাআলা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অন্তরে মুহাববত ও সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি করে দিবেন। ইনশাআল্লাহ।

তালাক হল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত:

পরিস্থিতি কখনো এমন নাযুক হয়ে যায় যে, মীমাংসা ও সংশোধনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কোনোক্রমেই একমতে পৌঁছা সম্ভব হয় না। দাম্পত্য জীবন থেকে সাফল্য লাভ হওয়া তো দূরের কথা, একে অপরের চেহারা পর্যন্ত দেখতে চায় না। যতদ্রুত সম্ভব বিচ্ছেদ ঘটালেই তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। এরকম চূড়ান্ত পর্যায়ে গেলে শরীয়ত স্বামীকে তালাক দেওয়ার এখতিয়ার দিয়েছে। তবে তালাক দেওয়া অত্যন্ত অপছন্দনীয় ও ঘৃণিত কাজ। তারপরও তালাক দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ

খোলা না থাকলে শরীয়ত সমর্থিত পদ্ধতি অনুসরণ করে তালাক দিবে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করার সুফল অনেক।

তালাক দেওয়ার সর্বোত্তম পদ্ধতি:

কুরআন-হাদীসের নির্দেশনা এবং সাহাবা-তাবেঈনের আমল থেকে প্রমাণিত হয় যে, তালাক দেওয়ার সর্বোত্তম পদ্ধতি হল, স্ত্রী যখন হায়েয থেকে পবিত্র হবে তখন স্বামী তার সঙ্গে সহবাস না করে সুস্পষ্ট শব্দে এক তালাক দিবে। যেমন স্বামী স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলবে, আমি তোমাকে এক তালাক দিলাম। এরপর স্বামী যদি স্ত্রীকে ইদ্দত চলা অবস্থায় ফিরিয়ে নেয় তাহলে ভালো। পুনরায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কায়েম হয়ে যাবে। অন্যথায় ইদ্দত শেষ হওয়ার সাথে সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং স্ত্রী স্বামী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যাবে। এখন স্ত্রী স্বাধীন। ইচ্ছা করলে সে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। ফকীহগণ এভাবে তালাক দেওয়াকে 'তালাকে আহসান' বলেছেন। সাহাবায়ে কেরামও এই পদ্ধতিকে সর্বোত্তম পদ্ধতি বিবেচনা করেছেন। সুতরাং তালাক দিতে একান্ত বাধ্য হলে এই পদ্ধতিতে তালাক দেওয়া কর্তব্য।

সর্বোত্তম পদ্ধতিতে তালাক দেওয়ার সুফলসমূহ:

এ পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সুফল হল:

১.

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় তালাকের পরে স্ত্রীই বেশি অনুতপ্ত হয় এবং বৈবাহিক সম্পর্ক পুনর্বহাল করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। যদি শরীয়তের নির্দেশনা অনুযায়ী এক তালাক দেওয়া হয় তাহলে এই আশা পূরণ হওয়ার সুযোগ থাকে এবং তারা পুনরায় বৈবাহিক জীবন শুরু করতে পারে। কিন্তু স্বামী একসাথে তিন তালাক দিলে ইদ্দত চলা অবস্থায়ও স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকে না এবং ইদ্দতের পরেও নতুনভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অবকাশ থাকে না। তারা একে অপরের জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যায়। এমতাবস্থায় অনুতপ্ত হওয়া এবং আপোষের জন্য আগ্রহী হওয়া কোনো কাজে আসে না। অবশ্য তালাকপ্রাপ্তা মাহিলার যদি ইদ্দত শেষে অন্যত্র বিবাহ হয় এবং দুর্ভাগ্যবশত সেই স্বামী কর্তৃকও তালাকপ্রাপ্তা হয় বা স্বামী মারা যায় তাহলে ইদ্দত শেষে সে প্রথম স্বামীর জন্য পুনরায় হালাল

সাব্যস্ত হবে এবং উভয়ে সম্মত হলে নতুন মহর ধার্য করে আবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

এ পদ্ধতিতে দীর্ঘ সময় স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণের অবকাশ পাওয়া যায় এবং তালাকের কারণে সৃষ্ট সমস্যা নিয়েও ভাববার সুযোগ থাকে।

উল্লেখ্য, তালাকের সময় স্ত্রী গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত তার ইদ্দতের সময়। আর গর্ভবর্তী না হলে তিন হায়েয অতিক্রম করা পর্যন্ত।

যদি এ সময়ের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার পর উভয়ে নিজেদের ভুল বুঝতে পারে এবং বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল রাখতে সম্মত হয়, স্ত্রী নিজের দোষ-ত্রুটি সংশোধনের ওয়াদা করে, স্বামীর কথা মেনে চলতে রাজি হয়, স্বামীও সন্তান-সন্ততির কথা মাথায় রেখে স্ত্রীর সাথে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতে চায় তাহলে পেরেশান হওয়ার দরকার হয় না। পুনরায় স্ত্রীর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ফেলাই যথেষ্ট। আগের মতোই তারা স্বামী-স্ত্রী হয়ে যায়।

এক্ষেত্রে সর্বোত্তম হল, স্বামী দুইজন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার সামনে বলবে, আমি আমার স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করলাম। যাতে পরিচিতদের মাঝে কোনো ভুল ধারণা সৃষ্টি না হয় এবং তালাকের মতো স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়ও সবার জানা হয়ে যায়।

২.

যদি বিচ্ছেদের পর দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তির কথা মনে পড়ে, পরস্পরের গুণ ও অবদান স্মরণ হয় এবং আবার তারা দাম্পত্য জীবন শুরু করতে চায় তাহলে নতুন মহর ধার্য করে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। প্রথম তালাকের ইদ্দত শেষ হয়ে গেলেও এক্ষেত্রে অন্যত্র বিবাহের প্রয়োজন হবে না। দুর্ভাগ্যবশত দ্বিতীয়বারও তাদের মাঝে বনিবনা না হলে এবং আল্লাহ না করুন পুনরায় তালাক দেওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে সেক্ষেত্রেও ইসলামী দিক নির্দেশনার পূর্ণ অনুসরণ করবে। তাতে কাজ না হলে স্ত্রীকে তালাকে আহসান দিবে। অর্থাৎ স্ত্রী হায়েয থেকে পবিত্র থাকা অবস্থায়-যে সময়ে স্বামী তার সাথে সহবাস করেনি-সুস্পষ্ট ভাষায় এক তালাক দিবে।

শরীয়ত এমতাবস্থায়ও বিবাহ টিকিয়ে রাখার সুযোগ রেখেছে। স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিতে পারবে আর ইদ্দত শেষ হলে নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। তবে স্বামী যেহেতু স্ত্রীকে দুই ধাপে দুই তালাক প্রদান করেছে তাই এখন শুধু একটি তালাক তার অধিকারে আছে। এই তৃতীয় তালাক প্রদান করলে আর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকবে না এবং পুনরায় বিবাহও করতে পারবে না। কেননা এই সুযোগ দুই তালাক পর্যন্তই সীমিত। যে ব্যক্তি উপরোক্ত পদ্ধতিতে দুই তালাক দেওয়ার পর পুনরায় বৈবাহিক সম্পর্ক কায়েম করবে তকে আগামী দিনগুলোতে খুব হিসাব নিকাশ করে চলতে হবে। কেননা একটু অসতর্কতার কারণে তৃতীয় তালাক দিয়ে ফেললে আর এই স্ত্রীকে নিয়ে ঘরসংসার করার সুযোগ থাকবে না; বরং মহিলাটি তার জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যাবে। এজন্য খুব সাবধান থাকতে হবে।

মোটকথা 'আহসান' পদ্ধতিতে তালাক দিলে তালাক-পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে স্বাভাবিকভাবে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পাওয়া যায়। ধীর-স্থিরভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। তাড়াহুড়া করে অনাকাংখিত কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। পক্ষান্তরে একসাথে তিন তালাক দিলে এই অবকাশগুলো থাকে না এবং তা কোনো সুফলও বয়ে আনে না; বরং স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যন্ত্রনায় ছটফট করতে থাকে। জীবন চলা তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়ে পড়ে।

সুতরাং একটু খোলা মনে চিন্তা করে দেখুন দাম্পত্য সম্পর্ক অটুট রাখার জন্য শরীয়তের ভূমিকা কত গুরুত্বপূর্ণ। পারস্পরিক কলহ-বিবাদ দূর করার জন্য পর্যায়ক্রমে পদক্ষেপ গ্রহণ করার আদেশ করেছে। মিলে মিশে থাকার কোনো পথ খোলা না থাকলে বিশেষ পদ্ধতিতে তালাক দেওয়ার হুকুম দিয়েছে। অর্থাৎ স্ত্রী হায়েয থেকে পবিত্র থাকা অবস্থায় এক তালাক দিবে। কেননা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া মারাত্মক গুনাহ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

পরবর্তীতে স্ত্রীর প্রতি মুহাববত প্রকাশ পেলে ইদ্দতের মধ্যে তাকে গ্রহণ করতে পারবে। ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরায় স্থাপিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু তিন তালাক দিলে স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করার বা নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগ থাকে না। এভাবেই ইসলামী শরীয়ত বৈবাহিক সম্পর্ক অটুট রাখার অবকাশ দিয়েছে। কিন্তু অনেক মানুষই শরীয়তের

এই সহজ পদ্ধতি উপেক্ষা করে। তিন তালাকের কঠিন হুকুম তা তাদের উপর আরোপিত হয়ে যায়। অর্থাৎ বিবাহ ভেঙ্গে যায় এবং তারা পরস্পরের জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যায়। এখন মহিলাটির অন্যত্র বিবাহ হলে এবং সেই স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা হলেই কেবল প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে।

অনেকে শরীয়তের পন্ডিত সেজে বলতে থাকে, অন্তরের নিয়ত ছাড়া শুধু রাগের মাথায় তিন তালাক দিলে তিন তালাকই হয়ে যাবে-এটা কেমন কথা? এ ধরনের আরো অনেক তর্ক ও অসার যুক্তির অবতারণা করে থাকে। তাদের যুক্তির খন্ডনে যুক্তি দিয়ে বলা যায়, একটি কাজ যদি অন্যায় হয় তবে তা করা নিষিদ্ধ হবে , কিন্তু করে ফেললে তার ক্রিয়া প্রকাশিত হবে না-এটাই বা কেমন কথা? কোনো মানুষকে হত্যা করা জঘন্য অপরাধ এবং কবীরা গুনাহ। কিন্তু কেউ যদি ঘটনাক্রমে কাউকে গুলি করে মেরে ফেলে তখন কি এই তর্ক তাকে বাঁচিয়ে তুলবে যে, যে গুলি করেছে সেকি ন্যায় করেছে না অন্যায় করেছে?

তালাক দেওয়ার ভুল পদ্ধতি এবং তার কুফল:

ইসলামী শরীয়তে একান্ত প্রয়োজনে তালাক দেওয়ার অবকাশ রাখা হয়েছে এবং সেজন্য সুন্দর পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে পদ্ধতি উপেক্ষা করতে দেখা যায়। আবার কোথাও পুরোপুরি উপেক্ষা করা না হলেও যথাযথ অনুসরণ করা হয় না। সমাজে তালাক দেওয়ার বিভিন্ন ভুল পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে এবং দিন দিন নতুন নতুন পদ্ধতির কথা শোনা যাচ্ছে। এর মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং শরীয়ত পরিপন্থী পদ্ধতি, যার কারণে একটি সুখী সংসার নিমিষেই শেষ হয়ে যায় এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়ে অন্তর্জ্বালায় জ্বলতে থাকে তা হল-একসাথে তিন তালাক দেওয়া। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এভাবেই তালাক দেওয়া-নেওয়া হয়। অনেকে একেই তালাক দেওয়ার একমাত্র পদ্ধতি মনে করে। এটা ছাড়া ভিন্ন পন্থায় তালাক দিলে তালাক দেওয়া হয়েছে বলে মনে করে না।

এই ভুল রেওয়াজ এতই ব্যাপক যে, তালাক কার্যকরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোও এভাবেই তালাক কার্যকর করে থাকে। তদ্রূপ শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র সব শ্রেণীর লোকদের মধ্যেই এই প্রবণতা দেখা যায় যে, তারা যখন রাগে ক্ষোভে অথবা সিদ্ধান্ত নিয়ে লিখিত বা মৌখিকভাবে তালাক দেয় তখন একসাথে তিন

তালাকই দিয়ে থাকে। এর কম তালাক দেওয়ার কোনো পন্থা আছে কি না সেটা জানারও প্রয়োজন বোধ করে না।

কখনও এমনও ঘটে যে, কেউ যদি এক তালাক বা দুই তালাক দেয় তাহলে তাকে তৃতীয় তালাক দিতে বাধ্য করা হয় এবং নানা রকম হুমকি-ধমকি দিয়ে, ঠাট্টা বিদ্রূপ করে কিংবা যেকোনো ভাবে উত্তেজিত করে তৃতীয় তালাক দেওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়। দৃশ্যটা এমন থাকে যে, যতক্ষণ স্বামী তিন তালাক না দিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজে ঠান্ডা হয়, না স্ত্রী, না অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন। সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যতের কথা, সংসার ভাঙ্গার কথা, দুই পরিবারের মাঝে শত্রুতা ও সংঘাতের কথা কোনোটাই মাথায় থাকে না। যেই তিন তালাক দেওয়া হল অমনি সবাই শান্ত সুবোধ হয়ে গেল। এখন ছোট ছোট সন্তানের কথা মনে পড়ে, নিঃষ্পাপ সন্তানদের চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠে এবং ঘর ভাঙ্গা সংসারের চিত্রটা এমন বিভৎস আকারে ধরা দিতে থাকে যে, প্রত্যেকে নিজের ভুল বুঝতে পারে। স্বামী-স্ত্রী নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়। মাফ চাওয়া-চাওয়ির মাধ্যমে অতীত ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে বৈবাহিক সম্পর্ক পুনর্বহাল করতে মরিয়া হয়ে যায়। কিন্তু ততক্ষণে বড় দেরি হয়ে গিয়েছে। নিজ হাতে সকল সুযোগ বিনষ্ট করা হয়েছে। তালাক দেওয়ার শরীয়তসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ না করার কারণে স্ত্রী তার জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে গিয়েছে। এখন স্ত্রীকে ইদ্দত চলা অবস্থায়ও পুনরায় গ্রহণ করারও সুযোগ নেই, নতুন করে বিবাহ করারও সুযোগ নেই। উপরন্তু শরীয়তের নিয়ম অমান্য করে মারাত্মক গুনাহ করা হয়েছে। আর অন্যায়ভাবে তালাক দেওয়া হলে স্ত্রীর উপরও চরম যুলুম করা হয়েছে, যা আরেকটি কবীরা গুনাহ ও হারাম।

যারা তিন তালাক দেওয়ার পর শরীয়তের বিধান জানতে মুফতী সাহেবদের কাছে আসেন তাদের অনেককে দেখা যায়, অত্যন্ত অসহায়ত্বের সাথে নিজের দুঃখের কথা বলে মুফতী সাহেবের মন গলাতে চেষ্টা করেন। নিষ্পাপ সন্তানদের কথা বলেন আর চোখ থেকে অশ্রু ঝরে। বিনয়ের সাথে অনুরোধ করতে থাকেন যেভাবেই হোক কোনো হিলা-বাহানা বের করে তার পরিবারটাকে যেন ধ্বংস হওয়া থেকে বাঁচানো হয়।

এমনকি তিন তালাকের হুকুম নস্যাৎ করার জন্য বিশেষ কোনো কাফফারা থাকলে তা যেন বাতলে দেওয়া হয়। মোটকথা, যেকোনো উপায়ে দাম্পত্য সম্পর্ক ফিরে পাওয়ার জন্য অনুনয় বিনয় করতে থাকে। কিন্তু তাদের এ সকল আবদার-অনুরোধ বিফল। এতে শরীয়তের বিধানে পরিবর্তন হয় না। স্ত্রী তার জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে গেছে। আর এটা হয়েছে শরীয়তের নিয়ম লঙ্ঘন করে একসাথে তিন তালাক দেওয়ার কারণে। এখন পুনরায় তাকে স্ত্রী রূপে ফিরে পাওয়ার যে সম্ভাবনাটি রয়েছে তা অত্যন্ত দূরবর্তী সম্ভাবনা। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় বৈধ পন্থার পরিবর্তে নানা রকম হিলা-বাহানার আশ্রয় নেওয়া হয়, যা যেমন অশালীন তেমনি শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ ও লানতযোগ্য কাজ।

রুজু করার মনগড়া পদ্ধতিসমূহ:

অনেক জায়গায় তালাকের শরয়ী বিধান উপেক্ষা করা হয়। স্পষ্ট তিন তালাক দেওয়া সত্ত্বেও তালাকপ্রাপ্তা মহিলার সাথে অনায়াসে ঘর-সংসার করতে থাকে। এমনও শোনা যায়, তালাক দেওয়ার পর স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে গেছে। পরে তালাকদাতা চাপে পড়ে কিংবা মনের টানে মহিলাটিকে নিজ বাড়িতে ফিরিয়ে এনেছে এবং স্বামী-স্ত্রীর মতো জীবন-যাপন করছে। অথচ এভাবে তালাকপ্রাপ্তাকে ফিরিয়ে আনা এবং একসাথে জীবন-যাপন করা সম্পূর্ণ হারাম।

সমাজে এমনও ঘটে যে, এভাবে হারাম জীবন-যাপনের পক্ষে অনেক প্রগতিবাদী 'মুরব্বী'র সমর্থন থাকে। সান্ত্বনার সুরে একেকজন একেক ধরনের উপদেশ দেন আর বলতে থাকেন, আরে রাগের মাথায় তালাক দিলে স্ত্রী তালাক হয় না। অন্তরে তালাকের নিয়ত না থাকলে তালাক হয় না। স্ত্রী তালাক দেওয়ার সময় নিজ কানে না শুনলে তালাক হয় না। স্ত্রী যদি তালাকের রেজিস্ট্রি গ্রহণ না করে ফিরিয়ে দেয় তাহলে তালাক হয় না। যতক্ষণ স্ত্রী তালাকনামা না পড়বে এবং কবুল না করবে ততক্ষণ তালাক কার্যকর হয় না। শুধু লিখে তালাক দিলে তালাক হয় না, মুখে উচ্চারণ করতে হয়। স্ত্রী গর্ভবতী থাকা অবস্থায় তালাক দিলে তালাক হয় না ইত্যাদি। এভাবে একের পর এর তালাকের 'সমাধান' বাতলাতে থাকে। এগুলো সব জাহেল ও মুর্খদের অজ্ঞতাপ্রসূত ও মনগড়া যুক্তি, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। নিঃসন্দেহে এ সকল ক্ষেত্রেও শুরু থেকেই তিন তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। সুতরাং তিন তালাক দেওয়ার পর এভাবে স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করার অর্থ হল,

প্রকাশ্য ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। তারা যতদিন একসাথে জীবন কাটাবে ততদিন হারাম কাজের মধ্যেই জীবন অতিবাহিত হবে। এতে শুধু তালাকদাতা এবং তালাকপ্রাপ্তা গুনাহগার হবে না; বরং তাদেরকে এই হারাম জীবন-যাপনের সুযোগ যারা করে দিয়েছে তারাও গুনাহগার হবে।

কেউ কেউ তিন তালাক দেওয়ার পর তা গোপন রাখে। ঘটনাক্রমে দু' একজন জেনে ফেললেও সাক্ষী প্রমাণ না থাকার কারণে সাফ অস্বীকার করে বসে। কখনও কখনও তিন তালাক দেওয়া সত্ত্বেও এক তালাক বা দুই তালাক দেওয়ার কথা প্রচার করে। এভাবে মিথ্যা বলে তিন তালাকের হুকুম-স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাওয়া- থেকে বাঁচতে চায়। অতঃপর যখন মুফতী সাহেবের কাছে ফতোয়া নেওয়ার জন্য আসে তখন তিন তালাককে দুই তালাক বানিয়ে কাগজে লিখে দেয়। মুফতী সাহেব যেহেতু গায়েব জানে না তাকে লিখিত বিষয়ের উপর নির্ভর করে, প্রয়োজনে মৌখিক বক্তব্যের মাধ্যমে যাচাই করে উত্তর প্রদান করতে হয়। যদি প্রশ্নপত্রে দুই তালাকের কথা উল্লেখ থাকে তাহলে তিনি দুই তালাকের শরয়ী হুকুম অনুযায়ী ফতোয়া প্রদান করবেন। ফলে উত্তরপত্রে দেখা যাবে দুই তালাকের বিধানানুযায়ী মহিলাটি তালাকদাতার জন্য এখনও সম্পূর্ণ হারাম হয়নি। (যদিও কার্যত আল্লাহর বিধানে মহিলাটি তালাকাদাতার জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়েছে। কেননা, তাকে তিন তালাক প্রদান করা হয়েছে) এই ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে মুফতী সাহেব কোনো ভুল করেননি। তিনি তার দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন। কিন্তু প্রশ্নকর্তা এখানে খেয়ানত করেছে। সত্যের বিপরীতে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। তিন তালাককে দুই তালাক বানিয়েছে এবং তিন তালাকের পরিবর্তে দুই তালাকের হুকুম নিয়ে নিয়েছে।

যদিও সে মুফতী সাহেবকে ধোকা দিয়েছে এবং হয়তো এই ফতোয়া নিয়ে এলাকাবাসীকেও ধোকা দিবে, কিন্তু আল্লাহকে তো ধোকা দিতে পারবে না। তার সকল কাজ আল্লাহ জানেন। এলাকাবাসীর প্রতিবাদের ভয়ে হয়তো এই ফতোয়াকে সনদ বানিয়ে প্রচার করবে যে, অমুক মুফতী সাহেব কিংবা অমুক বড় মাদরাসা থেকে এই ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। সত্য গোপন করা হবে। সমাজ তাদেরকে স্বামী-স্ত্রী মনে করবে, কিন্তু শরীয়তের বিচারে মহিলাটি তালাকদাতার জন্য হালাল হয়ে যাবে না; বরং বিধান অনুযায়ী হারামই থাকবে এবং তাদের

মেলামেশা ব্যভিচার বলে গণ্য হবে। এই জঘন্য অপরাধের কারণে পরকালে কঠিন শাস্তি তাদেরকে ভোগ করতে হবে।

আমাদের ভুল এই যে, বিবাহের আগে তালাকের মাসআলা ভালোভাবে জানি না এবং জানারও প্রয়োজন বোধ করি না। এমনকি বিবাহের পরও তালাকের মাসআলা জানার চেষ্টা করি না। ফলে এই ভুলের খেসারত পরে দিতে হয়। যদি মাসআলা জানার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হত তাহলে নির্দ্বিধায় তিন তালাক দেওয়ার সাহস হত না এবং সুখের সংসার ভেঙ্গে যেত না। দুই পরিবারের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি হত না এবং অনাকাংখিত পরিস্থিতির শিকার হতে হত না। সুতরাং হুট করে তিন তালাক দিতে উদ্যত হবে না। রাগের অবস্থায় ভুলেও তালাকের নাম নিবে না। প্রচন্ড রাগ হলে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করবে। সম্ভব হলে দ্রুত স্থান ত্যাগ করবে। তালাক দিলেই যে জীবনে শান্তি ফিরে আসবে এমন তো নয়। তাই ধৈর্য্য ধারণ করাই শ্রেয় এবং শরীয়তের পদ্ধতিতে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা কর্তব্য।

তালাকদাতার জন্য মহিলাটি কখন হালাল হবে?

তালাকপ্রাপ্তা মহিলা যদি ইদ্দত শেষে অন্যত্র বিবাহ হয় এবং সে স্বামীর সাথে তার নিশ্চিত মেলামেশা হয় অতঃপর সেই স্বামী কোনো কারণে স্বেচ্ছায় মহিলাটিকে তালাক দেয় কিংবা স্বামীর মৃত্যু হয় তাহলে মহিলাটি ইদ্দত পালন করার পর পূর্ণ স্বাধীন থাকবে-ইচ্ছা করলে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। আবার ইচ্ছা করলে প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহ বসতে পারবে। তাকে প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহে বাধ্য করা যাবে না; তারা নিজেরা যদি পুনরায় দাম্পত্য সম্পর্কে আগ্রহী হয় তাহলে নতুন মহর ধার্য করে স্বাক্ষীদের উপস্থিতিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে।

এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে, দ্বিতীয় স্বামীকে জোর করে তালাক দিতে বাধ্য করা সম্পূর্ণ নিষেধ এবং বিবাহের আগে এই শর্ত জুড়ে দেওয়া যে, বিবাহের পর দ্বিতীয় স্বামী অবশ্যই স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য থাকবে, সম্পূর্ণ নাজায়েয। কেউ যদি এ রকম করে তাহলে সেটা আল্লাহর লানত ও আযাবের কারণ হবে। হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি এভাবে (শর্তের সাথে) হালাল করার দায়িত্ব নিবে এবং যার জন্য করবে উভয়ের উপর আল্লাহর লানত।

বলাবাহুল্য যে, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কোনো মানুষ কখনই তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে ঘরে উঠানোর জন্য হিলা বাহানার পথ বেছে নিতে পারে না। এটা সুস্থ আকলেরও

পরিপন্থী। সুতরাং তালাকের ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসের নির্দেশনা যথাযথ অনুসরণ করা কর্তব্য এবং সুস্থ সুন্দর জীবন যাপনের ব্যবস্থা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

একসাথে তিন তালাক:

যদি কেউ পূর্বাপর না ভেবে ঠান্ডা মাথায় হোক কি রাগের ঝোঁকে হোক একসাথে তিন তালাক দিয়ে ফেলে তাহলে সে একটি মারাত্মক অপরাধ করল এবং এক নিমিষেই একটি সুখের সংসার তছনছ করে দিল। সে নিজেই কৃতকর্মের কুফল টের পাবে। এভাবে তালাক দেওয়া মারাত্মক গুনাহ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু কেউ দিয়ে ফেললে এই যুক্তি চলবে না যে, সে অন্যায়ভাবে তালাক দিয়েছে অতএব তা কার্যকর হবে না। কিংবা শুধু এক তালাক হবে। যারা এরূপ ধারণা করেন তারা শরীয়তের বিধান না জানার কারণে করে থাকেন। শরীয়তের বিধান হল, তালাক সংকল্প করে দিক অথবা ঠাট্টাচ্ছলে, খেল-তামাশা করে দিক সর্বাবস্থায় তালাক কার্যকর হয়ে যাবে। আর স্পষ্ট শব্দে তালাক দেওয়ার সাথে অন্তরের নিয়ত থাকা শর্ত নয়। সুতরাং যেভাবেই হোক একসাথে তিন তালাক দেওয়ার সাথে সাথেই স্ত্রীর উপর তিন তালাক কার্যকর হয়ে যাবে।

একাধিক সহীহ হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একসাথে তিন তালাক দেওয়াকে তিন তালাকই গণ্য করেছেন। যদিও এভাবে তালাক দেওয়ার কারণে অত্যন্ত রাগান্বিত হয়েছেন।

সারকথা হল, বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর জন্য সময় নিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। অনেক বুঝে, চিন্তা-ফিকির করে শরীয়তসম্মত পন্থায় বিবাহ সম্পন্ন করতে হয়। তাই আগ-পিছ না ভেবে হুট করে তালাক প্রদান করা কখনই উচিত নয়। যখন তালাক দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না তখন শরীয়তের নির্দেশিত পন্থায় তালাক দিবে। চিন্তা-ভাবনা ছাড়া শুধু রাগের বশবর্তী হয়ে নির্দ্বিধায় তালাক দিয়ে ফেলা শুধু অবৈধ ও গুনাহই নয়; বরং সামাজিক জীবনেও এর মারাত্মক ক্ষতি রয়েছে। এর ফলে দুঃখ-দুর্দশা, হতাশা ও দুশ্চিন্তা ভর করে।

একমাত্র শান্তি ও কামিয়াবি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শিক্ষা ও নির্দেশনা উম্মতের মাঝে রেখে গেছেন তার মধ্যে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঐ নির্দেশনার উপর অবিচল থাকা আবশ্যক। সমস্ত ভুল পথ ও পদ্ধতি পরিহার করে চলতে হবে। পূর্বের গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে কায়মনো বাক্যে ইস্তেগফার

করতে হবে। আগামী জীবন নবীর আদর্শ অনুসরণ করে পরিচালনা করতে দৃঢ় সংকল্প করতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আমীন।

সূত্র: ইসলামী ফিকাহ অবলম্বনে।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩১০৭

আকাবিরের মূল্যবান বাণী : ২৪

abudujanah

Senior Member

০৪-২৮-২০১৯

قيل لعبد الله بن مسعود ﷺ ما نستطيع قيام الليل، قال : أقعدتكم ذنوبكم.

৬৬ : একবার হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি.কে জিজ্ঞেস করা হল, আমরা শেষ রাতে নামায পড়তে পারি না (এর কারণ কী?) তিনি উত্তরে বললেন, তোমাদের গুনাহ তোমাদেরকে এ থেকে বিরত রেখেছে।

إذا لم تقدر على قيام الليل ولا صيام النهار فاعلم أنك محروم قد كبلتك الخطايا .

৬৭ : আপনি যদি শেষ রাতে নামাজ পড়তে না পারেন, দিনে রোজা রাখতে না পারেন তাহলে জেনে রাখুন, আপনি বঞ্চিত। আপনার গুনাহ আপনাকে এই অবস্থায় নিয়ে এসেছে।

হযরত হাসান বসরী রহ.

***سألت سفيان الثوري رحمه الله عن الرجل يصلي أي شيء ينوي بصلاته؟ قال : ينوي أن يناجي ربه .**

৬৮ : আমি একবার হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ.কে জিজ্ঞেস করলাম, নামায পড়ার সময় কী নিয়তে নামায পড়া হবে? তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে একান্তে কথা বলার নিয়তে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ.

إصلاح النية قبل الكلام أهم من الكلام فقد يكون تأثير كلمة أعظم من تأثير كتاب.

৬৯ : (যে কোনো দ্বীনি) কথা বলার পূর্বে নিয়ত ঠিক করে নেয়া কথা বলার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, কখনো একটি মাত্র কথার প্রভাব পুরো একটি বইয়ের চেয়েও বেশি হয়।

শাইখ আব্দুল আজীজ তারিফী হাফি.

كلما زاد في القلب حبّ مدح الناس، نقص معه الإخلاص.

الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله تعالى

৭০ : কারো অন্তরে অন্যের প্রশংসা পাওয়ার আগ্রহ যত*বেশি তার আমলে ইখলাস তত কম।

শাইখ আব্দুল আজীজ তারিফী হাফি.

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩১৫৬

আকাবিরের মূল্যবান বাণী : ২৫

abudujanah

Senior Member

০৫-০৬-২০১৯

৭১ : কোন ব্যক্তি নিজ গুনাহের কারণেই রাতের সালাত (তাহাজ্জুদের সালাত) থেকে বঞ্চিত হয়।

হযরত হাসান বসরী রহ.

من علم أن كلامه من عَمَلِهِ قل كلامه إلا فيما يعنيه.

৭২ : যার এ কথা জানা আছে যে, তার কথাও তার আমলের অন্তর্ভুক্ত সে প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া কোন কথা বলে না।

হযরত উমর বিন আব্দুল আজীজ রহ.

إن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله .

৭৩ : আল্লাহর যিকির ছাড়া অন্য কোনও কিছুই অন্তরের কাঠিন্য গলাতে পারে না। ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.

كثرة ذكر الله يطهر القلب من النفاق.

قال الله في المنافقين : وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا . وقال في المؤمنين : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا.

৭৪ : অধিক পরিমাণে যিকির করার দ্বারা অন্তর নেফাক মুক্ত হয়।

আল্লাহ তাআলা মুনাফেকদের ব্যাপারে বলেছেন, তারা আল্লাহর যিকির খুব কমই করে। অপরদিকে মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, হে মুমিনগণ! তোমরা বেশি বেশি আল্লাহ যিকির করো।

শাইখ আব্দুল আজীজ তারিফী হাফি.

يرفع اللهُ الإنسان بعبادة السر - ولو كانت قليلة - أكثر من عبادة العلانية ولو كانت كثيرة.

৭৫ : প্রকাশ্য আমলের পরিমাণ বেশি হলেও তার তূলনায় গোপন আমল দ্বারা আল্লাহ বান্দার মর্যাদা অনেক বেশি বৃদ্ধি করেন যদিও তা পরিমাণে অল্প হয়।

শাইখ আব্দুল আজীজ তারিফী হাফি.

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩২২৯

আকাবিরের মূল্যবান বাণীঃ ২৬

abudujanah

Senior Member

০৫-২৯-২০১৯

حسن الظنّ بالله ألا ترجو إلا الله ، ولا تخاف إلا ذنبك .

৭৬ : আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করার অর্থ হল, একমাত্র আল্লাহর কাছেই আশা করা এবং নিজের পাপ ছাড়া কোনও কিছুকে ভয় না করা।

-হযরত আলী বিন আবু তালেব রাযি.

قيل للإمام عبدالله بن المبارك رحمه الله : اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال : ترك الغضب.

৭৭ : একবার হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ.কে বলা হল, আপনি এক কথায় 'উত্তম চরিত্রে'র পরিচয় দিন তো। তিনি উত্তর দিলেন, (কখনো কারো সাথে) রাগ না করা।

أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره

৭৮ : যে নিজেকে সম্মানী ভাবে না সে-ই সবচেয়ে বড় সম্মানী।

-ইমাম শাফেয়ী রহ.

أُنزل القرآن ليُعْمَلَ به، فاتخذ الناس تلاوته عملاً

৭৯ : কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে কোরআন অনুযায়ী আমল করার জন্য কিন্তু মানুষ এর তেলাওয়াতকেই আমল বানিয়ে নিয়েছে।

-হযরত ফুযায়েল বিন ইয়ায রহ.

بقدرِ ما تحزن للدّنيا يخرج همّ الآخرة من قلبك، وبقدر ما تحزن للآخرة يخرج همّ الدنيا من قلبك.

৮০ দুনিয়ার চিন্তা অন্তরের যতটুকু জায়গা দখল করে সেই অনুপাতে আখেরাতের চিন্তা অন্তর থেকে বিদায় নেয়। তেমনিভাবে আখেরাতের চিন্তা অন্তরের যতটুকু জায়গা জায়গা দখল করে সেই অনুপাতে দুনিয়ার চিন্তা অন্তর থেকে বিদায় নেয়।

-হযরত মালেক বিন দিনার রহ.

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৪৩০

আকাবিরের মূল্যবান বাণী : ২৭

(লাইলাতুল কদর)

abudujanah

Senior Member

০৬-০১-২০১৯

لو كانت ليلة القدر ليلة واحدة بالسنة لقمت السنة حتى أدركتها.

৮১ : যদি কদরের রাতটি পুরো বছরের মধ্যে অনির্ধারিত থাকতো তাহলে এ রাতটি পাওয়ার জন্য আমি সারা বছর জেগে থাকতাম।

-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.

৮২ : ইমাম ইবনুল জাওযী রহ. নিজের নফসকে লক্ষ্য করে বলতেন,

يا نفس! اتعبي قليلا تستريحي في الفردوس كثيرا

হে নফস! কিছু সময় কষ্ট করে নাও তাহলে জান্নাতুল ফেরদাউস চিরদিন সুখে থাকতে পারবে।

أفضل الأعمال في ليلة القدر وليالي العشر الصلاة والقرآن والدعاء و أفضل الأحوال جمع الثلاثة بإطالة القيام بالقرآن وإطالة السجود بالدعاء

৮৩ : রমজানের শেষ দশকে বিশেষ করে কদরের রাতে সর্বোত্তম আমল হল, নামায পড়া, কোরআন তেলাওয়াত করা ও দোয়া করা। ভালো হল তিনোটাকে একসাথে আদায় করা। নামাযে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে কোরআন তেলাওয়াত করা এবং সেজদায় দীর্ঘ সময় ধরে দোয়া করা।

-শাইখ আব্দুল আজীজ তারিফী হাফি.

الصَّلاة على النبي ﷺ قبلَ الدُّعاءِ، وفي وسطِهِ، وفي آخرِهِ من أقوى الأسبابِ التي يُرجى بها إجابةُ سائرِ الدُّعاء .

৮৪ : দোয়া কবুল হওয়ার অন্যতম উপায় হল, দোয়ার শুরুতে, মাঝখানে এবং শেষে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পড়া। এর মাধ্যমে যে কোনো দোয়াই কবুল হওয়ার আশা করা যায়।

-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.

الدعاء لا يذهب سدى، لكن لله حكمة في وقت الإجابة، فيجب إحسان الظن به، فقد حُوصِر النبي ﷺ بمكة فلم يرتفع كربه إلا بعد ثلاث سنين وهو خير الخلق

৮৫ : কোনও দোয়াই বৃথা যায় না। হ্যাঁ, কখন কবুল হবে, সে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার বিভিন্ন হিকমত থাকে। তাই আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা চাই (এবং দোয়া করা অব্যাহত রাখা চাই) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও মক্কায় অবরুদ্ধ করা হয়েছিল। তিন বছরের পূর্বে সেই অবরোধ শেষ হয়নি। অথচ তিনি ছিলেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।

-শাইখ আব্দুল আজিজ তারিফী হাফি.

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৪৫০

আকাবিরের মূল্যবান বাণী : ২৮

abudujanah

Senior Member

০৭-০১-২০১৯

أكثروا من العيال فإنكم لا تدرون بمن ترزقون .

৮৬ : সন্তানাদির সংখ্যা বৃদ্ধি করো। কারণ, তোমরা জানো না, কার ওসিলায় রিযিক লাভ করবে।

-হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাযি.

المؤمن الكيس الفطن الذي كلما زاده الله إحساناً ازداد من الله خوفاً.

৮৭ : বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ মুমিনের ওপর আল্লাহর ইহসান ও দয়া বৃদ্ধি পেলে তার অন্তরে আল্লাহর ভয় আরও বেড়ে যায়।

-হযরত হাসান বসরী রহ.

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : الشبع يقسي القلب ويثقل البدن ويزيل الفطنة .

৮৮ : পেট ভরে আহার করার দ্বারা অন্তর শক্ত হয়ে যায়, শরীর ভারী হয়ে যায় এবং মেধা নষ্ট হয়ে যায়।

-ইমাম শাফেয়ী রহ.

المؤمن يستروينصح والفاجر يهتك ويعير .

৮৯ : মুমিন (তার ভাইয়ের দোষ ত্রুটি) ঢেকে রাখে এবং (তাকে গোপনে) উপদেশ দেয় আর ফাসেক (তার ভাইয়ের দোষ ত্রুটি) প্রকাশ করে দেয় এবং (তাকে) লজ্জিত করে।

-হযরত ফুযায়েল বিন ইয়ায রহ.

بقاء الحق مقدم على بقاء الجسد فأهل الحق يذهبون باجسادهم، وتعيش أفكارهم وكلماتهم.

৯০ : হককে টিকিয়ে রাখা নিজের দেহ (ও আরাম-আয়েশ) টিকিয়ে রাখার চেয়ে অধিক অগ্রগণ্য। কারণ, হকের অনুসারীরা তাদের দেহ নিয়ে (পৃথিবী থেকে) চলে যাবে। কিন্তু তাদের হক কথাগুলো এবং তাদের চিন্তা দর্শনগুলো ঠিকই (পৃথিবীতে) থেকে যাবে।

-শাইখ সুলাইমান আল উলওয়ান (আল্লাহ তাঁকে মুক্ত করেন)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৫৮০

আকাবিরের মূল্যবান বাণী : ২৯

abudujanah

Senior Member

০৭-০৫-২০১৯

قيل للصحابي الجليل قعقاع الأوسي ﷺ : قل لنا شيئاً عن الجنة يشوقنا إليها، قال : فيها رسول الله ﷺ

৯১ : একবার হযরত কা'কা' আউসী রাযি.কে বলা হল, আপনি জান্নাত আমাদেরকে সম্পর্কে এমন একটি কথা বলুন যা আমাদেরকে জান্নাতের প্রতি আগ্রহী করে তুলবে। তিনি বললেন, জান্নাতে থাকবেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :الشهوة والغضب مبدأ السيئات . كتاب الإيمان : ١٩٢

৯২ : 'যৌন চাহিদা ও ক্রোধ' সকল মন্দ কাজের উৎস। (অতএব এ দুটিকে শরিয়তের হুকুম আহকামের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে রাখা অত্যন্ত জরুরি)

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.; কিতাবুল ঈমান : ১৯২

قال وهب بن منبه رحمه الله تعالى : إنّ أعظم الذنوب عند الله بعد الشرك بالله السُّخرية بالناس .

حلية الأولياء :٤/٥١

৯৩ : কাউকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা শিরিকের পর অন্যতম একটি গুনাহ। -ইমাম ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ রহ.; হিলয়াতুল আউলিয়া : ৪/৫১

لا يسلم القلب إلا بكف الجوارح، وأعظمها غض البصر عما حُرِّم.

-الحافظ المناوي رحمه الله؛ فتح القدير: ٣٧٢/٢

৯৪ : বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে (সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে) মুক্ত রাখার মাধ্যমেই অন্তর (শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে) নিরাপদ থাকে। আর বাহ্যিক অঙ্গগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো চোখ। একে হারাম জিনিসের দিকে তাকানো থেকে দূরে রাখা জরুরি। -হাফেজ মুনাবী রহ.; ফাতহুল কাদীর : ২/৩৭২

كثرة الصلاة على النبي ﷺ آية على حبه، وكلما ازداد القلب حبا للنبي ﷺ اجتهد في التخلق بأخلاقه والتأسي بأفعاله؛ قال تعالى : وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا .

-الشيخ سليمان العلوان حفظه الله ورعاه

৯৫ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অধিক পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়া তাঁর প্রতি ভালোবাসা থাকার (অন্যতম) একটি নিদর্শন। অন্তরে তাঁর প্রতি ভালোবাসা যত বৃদ্ধি পাবে তাঁর চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া এবং কাজে কর্মে তাঁর অনুসরণ করার চেষ্টাও ততো বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا.

তোমরা যদি তাঁর অনুসরণ করো তাহলে হেদায়েত লাভ করবে। সূরা নূর : ৫৪
-শাইখ সুলাইমান আল উলওয়ান (আল্লাহ তাঁকে দ্রুত মুক্তি দান করুন)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৬০৬

আকাবিরের মূল্যবান বাণী : ৩০

abudujanah

Senior Member

০৭-১৯-২০১৯

أفضل الزهد إخفاء الزهد.

৯৬ : সর্বোত্তম যুহুদ (দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি) হল, যুহুদকে লুকিয়ে রাখা। - হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি.

قال الإمام عبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى : أول العلم النية، ثم الإستماع، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر.

৯৭ : দ্বীনি ইলেমের শুরুটা হয় নিয়ত দিয়ে। এরপরের (ধারাবাহিক) স্তরগুলো হল, (দ্বীনি আলোচনা ও কথাবার্তা) মনোযোগ সহকারে শোনা, এরপর তা মুখস্থ করা, এরপর সে অনুযায়ী আমল করা, এরপর তা (অন্যদের মাঝে) প্রচার করা। - ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ.; জামে' বয়ানিল ইলম : ১/১৮১

৯৮ : ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন,

إذا رئيت الشخص يكثر من قول اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى مِنَ الْجَنَّةِ فاعلم أن الله قد كتبها له

আপনি যদি কাউকে নিম্নোক্ত দোয়াটি বেশি বেশি করতে দেখেন তাহলে নিশ্চিত থাকুন যে, আল্লাহ তার জন্য তা লিখে রেখেছেন।

اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى مِنَ الْجَنَّةِ.

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর-জান্নাতুল ফিরদাউস কামনা করি।

إذا لم تخلص فلا تتعب

.৯৯ : (আপনার আমলে) যদি ইখলাস না থাকে তাহলে (অযথা কষ্ট) করবেন না। -ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.; বাদায়েউল ফাওয়ায়েদ : ৩/২৩৫

لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار. ابن القيم : الفوائد ص267

১০০ : আগুন-পানি যেমন (কোথাও) একত্রিত হতে পারে না ঠিক তেমন ইখলাস এবং মানুষের প্রশংসা ও ভালোবাসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কারো অন্তরে (কখনোই) একত্রিত হতে পারে না। -ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.; আল ফাওয়ায়েদ : ২৬৭

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৭১২

সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক বাণী : ০১

abudujanah

Senior Member

০৮-০১-২০১৯

١ - قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى : أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة ولكن في الكف عن أعراض الناس فقائم الليل وصائم النهار إن لم يحفظ لسانه أفلس يوم القيامة . التمهيد :لابن عبد البر

০১ : আমি সালাফদেরকে (সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণকে) দেখেছি, তারা ইবাদত বলতে শুধু নামাজ রোযাই বুঝতেন না বরং তাঁরা মানুষের ইজ্জত সম্মানে আঘাত দেয়া থেকে বিরত থাকাকে (বিরাট ইবাদত বলে মনে করতেন) কারণ, কেউ যদি রাতের বেলা নামাজ পড়ে, দিনের বেলা রোজা রাখে কিন্তু নিজের জিহবার হেফাজত না করে তাহলে কেয়ামতের দিন সে (নিজের সব নেক আমল অন্যরাকে দিয়ে দিয়ে) একদম ফকির বনে যাবে।

-হযরত ওমর বিন আব্দুল আজীজ রহ.

٢ - إنما تحصل العموم والغموم والأحزان من جهتين : إحداهما : الرغبة في الدنيا والحرص عليها والثاني : التقصير في أعمال البر والطاعة.

-الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى

০২ : দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি আসে মূলত দুটি কারণে; এক। দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা ও লোভ থাকার কারণে। দুই। নেক আমলের মধ্যে ত্রুটি থাকার কারণে।

-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.

٣ - من علم بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصبه هانت عليه المصائب، وقوي إيمانه، وعظم توحيده.

-الشيخ سليمان العلوان فك الله أسره

০৩ : যে ব্যক্তি এ কথা বিশ্বাস করে যে, যেই বিপদ তার উপর এসেছে (তা আসারই ছিল) তা থেকে কোনও ভাবেই সে রেহাই পেত না আর যে কল্যাণ তার থেকে ছুটে গেছে তা সে পাওয়ারও ছিল না এমন ব্যক্তির জন্য বিপদ আপদ হালকা হয় এবং তার ঈমান ও তাওহীদ মজবুত হয়।

-শাইখ সুলাইমান আল উলওয়ান (আল্লাহ তাঁকে দ্রুত মুক্তি দান করেন)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৮৩৪

সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক বাণী : ০২

abudujanah

Senior Member

০৮-০২-২০১৯

من كثر كلامه كثر سقطه .

০৪ : যে বেশি কথা বলে তার ভুলও বেশি হয়।

হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাযি.

لو أن رجلاً اتقى مائة شيء، ولم يتورع عن شيء واحد، لم يكن ورعًا.

০৫ : যদি কারো মাঝে একশটি বিষয়ে 'তাকওয়া' থাকে (ওগুলোর ব্যাপারে আল্লাহর যা হুকুম তা-ই সে পালন করে। করণীয় হলে করে। বর্জনীয় হলে বর্জন করে) তবে মাত্র একটি বিষয়ে তার মাঝে 'তাকওয়া' না থাকে (ওটার ব্যাপারে আল্লাহর যা হুকুম তা সে পালন করে না। করে তার উল্টোটা) তাহলে সে মুত্তাকী নয়।

ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ.

قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى : تدرون ما الإرانة؟ الذنب بعد الذنب، الذنب بعد الذنب حتى يموت القلب . التوبة لابن أبي الدنيا : ١٤٢

০৬ : তোমরা কি জানো 'অন্তরের জং' কী? 'অন্তরের জং' হল, গুনাহের পর গুনাহ। গুনাহের পর গুনাহ। যার ফলে এক সময় অন্তর মরে যায়।

ইমাম হাসান বসরী রহ.

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৮৪২

সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ০৩

abudujanah

Senior Member

০৮-০৫-২০১৯

٧ -إنّ مما يصفى لك ودّ أخيك أن تبدأه بالسلام إذا لقيته ، وأن تدعوه بأحبّ الأسماء إليه ، وأن توسّع له في المجلس

০৭ : যেসব আমলের দ্বারা তুমি তোমার ভাইয়ের নিখাদ ভালোবাসা লাভ করতে পারবে তার কয়েকটি হল, তার সাথে সাক্ষাৎ হলে আগে আগে সালাম দেবে। যে নামটিকে সে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে ওই নামটি দিয়ে তাকে ডাকবে। আর (সে তোমার কাছে এলে) তার (বসার) জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দেবে। -হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাযি.

٨ -إن من التواضع أن تبدأ بالسلام كلَّ من لقيت.

০৮ : সবাইকে আগে আগে সালাম দেয়া বিনয়ের অংশ।

-হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি.

٩ -كان الأبراريتواصون بثلاث : بسجن لسان، وكثرة الاستغفار، والعزلة

০৯ : (পূর্বের) নেককারগণ একে অপরকে তিনটি কাজের উপদেশ দিতেন; জিহবাকে বন্দি রাখতে, বেশি বেশি ইস্তেগফার করতে এবং একাকী থাকতে। -হযরত মালেক বিন দীনার রহ.

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৮৮১

সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ০৪

abudujanah

Senior Member

০৮-০৯-২০১৯

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك و تعالى : الْأَفْضَلُ فِي أَيَّامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ الْإِكْثَارُ مِنَ التَّعَبُّدِ ، لَاسِيَّمَا التَّكْبِيرُ وَالتَّهْلِيلُ وَالتَّحْمِيدُ، فَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْجِهَادِ غَيْرِ الْمُتَعَيَّنِ . مدارج السالكين :١/١١٠

১০ : জিলহজের প্রথম দশ দিন বেশি বেশি ইবাদত করা উচিৎ। বিশেষ করে আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ বলা। এ সময়ের আমলগুলো ফরজে কেফায়া জেহাদ অপেক্ষাও উত্তম।-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. মাদারিজুস সালিকীন : ১/১১০

من كفر شخصاً بارتكاب كفر بواح لا يقال عنه بأنه خارجي يكفر المسلمين، ومن زعم ذلك فهو جاهل بالتوحيد أو ملبس مدلس.

১১ : যে ব্যক্তি কাউকে সুস্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার কারণে কাফের আখ্যায়িত করে তার ব্যাপারে এ কথা বলা যাবে না যে, সে খারিজি, সে মুসলমানদেরকে কাফের আখ্যায়িত করে। বরং যে ব্যক্তি এরূপ মনে করবে সে তাওহীদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ জাহেল কিংবা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রণকারী ও সত্য গোপনকারী।–

শাইখ সুলাইমান আল উলওয়ান (আল্লাহ তাঁকে দ্রুত মুক্তি দান করেন)

الخوارج يكفرون من زنا وسرق و يكفرون بكل كبيرة.

وأهلُ السنة لا يكفرون بالكبيرة ويكفرون الطواغيت والمشركين، فمن جعل هذا مذهب الخوارج فقد جعل الصحابة خوارج

১২ : খারিজীরা যিনা, চুরি এবং সব ধরনের কবিরা গুনাহের কারণে মুসলমানদেরকে কাফের আখ্যায়িত করে কিন্তু আহলুস সুন্নাহ কবিরা গুনাহের কারণে কাউকে কাফের আখ্যায়িত করে না তবে তারা তাগুত ও মুশরিকদেরকে

কাফের আখ্যায়িত করে। এটিকে (অর্থাৎ তাগুত ও মুশরিকদের কাফের আখ্যায়িত করাকে) যারা খারিজিদের আদর্শ বলে তারা মূলত সাহাবায়ে কেরামকে খারিজি আখ্যায়িত করে।

-শাইখ সুলাইমান আল উলওয়ান (আল্লাহ তাঁকে দ্রুত মুক্তি দান করেন)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৯০৬

সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ০৫

abudujanah

Senior Member

০৮-০৯-২০১৯

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : من مغرب يوم الخميس إلى مغرب الجمعة كل ثانية فيها خزائن من الحسنات فليُكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

১৩ : বৃহস্পতিবারের মাগরিব থেকে জুমআর দিনের মাগরিব পর্যন্ত প্রতিটি সেকেন্ড নেকি ও সওয়াবের একেকটি ভান্ডার। অতএব (পুরো সময়টাতে যত বেশি সম্ভব) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পাঠ করুন।- ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.

كثرة الصلاة على النبي ﷺ آية على حبه، وكلما ازداد القلب حبا للنبي ﷺ اجتهد في التخلق بأخلاقه والتأسي بأفعاله؛ قال تعالى : وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا .

১৪ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অধিক পরিমাণে দরুদ পড়া তাঁর প্রতি ভালোবাসা থাকার (অন্যতম) নিদর্শন। অন্তরে তাঁর প্রতি ভালোবাসা যত বাড়বে তার চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া এবং কাজে কর্মে তার অনুসরণ করার চেষ্টাও ততো বাড়বে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, **وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا**. তোমরা যদি তাঁর অনুসরণ করো তাহলে হেদায়েত লাভ করবে। সূরা নূর : ৫৪ -শাইখ সুলাইমান আল উলওয়ান (আল্লাহ তাঁকে দ্রুত মুক্তি দান করুন)

من أسباب زوال الهموم وغفران الذنوب الصلاة على النبي ﷺ. ويوم الجمعة يكون أثر الصلاة أعظم

قال النبي ﷺ للمصلي عليه : (تُكفى همك ويُغفر لك ذنبك.)

-الشيخ عبد العزيز الطريفي فك الله أسره

১৫ : গুনাহ মাফ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি লাভের উপায়গুলোর মধ্যে অন্যতম একটি উপায় হল, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি (অধিক পরিমাণে) দুরুদ পড়া। জুমআর দিন দুরুদ পড়ার প্রভাব আরও বেশি।(অধিক পরিমাণে) দুরুদ পড়তেন এমন এক সাহাবীকে লক্ষ্য করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমার দুশ্চিন্তা দূর হবে এবং গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।-শাইখ আব্দুল আজীজ তারিফী (আল্লাহ তাঁকে দ্রুত মুক্তি দান করুন)

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبَيِّنَا مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبَيِّنَا مُحَمَّدٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبَيِّنَا مُحَمَّدٍ

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৯০৭

সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ০৬

abudujanah

Senior Member

০৮-১২-২০১৯

১৬ : দৃষ্টির হেফাজত করুন

قال وكيع : خرجنا مع سفيان الثوري في يوم عيد، فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا غضّ أبصارنا.

الورع لابن أبي الدنيا

একবার আমরা ঈদের দিন হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ.র সঙ্গে বাইরে বের হলাম। তখন তিনি (আমাদেরকে লক্ষ্য করে) বললেন, আজ আমরা যে কাজটি সর্বাগ্রে করব তা হল, আমরা আমাদের দৃষ্টির হেফাজত করব।-হযরত ওয়াকী' বিন জাররাহ রহ.; কিতাবুল ওয়ারা'

১৭ : জানি না, আজ আমার কী ধরনের আমল আসমানে উঠলো?

كان الضحاك بن مزاحم إذا أمسى بكى، فقيل له : ما يبكيك؟ قال : لا أدري ما صعد اليوم من عملي

الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا : ١٧٦-

হযরত যাহ্হাক বিন মুযাহিম রহ. সন্ধ্যা হলেই কাঁদতে শুরু করতেন। একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, (সন্ধ্যা হলেই) আপনি কাঁদেন কেন? তিনি উত্তর দেন, আমি জানি না, আজ আমার কী ধরনের আমল আসমানে উঠলো। (ভালো আমল? না খারাপ আমল?। এ কথা চিন্তা করেই আমার কান্না আসতে থাকে)-ইবনে আবিদ দুনিয়া; আর রিক্বাতু ওয়াল বুকা : ১৭৬

১৮ : আপনার বন্দি ভাইদের কথা ভুলে যাবেন না

يا معاشر المسلمين! لا يُنسيكم فرحُ العيد والاجتماع بالأهل والإخوان الدعاءَ للمعتقلين الذين يطعمون الحرمانَ ولا يبصرون غيرَ السجان

-الشيخ سليمان العلوان عجل الله فك أسره

হে মুসলমান ভাইয়েরা! পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজন নিয়ে ঈদ উদযাপনের আনন্দ যেন আপনাদেরকে বন্দি ভাইদের জন্য দোয়া করার কথা ভুলিয়ে না দেয়, যারা (লাঞ্ছনা ও) বঞ্চনা ছাড়া আর কোনও আহার পায় না এবং কারারক্ষী ছাড়া আর কাউকে দেখতেও পায় না।-শাইখ সুলাইমান আল উলওয়ান (আল্লাহ তাঁকে দ্রুত মুক্তি দান করেন)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৯৩৬

জুমআর দিনের বিশেষ সময়

abudujanah

Senior Member

০৮-১৬-২০১৯

قال رسول الله ﷺ

—إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لاَ يَسْأَلُ اللَّهَ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلاَّ آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ . رواه الترمذي

—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জুমআর দিন এমন একটি সময় আছে যে সময়ে বান্দা আল্লাহর কাছে যা চায় আল্লাহ তাকে তা-ই দেন ।

জামে' তিরমিজী, হাদীস-৪৯০

—هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاَةَ . رواه مسلم

—জুমু'আর দিনের বিশেষ সময়টি হচ্ছে, ইমাম মিম্বরে বসা থেকে নামায শেষ করা পর্যন্ত। সহী মুসলিম, হাদীস-১৮৬০

— الْتَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ . —জুমু'আর দিনের যে সময়টিতে (দোআ কবূল হওয়ার) আশা করা যায় তাকে আসরের পর হতে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত তালাশ কর।

জামে' তিরমিজী, হাদীস-৪৮৯

লাইলাতুল কদরের মতো

মাসের মধ্যে রমজান মাস হল ইবাদতের মাস। আর দিনের মধ্যে জুমার দিন হল ইবাদতের দিন।

জুমার দিনের দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ সময়টি মাহে রমজানের লাইলাতুল কদরের মতো।

-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.; যাদুল মাআদ- ১/৩৮৬

একটি দোয়া

اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْفِرْدَوْسَ الأَعْلَى مِنَ الْجَنَّةِ

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তর-জান্নাতুল ফিরদাউস কামনা করি।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন,

إذا رئيت الشخص يكثر من قول اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْفِرْدَوْسَ الأَعْلَى مِنَ الْجَنَّةِ فاعلم أن الله قد كتبها له.

আপনি যদি কাউকে এই দোয়াটি বেশি বেশি করতে দেখেন তাহলে নিশ্চিত থাকুন যে, আল্লাহ তার জন্য তা লিখে রেখেছেন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৯৫৩

সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ৭

abudujanah

Senior Member

০৮-১৪-২০১৯

১৯ : প্রতিটি দিনই ঈদের দিন

كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد، كل يوم يقطعه المؤمن في طاعة مولاه وذكره وشكره فهو له عيد

الإمام حسن البصري رحمه الله تعالى؛ لطائف المعارف : ٤٦٥

আল্লাহর নাফরমানি করা হয় না এমন প্রতিটি দিনই (একজন মুমিনের জন্য) ঈদের দিন এবং আল্লাহর প্রতিটি হুকুম পালন করে তাঁর যিকির ও শোকরের মধ্য দিয়ে কাটানো প্রতিটি দিনই একজন মুমিনের জন্য ঈদের দিন।

-হযরত হাসান বসরী রহ.; লাতাইফুল মাআরিফ : ৪৬৫

২০ : এ কাজগুলো নিফাকের লক্ষণ

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : فهذه ست صفات في الصلاة من علامات النفاق:

١ - الكسل عند القيام إليها،

٢ - ومراءاة الناس في فعلها،

٣ - وتأخيرها،

٤ - ونقرها،

٥ - وقلة ذكر الله فيها،

٦ - والتخلف عن جماعتها

-الصلاة وحكم تاركها : ١/١٧٣

নামাজের ক্ষেত্রে ছয়টি কাজ নিফাকের লক্ষণ;

০১ : অলসতা করা।

০২ : অন্যকে দেখানোর জন্য নামায পড়া।

০৩ : নামায আদায়ে বিলম্ব করা।

০৪ : নামায পড়ার সময় তাড়াহুড়া করা।

০৫ : নামাযে আল্লাহর যিকির ও ধ্যান কম থাকা।

০৬ : জামাতের সাথে নামায আদায় না করা।

-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.; আস সালাত ওয়া হুকমু তারিকিহা : ১/১৭৩

২১ : প্রতিটি কাজের শেষে ইস্তিগফার পড়ুন

الاستغفار ختام الأعمال الصالحة كلها ، فيختم به الصلاة والحج وقيام الليل، ويختم به المجالس، فإن كانت ذكرا كان كالطابع عليها، وإن كانت لغوا كان كفارة لها . الحافظ ابن رجب رحمه الله؛ لطائف المعارف : ١/٢١٤

প্রতিটি কাজের শেষে ইস্তিগফার পড়া চাই। নামায, হজ, কিয়ামুল লাইল, মজলিস (ইত্যাদি)। কারণ, কাজটি যিকির (বা এ জাতীয়) কিছু হলে ইস্তিগফার হবে মোহরের মতো। (যেন তা তালাবদ্ধ হয়ে যাবে, ফলে বাইরে থেকে ক্ষতিকর কোনো কিছু আর তার ভিতরে ঢুকতে পারবে না) আর কাজটি অহেতুক কিছু হলে ইস্তিগফার ওসব অহেতুক কাজের জন্য কাফফারা স্বরূপ হবে।-হাফেয ইবনে রজব হাম্বলী রহ.; লাতাইফুল মাআরিফ : ১/২১৪

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৯৪২

সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ৮

abudujanah

Senior Member

০৮-১৬-২০১৯

২২ : তুমি তাকে চিনতে পারোনি।

سمع عمر بن الخطاب رضي الله رجلا يثني على رجل فقال : أسافرت معه ؟ قال : لا قال : أخالطته ؟ قال : لا قال : والله الذي لا آله غيره ما تعرفه .

একবার হযরত ওমর রাযি. শুনতে পেলেন, এক লোক অপর একজনের প্রশংসা করছে। তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কখনো তার সাথে সফর করেছো? সে উত্তর দিল, না। বললেন, তাহলে কি তার সাথে কখনো লেনদেন করেছো? বলল, না। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ যিনি ছাড়া কোনও ইলাহ নেই তাহলে তুমি তাকে চিনতে পারোনি।

২৩ : তিনি যা চান তা করো।

إذا أحببتَ أن يدوم الله لك على ما تحب فدُمْ له على ما يحب . الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى

তুমি যদি কামনা করো, আল্লাহ যেন তুমি যা চাও তা তোমাকে দান করেন তাহলে তিনি তোমার থেকে যা চান তুমি তা করো।

-ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.

২৪ : দ্বীনি ইলমের প্রচার প্রসার করুন।

من أحب أن لا ينقطع عمله بعد موته فلينشر العلم.

الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى؛ التذكرة : ٥٥

যে ব্যক্তি কামনা করে তার মৃত্যুর পর তার আমল যেন বন্ধ না হয় তার উচিত, দ্বীনি ইলমের প্রচার প্রসার করা। (কারণ, এর মাধ্যমে যতদিন পর্যন্ত যত লোক

সেই ইলম অনুযায়ী আমল করবে ততদিন পর্যন্ত সে সওয়াব পেতে থাকবে) - ইমাম ইবনুল জাউযী রহ.

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৯৫৪

সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ৯

abudujanah

Senior Member

০৮-২৩-২০১৯

২৫ : সে অন্যান্য হুকুম আরও বেশি নষ্ট করবে।

قال عمر بن الخطاب ﷺ : إذا رأيت الرجل يضيع من الصلاة فهو والله لغيرها أشد تضييعًا .

তুমি যখন কাউকে নামায নষ্ট করতে দেখবে (মনে রাখবে) আল্লাহর শপথ করে বলছি, সে অন্যান্য হুকুম আরও বেশি নষ্ট করবে। -হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাযি.

২৬ : জিহবাকে বন্দী করে রাখো।

عَن عَبد الله بن مَسْعود قَالَ ما من شيء أحق بطول السجن من اللسان.

জিহবা অপেক্ষা দীর্ঘ সময় বন্দী করে রাখার মতো আর কিছু নেই। -হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি.

২৭ : একজন মুমিন কারাবন্দীর মতো।

قال الإمام الحسن البصري رحمه الله : المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته

একজন মুমিন দুনিয়াতে কারাবন্দীর মতো। প্রতি মুহূর্তে সে নিজেকে মুক্ত করার জন্য সচেষ্ট থাকে।-ইমাম হাসান বসরী রহ.

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪০০১

পৃথিবী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে। আমাদের করণীয় কী?

Munshi Abdur Rahman

Moderator

০৯-০৫-২০১৯

পাঁচটি মহাযুদ্ধ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, 'পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানুষের মহাযুদ্ধ পাচঁটি। দুটি এই উম্মতের আগে সংঘটিত হয়েছে। অবশিষ্ট তিনটি এই উম্মতের মাঝে সংঘটিত হবে। একটি তুর্কি মহাযুদ্ধ। একটি রোমানদের মহাযুদ্ধ। তৃতীয়টি দাজ্জালের মহাযুদ্ধ। দাজ্জালের পর আর কোনো মহাযুদ্ধ হবে না।' (আল-ফিতান, পৃষ্ঠা : ৫৪৮, আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান)

এই উম্মতের দুটি মহাযুদ্ধ ইতোমধ্যে সংঘটিত হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে একটি পক্ষের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার ছিল তুর্কি-উসমানিয়রা। তাদেরকে বলা হতো অক্ষশক্তি। অক্ষশক্তির অন্য দেশগুলো- অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, জার্মান ও বুলগেরিয়া। সার্বিয়া, রাশিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স, জাপান, ইতালি ও আমেরিকা ছিল মিত্রশক্তিতে। ১৯১৪ সালের ১৮ জুলাই থেকে ১১ নভেম্বর ১৯১৮ পর্যন্ত এই যুদ্ধ স্থায়ী হয়। এই মহাযুদ্ধে ৯০ লাখ যোদ্ধাসহ ৫০ লাখ মানুষ নিহত হয়। এটি ছিল ইতোপূর্বে সংঘটিত যে-কোনো যুদ্ধের চেয়ে ব্যয়বহুল ও প্রাণসংহারি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ইউরোপিয় খৃস্টান ও অন্য অবিশ্বাসী শক্তিগুলোর পারস্পরিক হানাহানিমূলক যুদ্ধ। জাতিসংঘের পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রায় সাড়ে ৮ কোটি মানুষ এই যুদ্ধে নিহত হয়। মানবসভ্যতার ইতিহাসে সর্ববৃহৎ এবং সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ এটি। ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ছয় বছর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়সীমা ধরা হলেও ১৯৩৯ সালের আগে এশিয়ায় সংঘটিত কয়েকটি সংঘর্ষকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অংশ হিসাবে গণ্য করা হয়। তৎকালীন বিশ্বের সমস্ত পরাশক্তি এবং বেশিরভাগ রাষ্ট্রই এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। সৃষ্টি হয় দুটি বিপরীত সামরিক জোট। ৩০টি দেশের প্রায় ১০ কোটি সৈনিক যুদ্ধে অংশ নেয়। ইতিহাসের সবচেয়ে নৃশংস এই যুদ্ধে নিহত হয় ৬ থেকে সাড়ে ৮ কোটি মানুষ। এখন অবশিষ্ট আছে আরেকটি

মহাযুদ্ধ। এটি মুসলিমদের সঙ্গে ইসলাম বিদ্বেষী শক্তিগুলোর যুদ্ধ। হাদিসে একে 'মালহামাতুল কুবরা' বলা হয়েছে। এই মহাযুদ্ধে ইসলাম বিদ্বেষী শক্তির নেতৃত্বে থাকবে 'রোমান বা খৃস্টানজগত। মুসলমানদের পক্ষে নেতৃত্ব দিবেন মাহদী। সবশেষে দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করে অশুভশক্তির নেতৃত্ব গ্রহন করবে। দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ঘটলে ঈসা ইবনে মরিয়ম আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন। দাজ্জাল তাঁর হাতে নিহত হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এটি মানবজাতির সর্বশেষ সংঘাত। এরপর আর কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ হবে না।

(সূত্র: সিরিয়া মহাযুদ্ধের কাল, জসিম উদদীন আহমাদ, পৃষ্ঠা : ৯৬-৯৭)

মুহতারাম ভাইয়েরা-

একটু নির্জনে বসে ভাবুন তো... বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে সর্বত্র। যেকোন সময় চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে। চূড়ান্ত যুদ্ধের সময় এবং তার আগে ও পরে কত মানুষ মারা যেতে পারে? তার কোন ইয়েত্তা আছে? মোটেও না। যেমনটা আমরা উপরের লেখাতে দেখেছি যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তুলনায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বেশী মানুষ মারা গিয়েছিল। তাহলে এর দ্বারা তো সহজেই এ কথা অনুমেয় যে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে আরো বেশী মানুষ মারা যাবে। তাহলে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে আমাদের কি করণীয়? আমাদের জন্য কি মৃত্যুর প্রস্তুতি নেওয়া জরুরী নয়? কারণ, বলা তো যায় না; কখন কার ডাক এসে যায়।

আর এটা তো একটা স্বাভাবিক ব্যাপার যে, তখন সমগ্র মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। একদিকে মুসলিম উম্মাহ ও অন্য দিকে কাফির সম্প্রদায়। একদিকে আল্লাহর বাহিনী ও অন্যদিকে শয়তানের বাহিনী কাজ করে যাবে। তাই আমাদের জন্য এটা উচিত নয় কি যে, আমরা অতি দ্রুত আল্লাহর বাহিনীর সাথে মিলে যাব? অবশ্যই উচিত। বিশেষত: মুজাহিদ বাহিনীদের সাথে মিলে যাওয়া খুব জরুরী ও আবশ্যক। যাতে আমরা আল্লাহর পথে শাহাদাতের মৃত্যু লাভ করতে পারি।

তাই হে ভাইয়েরা- আর একা একা বিচ্ছিন্নভাবে থাকবেন না, কোন হকপন্থী জিহাদী তানযিমের সাথে জুড়ে যান। হৃদয়ে শাহাদাতের তামান্না জাগ্রত করে

ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর খেদমতে নিবেদিত হয়ে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।

ভাইয়েরা আমার, এখন তো আর দুনিয়া সাজানোর সময় নেই। দুনিয়ার চাকচিক্যে নজর বুলানোর সয়ম নেই। দুনিয়ার সুখ-ভোগ করার পর্যাপ্ত সময় নেই। কারণ, পৃথিবী তার আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে ধ্বংস হওয়ার পথে রয়েছে। যদিও দুনিয়াদার বোকা লোকেরা দুনিয়া সাজাতেই এখনো ব্যস্ত। দুনিয়ার ধন-সম্পদ আরো বাড়ানেরা ফিকিরে লিপ্ত। তাই বলে কি আমিও তাদের মত হয়ে যাব? নাহ..এটা তো হতে পারে না! আমি তো তাদের মত হলে চলবে না। আমি তো চির সফলকামীদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি চাই..তাঁর পথে নিজের জীবন ও সম্পদ বিলিয়ে দিতে চাই। এর জন্য আমাকে এই মুহূর্তেই প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাওফিক দান করুন। আমীন

সবশেষে আবারো বলছি- বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর করুণ হালাত নিয়ে ভাবুন ও নিজের করণীয় নির্ধারণ করুন। সর্বোপরি শাহাদাত লাভের তামান্না নিয়ে ফিকির করুন। কিভাবে তা অর্জন করা যায়।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে সহীহ বুঝ দান করুন এবং শাহাদাতের মৃত্যু লাভের প্রস্তুতি নেওয়ার তাওফিক দান করুন। আল্লাহুম্মা আমীন

****

আপনাদের নেক দু'আয় মুজাহিদীনে কেরামকে ভুলে যাবেন না।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪১০২

আল্লাহর নূর

alyaumul jadeed

Member

০৯-০৭-২০১৯

কখনও ভেবে দেখেছেন, কাবা ঘরকে কেন আমরা এত সম্মান করি, ভালবাসি? বাইতুল মাকদিস? আচ্ছা কখনও ভেবে দেখেছেন, মূসা আলাইহিসসালামের লাঠি আর বাকি দশটা লাঠির মধ্যে তফাৎটা কী...?? কিভাবে তারা এত মর্যাদার অধিকারী হল...???

আসলে, তাদের মর্যাদার উৎস কেবল আল্লাহর নূর, রহমত এবং কুদরত... যা তিনি তাদের মাঝে সঞ্চারিত বা প্রবাহিত করেছেন। জী, মূসা আলাইহিসসালামের লাঠির নিজের কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না, এটা আর দশটা লাঠির মতই অতি সাধারণ তুচ্ছ একটা বস্তু ছিল। কাবা ঘর আর বাইতুল মাকদিসও বিশেষ কিছুই না, অন্য দশটা স্থানের মতই তাদের অবস্থান। কিন্তু আল্লাহ তাঁর রহমতের বা নূরের ছোট একটা অংশ কাবা আর আলমাকদিসে রাখলেন, মূসার লাঠিতে তাঁর কুদরত প্রবাহিত করলেন, এবং ঠিক তখনই, আল্লাহর সেই নূরের জন্যই এরা নতুন করে মর্যাদা, শক্তি ও প্রশান্তি লাভ করল।

তো এবার ভাবুন তো আপনি নিজে কী ছিলেন...??? আপনার আর একটা নির্জীব মাটির টুকরার মধ্যে তফাৎটা কী...??? আল্লাহ তাঁর কুদরত বা রুহের একটা অংশ আপনার মধ্যে ফুঁকে দিলেন, অতঃপর আপনি জীবন লাভ করলেন। আপনার আর একটা শিশুর মধ্যে তফাৎ কি? আল্লাহ তাঁর ইলমের সাগর থেকে ছোট্ট একটা প্রবাহ আপনার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করলেন, অতঃপর আপনি এক মহাপণ্ডিতে পরিণত হলেন। আর আপনার আর একজন নিকৃষ্ট কাফিরের মধ্যে তফাৎ কি...????? আল্লাহ আপনার হৃদয়ে তাঁর নূরের একটা ছোট্ট ঝিলিক স্থাপন করলেন, আর তাতেই আপনার চার পাশ আলোকিত হয়ে গেল..... সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আজীম....!!!!!!!!!!

তো ভাই, আপনি তাহলে কী...!!!! আপনি যাকে ভালবাসেন, তাঁকে কেন ভালবাসেন.....!!!!!! কখনও কি ভেবে দেখেছেন.....????!! কখনও ভেবে

দেখেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিসসালামকে আপনার কেন ভালবাসা উচিৎ....??? কারণ আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মাঝে নিজের সবচেয়ে বড় নূর স্থাপন করেছেন এই ব্যক্তির মধ্যে.....!!!!!

আমরা তাহলে কী.....?!!!!!!! আমরা কেবল ধারক বা পাত্র.....!!! ধরুন একটা আতরদানি.....!!!! এই আতরদানির নিজের কোনোই মূল্য নাই, এর মূল্য নির্ধারণ হবে তা কী ধারণ করছে তার উপর....!!! এখানে আপনি যত বেশি সুগন্ধি আতর রাখবেন, এর মূল্য ও সম্মান ততই বেশি হবে.....!!!! আমরাই সেই আতরদানি, আর আল্লাহর নূরই সেই আতর.....!!!!!!! যা আমাদেরকে এত বেশি সম্মানিত করে তুলেছে....!!!!!!! আল্লাহু আকবার জাল্লা জালালুহ.....!!!!!!!!!!

তো ওই যে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিসসালাম কাফিরদের দিকে ধুলা ছুড়ে মারলেন, ওইযে মুসলিম বাহীনি বিজয় লাভ করল, এর কোনোটাতেই তাঁদের নিজেদের কোনোই যোগ্যতা ছিল না..... আল্লাহ কেবল তাঁর শক্তি বা কুদরত তাঁদের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করেছিলেন.....। আমরা কেবল অস্ত্র, আল্লাহ যেভাবে পরিচালনা করেন, আমরা শুধু সেভাবেই পরিচালিত হই.....! আমাদের নিজেদের কোনোই ইখতিয়ার নাই.....!!!

তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেন,

فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي

যখন তোমরা তাদেরকে হত্যা করলে, তোমরা হত্যা করো নাই, বরং আল্লাহই হত্যা করেছেন। আর যখন আপনি ছুঁড়ে মারলেন, আপনি ছুঁড়েন নাই, বরং আল্লাহই ছুঁড়ে মেরেছেন.....!!!!!!!!

সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবারু ওয়ালা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ.....!!!!!!!

আমাদের সম্মান কেবল এই যে, আল্লাহ আমাদেরকেই অস্ত্র এবং আতরদানি হিসেবে বাছাই করেছেন.....!!!!! আর এই জন্য আমরা কতটা ঋণী তা খুব সহজেই বুঝা যায়.....!!!!

আল্লাহ যদি আমাদেরকে চিরকাল আগুনে জ্বালাতেন, কেটে ছিড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলতেন, তবে সেটাই তাঁর মহত্ব....!!!!! কারও কোনো কিছুই বলার অধিকার নাই.....!!!!!!! আর সেখানে তিনি আমাদেরকে এত রহমত ও মায়া দিয়ে আগলে রাখলেন.....!!!!!! আমাদেরকে ভালবাসলেন.....!!!!!!!!!!

আমরা যদি জীবনে একটা গুনাহও না করি, যদি সারা জীবন শুধু তাঁর ইবাদতই করি, সারা জীবন জিকির-আযকার ও কান্নাকাটি করি, তাও এই ঋণ কোনোভাবেই শোধ করতে পারব না.....!!!!! এমনকি নিজেদের জীবন, স্ত্রী-সন্তান, পরিবার-সম্পদ, সবকিছু বিলিয়ে দিলেও এই ঋণ কখনই কোনোভাবেই শোধ হবে না.....!!!!

আসলে, আমরা মিসকীন, ফকির, অসহায়, অভাবগ্রস্ত অতি দুর্বল, আর তিনি মহারাজ.....!!!!!! তাঁর কাছে ভিক্ষা চাওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনোই পথ নাই.....!!!!!!! আর তিনি তো মহান দাতা.....!!!!!!! আলজাওয়াদুল কারীম.....!!!!!!!!!!!!!!
তাকবীর.....!!!!!!! আল্লাহু আকবার.....!!!!!!!!! ওয়ালিল্লাহিল হামদ.....!!!!! লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইইন কাদীর.....!!!!!!!!!!!!!!!

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪১১৭

হে আল্লাহ! আমার হাশর যেন সুরঙ্গ খননকারী ভাইটির সাথে হয়

[abudujanah](#)

Senior Member

০৯-০৬-২০১৯

গোপন নেক আমলের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত

ঘটনাটি ইসলামের প্রথম শতাব্দীর। মুসলমানরা তখন ইসলামের বিজয় পতাকা নিয়ে পৃথিবীর দিকবিদিক ছুটে যাচ্ছিল আর একের পর এক শত্রুদের বিভিন্ন শহরে ইসলামের ঝান্ডা বুলন্দ করছিল। মুসলমানদের এমনই একটি দল তখন রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধরত ছিল। তারা রোমানদের একটি দুর্গ অবরোধ করে রেখেছিল। দুর্গটি ছিল খুবই মজবুত ও দুর্বোধ্য। অবরোধের সময় দীর্ঘ হচ্ছিল। চূড়ান্ত কোন যুদ্ধও ছিল না। প্রতিদিন সকালবেলা মুসলমানরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে শহরের মূল ফটকের সামনে অপেক্ষা করত। কিন্তু ভিতরের কাফেরদের সাহস হতো না বাইরে বের হয়ে মুসলমানদের মোকাবেলা করার।

এক রাতের ঘটনা। এক মুসলিম সৈনিকের মাথায় এল অদ্ভুত বুদ্ধি। তিনি হাতে কোদাল নিয়ে একা বের হলেন। শহরের মূল ফটকের কাছাকাছি একটি জায়গা নির্বাচন করে দেয়ালের নিচে সুড়ঙ্গ খুঁড়তে শুরু করলেন। আল্লাহর ইচ্ছায় এক রাতেই তিনি সুরঙ্গ করে ফেলতে সক্ষম হন এবং সেই সুরঙ্গ দিয়ে ভিতরে ঢুকে শহরের কিছু অবস্থাও বুঝে আসতে সক্ষম হন। ভোর হওয়ার আগে আগেই তিনি নিজ তাবুতে ফিরে আসেন। ঘটনাটি সম্পর্কে কেউ টের পায়নি। পরদিন ভোরবেলা মুসলিম সৈনিকরা অন্যান্য দিনের মতো শহরের মূল ফটকের সামনে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়ায়। তখন সুরঙ্গ খননকারী সেই সৈনিক সবার অগোচরে ছোট্ট সেই সুরঙ্গ দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়েন এবং চোখের পলকে ফটক খুলে দেন। মুহূর্তেই মুসলমানগণ ভিতর ঢুকে পড়েন। তারা শুধু এটুকু দেখতে পেল যে, তাদেরই এক ভাই কোন ভাবে ভিতরে ঢুকে দরজা খুলে দিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাহিনীর ভিতরে হারিয়ে গেছে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরো শহর মুসলমানরা বিজয় করতে সক্ষম হন। যুদ্ধ শেষ। মুসলিম সেনাপতি সবার সামনে ঘোষণা দিলেন, সুরঙ্গ খননকারী ভাই! আপনি সামনে আসুন। বেশ কয়েকবার ঘোষণা দিলেন।

কেউ এলো না। পরদিন আবার ঘোষণা দিলেন। এদিনও কেউ এলো না। তৃতীয় দিন আবার ঘোষণা দিলেন। এ দিনও কেউ এলো না। তখন তিনি বললেন, সুরঙ্গ খননকারী ভাইকে লক্ষ্য করে বলছি, আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি, দিনে কিংবা রাতে যে কোন সময় আপনি আমার তাবুতে একটু আসুন। ওদিন সন্ধ্যাবেলা। সেনাপতি নিজ তাবুতে বসা। হঠাৎ কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকা এক ব্যক্তি সালাম দিল। তিনি সালামের উত্তর নিয়ে ভিতরে আসতে বললেন। ভিতরে আসার সাথে সাথেই তাকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনিই কি সুরঙ্গ খননকারী? তখন লোকটি বলল, সুরঙ্গ খননকারী আপনার সাথে দেখা করবে তবে তার তিনটি শর্ত রয়েছে। বললেন, কী শর্ত? লোকটি বলল, সে আপনার সঙ্গে দেখা করবে তবে আপনি তার নাম জিজ্ঞেস করতে পারবেন না? দ্বিতীয় শর্ত, তার চেহারা কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকবে আপনি তার চেহারার কাপড় সরাতে বলবেন না। তৃতীয় শর্ত, আপনি তাকে কোন পুরস্কার দিতে চাইবেন না। বললেন, ঠিক আছে। সবগুলো শর্তই মানবো। তখন লোকটি বলল, আমি সেই সেই লোক। অপলক দৃষ্টিতে তিনি কতক্ষণ লোকটির দুই চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। লোকটি আর কোন কথা বলল না। সালাম দিয়ে তাবু থেকে বেরিয়ে গেল। এরপর থেকে সেই সেনাপতি প্রায় তাঁর দোয়ায় বলতেন, হে আল্লাহ! আমার হাশর যেন সুরঙ্গ খননকারী ভাইটির সাথে হয়। (আরবি থেকে অনুবাদ)

আপনিও কিছু করুন

আপনিও নিয়মিত কিছু 'গোপন নেক আমল' করুন, যা সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানবে না। হোক তা একদমই সামান্য কোন আমল। হতে পারে ওই নেক আমলের উসিলায় আপনি নিজেও নাজাত পাবেন এবং আপনার মাধ্যমে আরো অনেকে নাজাত পাবে ইনশাআল্লাহ। তাছাড়া গোপন নেক আমলের উসিলায় দুনিয়াতেও বান্দা বিপদ আপদ থেকে মুক্তি পায়।

সহী বুখারীতে বর্ণিত গুহায় আটকে পড়া তিন ব্যক্তি নিজ নিজ গোপন নেক আমলের কথা উল্লেখ করে দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাদের দোয়া কবুল করেছিলেন এবং সেই বিপদ থেকে তাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন। তারা প্রত্যেকেই এভাবে দোয়া করেছিল যে,

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنِّي مَا أنا فِيهِ.

হে আল্লাহ! আমি যদি ওই আমলটি একমাত্র আপনাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে করে থাকি তাহলে এর উসিলায় আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। সহী বুখারী; হাদিস : ২২৭২

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪১১২

সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ১১

abudujanah

Senior Member

০৯-০৭-২০১৯

৩১ : প্রকৃত বুদ্ধিমান কে?

ليس العاقل الذي يعرف الخيروالشر إنما العاقل الذي إذا رأى الخير أتبعه واذا رأى الشر اجتنبه.

প্রকৃত বুদ্ধিমান সে নয় যে ভালো ও মন্দ দুটোই চিনে (কিন্তু ভালোটা গ্রহণ করে খারাপটা থেকে দূরে থাকে না) বরং প্রকৃত বুদ্ধিমান সে-ই যে ভালোটা চিনে তা গ্রহণ করে এবং খারাপটা চিনে তা থেকে নিজেকে দূরে রাখে।-ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ রহ.

৩২ : মিথ্যার কুপ্রভাব

الكذب له تأثير عظيم في سواد الوجه

কারো চেহারা কালো ও মলিন হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মিথ্যা বলার বিরাট প্রভাব রয়েছে।-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.

৩৩ : গুনাহ বান্দাকে আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চিত করে

إذا تأخر نصر الله للأمّة فبسبب معاصيها.

قال تعالى : ﴿ فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِن اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ﴾ من سورة هود [63]

উম্মাহর জন্য আল্লাহর সাহায্য আসতে দেরি হলে (বুঝতে হবে) তা তাদেরই গুনাহের কারণে দেরি হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِن اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ

(নবী বললেন) আমি যদি আল্লাহর নাফরমানি করি তাহলে কে আমাকে আল্লাহ (র আযাব) থেকে সাহায্য করবে। সূরা হুদ : ৬৩

-শাইখ আব্দুল আজীজ তারিফী হাফি.

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪১২৯

ফেরেশতাদের ঝনঝনানি...!

alyaumul jadeed

Member

০৯-১১-২০১৯

ফেরেশতাদের কিছু অভ্যাস আছে।

একটা অন্যতম অভ্যাস হচ্ছে, তাঁরা সবকিছুতেই আল্লাহর মহত্ব ও মহীমা দেখতে পায়। যেটা মানুষের কাছে তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতর, সেটাও তাঁদের কাছে অসাধারণ এক বিষয়, কারণ, এটা তো আল্লাহর হুকুম, আল্লাহর সিদ্ধান্ত...!!! তাই তাঁরা সারাক্ষণই আল্লাহর প্রশংসা করতে থাকে।

আল্লাহ যখনই কোনো আদেশ বা সিদ্ধান্ত দেন, তা আরশের ফেরেশতারা শুনতে পান। শুনেই তাঁদের মধ্যে ঝাকুনি শুরু হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ ও অন্যান্য প্রশাংসা বাণীতে চারদিক মুখরিত হয়ে যায়। কোটি কোটি কোটি ফেরেশতা, অগণিত ফেরেশতারা তাঁদের পাখা ঝাপটাতে থাকে আর আল্লাহর প্রশংসা করতে থাকে....!!!! আহ, সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আজীম.....!!!! ভাবতে পারেন....!!!! কত সুন্দর একটা দৃশ্য.....!!!!!!!! এই শব্দ শুনে নিচের ফেরেশতারা অতি আগ্রহের সাথে জিজ্ঞেস করে উপরের ফেরেশতাদের, আল্লাহ কী হুকুম দিলেন...? হুকুম শুনার পর তাঁদেরও একই অবস্থা...

এভাবে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ফেরেশতাদের মধ্যে আল্লাহর সিদ্ধান্তের খবর ছড়িয়ে যায়। আর আল্লাহর প্রতি হুকুমে পুরা আসমান আর জমীন ঝনঝনিয়ে উঠে, দিগন্তসমূহ মুখরিত হয়ে উঠে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার প্রশংসায়...!!!!!!

আল্লাহ হুকুম দিলেন, এখন অমুক জায়গায় অমুক গাছের অমুক পাতা ছিড়ে পড়বে। এটা শুনে ফেরেশতারা বিস্মিত ও বিমোহিত হয়ে পড়ে...! আপনি ভাবেন, একটা পাতা পড়বে, এতে আবার এমন কি... কিন্তু না, আপনি অনুভব করতে না পারলেও ফেরেশতারা ঠিকই জানেন, এই পাতা পড়ার মধ্যেও আল্লাহর মহত্ব কত বেশি প্রকাশ পায়...!

আল্লাহ হুকুম দিলেন, অমুক জায়গায় অমুক মুজাহিদ দুর্ঘটনায় একটা পা হারিয়ে আর কোনোদিন ময়দানে জিহাদ করতে পারবে না। আপনি ভাববেন, আল্লাহ এমন একটা মর্মান্তিক সিদ্ধান্ত দিলেন...? কিন্তু এতেও ফেরেশতারা আল্লাহর মহত্ব ঘোষণা করে। তা ঠিক, আপনার ব্যাথায় ফেরেশতারাও ব্যাথিত হয়, কিন্তু আল্লাহর মহত্ব তাতে শেষ হয়ে যায় না।

ফেরেশতাদের এই অভ্যাস নিয়ে এত আলোচনা কেন...? কারণ, একজন ব্যক্তির তাকওয়া যত বাড়ে, ফেরেশতাদের সাথে তাঁর সাদৃশ্য তত বাড়তে থাকে। ফেতেশতারা গুনাহ করেন না। ব্যক্তির তাকওয়া যত বাড়ে, সেও আল্লাহর ইচ্ছায় গুনাহ থেকে ততই দূর হয়ে যেতে থাকে।

একইভাবে, যখন আপনার তাকওয়া বাড়বে, তখন দেখবেন অবচেতন অবস্থাতেও আপনি আল্লাহর মহত্বই দেখতে পাবেন... সুবহানাল্লাহ... ছোট থেকে ছোট জিনিসেও তখন আপনি আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবীহ পাঠ করবেন...

এমনকি, হয়ত একদিন এমন হবে, আপনি রাস্তায় হাঁটছেন, হঠাৎ দেখলেন একটা লোক হোচট খেয়ে পড়ে গেল। আপনার মুখ দিয়ে আপনার অজান্তেই বেরিয়ে যাবে, সুবহানাল্লাহ...!

আসুন, আমরা তাকওয়া বাড়াই, আল্লাহর কাছে দোয়া করি। আর ছোট থেকে ছোট জিনিসেও আল্লাহর মহত্ব খুঁজার চেষ্টা করি। আশেপাশে তাকান, গভীর দৃষ্টি দিন, দেখুন, আসমান জমীন, এমনকি শয়তানের মধ্যেও, তারই মহত্ব ঘোষিত হচ্ছে...!!!!!

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪১৫১

সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ১২

abudujanah

Senior Member

০৯-১৩-২০১৯

৩৪ : উত্তম চরিত্রের পরিচয়

سئل ابن المبارك رحمه الله عن حسن الخلق، فقال : هو بسط الوجه، وبذل المعروف.

ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ.কে উত্তম চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, উত্তম চরিত্র হলো, চেহারা হাস্যোজ্জ্বল রাখা এবং সবাইকে কল্যাণ দান করা। (অর্থাৎ সবার সাথে ভালো আচরণ করা, কাউকে কষ্ট না দেয়া)

৩৫ : হতভাগ্য হওয়ার লক্ষণ

قال الفضيل بن عياض رحمه الله : خمس من علامات الشقوة : القسوة في القلب ، وجمود العين ، وقلة الحياء ، والرغبة في الدنيا ، وطول الأمل .

হতভাগ্য হওয়ার লক্ষণ পাঁচটি, অন্তর শক্ত হওয়া, (আল্লাহর ভয়ে) চোখে পানি না আসা, নির্লজ্জ হওয়া, দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হওয়া, লম্বা আশা রাখা। -হযরত ফুযায়েল বিন ইয়ায রহ.

৩৬ : হকের উপর অবিচল থাকার অন্যতম সহায়ক

الصبر والصلاة والاستغفار والتسبيح من أعظم ما يعين على الثبات على الحق.
قال تعالى : فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. سورة الغافر: ٥٥

সবর, সালাত, ইস্তেগফার ও তাসবীহ হকের উপর অবিচল থাকার অন্যতম সহায়ক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

অতএব আপনি সবর করুন; নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আর আপনি আপনার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং সকাল-সন্ধ্যা আপনার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষনা করুন। সূরা গাফের : ৫৫

-শাইখ আব্দুল আজিজ তারিফী হাফি.

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪১৭৭

সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ১৩

abudujanah

Senior Member

০৯-১৬-২০১৯

৩৭ : যে অহেতুক সময় নষ্ট করে

قال عبد الله بن مسعود ﷺ : إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة.

এমন কাউকে দেখলে আমার খুব রাগ লাগে, যে অহেতুক সময় নষ্ট করে, না দুনিয়ার কাজ করে, না আখেরাতের কাজ করে। -হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি.

৩৮ : নির্বোধ কে?

الأحمق هو الذي يطلب ثناء الناس عليه وهو يعلم أن ربه قد ستر عليه عيوبا وذنوبا لو كشفوها لحثوا على وجهه التراب.

নির্বোধ সে যে মানুষের প্রশংসা কামনা করে অথচ সে জানে যে, তার প্রতিপালক তার বহু দোষ ঢেকে রেখেছেন, যেগুলো মানুষ জানলে তারা তার মুখে মাটি ছুড়ে মারবে।-শাইখ সুলাইমান আল উলওয়ান (আল্লাহ তাঁকে দ্রুত মুক্তি দান করেন)

৩৯ : কঠিন কঠিন কাজ করতে সহায়তা করে

قراءة القرآن بتدبر وتفكر تعين على تكاليف الأعمال وتحمل الشدائد

قال تعالى : أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا . إِنَّا سَنُلْقِى عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا.

গভীর চিন্তা ভাবনার সাথে কোরআন তেলাওয়াত কঠিন কঠিন কাজ সম্পাদন করতে এবং বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করতে সহায়তা করে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

وَرَتِّلِ الْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا . إِنَّا سَنُلْقِى عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا

আর কুরআন তেলাওয়াত করুন ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে। আমি আপনার ওপর গুরুভার এক কালাম নাযিল করব (গোটা বিশ্বব্যাপী যার প্রচার প্রসার করা ও প্রতিষ্ঠা করা খুবই কঠিন একটি কাজ) সূরা মুযযাম্মিল : ৪, ৫

শাইখ আব্দুল আজিজ তারিফী (আল্লাহ তাঁকে দ্রুত মুক্তি দান করেন)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪২০৩

জুমআর দিন বাদ আসর সালাফদের আমল

abudujanah

Senior Member

০৯-২০-২০১৯

كان سعيد بن جبيررحمه الله إذا صلى العصرلم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس

يعني كان منشغل بالدعاء . زاد المعاد : ٢٨٢/١

০১। বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত সাঈদ বিন জুবায়ের রহ. (জুমআর দিন) আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কারও সাথে কথা বলতেন না। (পুরোটা সময় দোয়াতে মশগুল থাকতেন)-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.; যাদুল মাআদ : ১/২৮২

০২। ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন,

يوم الجمعة يوم العبادة، وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور، وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان.

জুমআর দিনটি হল ইবাদতের দিন। মাসের মধ্যে রমজান মাস যেমন, দিনের মধ্যে জুমআর দিনটি ঠিক তেমন। জুমআর দিনের দোয়া কবুল হওয়ার (বিশেষ) সময়টি রমজান মাসের লাইলাতুল কদরের মতো।- ইবনুল কাইয়িম রহ.; যাদুল মাআদ- ১/৩৮৬

তিনি আরও বলেন,

هذه الساعة هي آخر ساعة بعد العصر، يعظمها جميع أهل الملل . زاد المعاد

জুমআর দিন যে সময়টিতে দোয়া কবুল হয় তা হল, আসরের পরের শেষ সময়টি। সব ধর্মাবলম্বীরাই এই সময়টির খুব কদর করে থাকে। যাদুল মাআদ : ১/২৮৪

০৩। ইমাম ইবনুল আসাকির রহ. তাঁর বিখ্যাত 'তারীখে দিমাশক' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,

أصاب العمى الصلت بن بسطام رحمه الله فجلس إخوانه يدعون له عصر الجمعة، وقبل الغروب عطس عطسة، فرجع بصره .

একবার হযরত সালত বিন বোস্তাম রহ. দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তখন তার বন্ধুবান্ধবরা তাঁর জন্য জুম'আর দিন আসরের পর দোয়া করতে থাকেন। মাগরিবের পূর্বে তার একটি হাঁচি আসে এবং তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে। ইবনে আসাকির; তারীখে দিমাশক

كان طاؤوس بن كيسان رحمه الله : إذا صلى عصر يوم الجمعة استقبل القبلة ولم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس

০৪। হযরত তাউস বিন কায়সান রহ. জুমআর দিন আসরের নামাজ পড়ে কেবলামুখী হয়েই বসে থাকতেন। সূর্যাস্ত পর্যন্ত কারও সাথে কথা বলতেন না। তারীখে ওয়াসেত

كان المفضل بن فضالة رحمه الله تعالى : إذا صلى العصر يوم الجمعة خلا في ناحية المسجد وحده، ولا يزال يدعو حتى تغرب الشمس . أخبار القضاة

০৫। মোফাজ্জাল বিন ফাজালা রহ. জুমআর দিন আসরের নামাজ পড়ে মসজিদের এক কোনায় একাকী বসে যেতেন এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত একটানা দোয়া করতে থাকতেন। আখবারুল কুযাত

০৬। সালাফদের মধ্যে কোন এক বুজুর্গ বলেছেন,

ما دعوت دعوة بين العصر والمغرب يوم الجمعة إلا استجاب لي ربي حتى استحييت.

আমি জুমআর দিন আসর ও মাগরিবের মাঝামাঝি সময়ে যে কোনও দোয়াই করেছি আল্লাহ তাআলা সেই দোয়াই কবুল করেছেন। একটা পর্যায়ে আমার কাছে কিছুটা লজ্জাও লাগতো।

০৭। সালাফদের মধ্যে আরেক বুজুর্গ বলেছেন,

ما استقامت له جمعته استقام له سائر أسبوعه

যার জুমআর দিন ঠিক হয়ে যাবে তার পুরো সপ্তাহ হয়ে যাবে।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪২৩২

সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ১৪

abudujanah

Senior Member

০৯-২৩-২০১৯

৪০ : তাঁরা তোমাদের কথা আল্লাহর কাছে পৌঁছে দেন

قَالَ سُفيَان الثَورِي رَحِمَهُ اللَّهِ لِأصحَابِهِ : لَو كَان يَجلِسُ مَعكُم مَن يَرفَعُ الحَدِيثَ إلى السُلطَانَ أكُنتُم تتَكلمُونَ بِشَيءٍ يُغضِبهُ ؟ قَالوا : لا. قَال : فَإنَّ مَعكُم مَن يَرفَعُ الحَدِيثَ إلى اللَّهِ (يعني : المَلائِكة(

ذكره الإمام ابنُ الجَوزِي رَحِمَهُ اللَّهِ في التَبصِرَة || ٢ / ٢٣٧

একবার হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ.র তাঁর ছাত্রদেরকে বললেন, তোমাদের সাথে যদি এমন কেউ বসা থাকে যে তোমাদের কথা খলিফার কাছে গিয়ে পৌঁছে দেবে তাহলে তোমরা কি এমন কোন কথা বলবে যা দ্বারা খলিফা রাগান্বিত হবেন? তারা বলল, না। (কিছুতেই আমরা এমন কথা বলবো না) তখন তিনি বললেন, তোমাদের সঙ্গে তো এমন বেশ কয়েকজন (ফেরেশতা) রয়েছেন যারা তোমাদের কথা আল্লাহর কাছে পৌঁছে দেন। (এ ছাড়া আল্লাহ তায়ালা নিজেও তোমাদের সব কথা জানেন, তা তো আছেই) -ইমাম ইবনুল জাউযী রহ.

৪১ : গীবত করার দ্বারা নিজেরই ক্ষতি হয়।

قال أبو عاصم : ما اغتبت أحدًا منذ علمت أن الغيبة تضرُّ بأهلها.

যখন থেকে জেনেছি, গীবত করার দ্বারা নিজেরই ক্ষতি হয় তখন থেকে আমি কখনও কারও গীবত করিনি। -ইমাম আবু আসেম রহ.

৪২ : প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর থেকে কখনো গীবত করিনি।

. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى : ما اغتبت مسلما منذ احتلمت

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর থেকে আমি কখনও কোন মুসলমানের গীবত করিনি। - ইমাম বুখারী রহ.

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪২৫৫

সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ১৫

abudujanah

Senior Member

০৯-২৬-২০১৯

৪৩ : অতি মূল্যবান তিনটি কাজ

قال الإمام الشافعي رحمه الله : أعز الأشياء ثلاثة : الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف

তিনটি কাজ খুবই কঠিন। (তবে আল্লাহর কাছে তার মূল্যও অনেক বেশি)

এক. সম্পদ কম হলেও তা থেকে দান করা।

দুই. নির্জনস্থানে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা।

তিন. এমন ব্যক্তির সামনে হক কথা বলা যার থেকে কিছু পাওয়ার আশা থাকে কিংবা তার শাস্তির ভয় থাকে।

-ইমাম শাফেয়ী রহ.

৪৪ : আপনার আমলগুলো বরবাদ করে দিচ্ছে

والغيبة أكثر ما يُهلكُ الناسَ، ويُذهبُ حسناتهم وهم لا يشعرون.

-الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله ورعاه

في التفسيروالبيان (٤/٢٠٧٦)

যে জিনিসটি বহু মানুষকে তাদের অজান্তে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের নেক আমলগুলোকে বরবাদ করে দিচ্ছে তা হল, গীবত।

-শাইখ আব্দুল আজিজ তারিফী (আল্লাহ তাঁকে দ্রুত মুক্তি দান করেন)

৪৫ : সত্যিই বড় দূর্ভাগ্যের

إذا أحب الله عبدا وفقه لعمل صالح يسير بأجر عظيم، ولا يوجد عبادة أيسر عملا وأعظم أجرا من ذكر الله، ويظهر حرمان الإنسان بعدم التوفيق لها.

আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন তখন তাকে এমন নেক আমলের তাওফিক দেন যা করা সহজ, তবে পুরস্কার অনেক বেশি। আর আল্লাহর যিকির অপেক্ষা সহজ এবং অধিক সওয়াবের আর কোনো আমল নেই। এই আমলটি করার তাওফিক না পাওয়া বান্দার জন্য সত্যিই বড় দূর্ভাগ্যের বিষয়।-শাইখ আব্দুল আজীজ তারিফী (আল্লাহ তাঁকে দ্রুত মুক্তি দান করেন)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪২৬৭

সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ১৬

abudujanah

Senior Member

১০-০২-২০১৯

৪৬ : আপনার চোখ ও জিহবাও যেন রোজা রাখে

إن صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك .

-الامام جعفر الصادق رحمه الله

আপনি যখন রোজা রাখেন তখন আপনার কান, চোখ ও জিহবাও যেন রোজা রাখে।

-হযরত জাফর সাদেক রহ.

৪৭ : ইখলাস ছাড়া আমল করার দৃষ্টান্ত

العمل بغير اخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا ينقله ولا ينفعه

ইখলাস ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা ছাড়া আমল করার দৃষ্টান্ত হল এমন, যেমন কোন মুসাফির বালি দিয়ে ব্যাগ ভর্তি করে বয়ে নিচ্ছে, যা তার কোনোই উপকারে আসবে না।

-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. ; আল ফাওয়ায়েদ : ৬৭

৪৮ : আপনি যদি নিজের ঈমানের স্তর জানতে চান

إذا أردت أن تعرف مدى إيمانك فراقب نفسك في الخلوات، فإن الإيمان لا يظهر بصلاة ركعتين أو بصيام نهار، بل يظهر بمجاهدة النفس والهوى،

... ...وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.

—الشيخ خالد الراشد فك الله أسره

আপনি যদি নিজের ঈমানের স্তর জানতে চান তাহলে নির্জনতার সময় নিজেকে পর্যবেক্ষণ করুন (প্রবৃত্তির চাহিদার বিরুদ্ধাচারণ করে পাপ কাজ থেকে কতটুকু বাঁচতে পারেন) কারণ, দু' রাকাত নামায পড়া কিংবা একদিন রোজা রাখার দ্বারা ঈমান প্রকাশ পায়না। ঈমান প্রকাশ পায় প্রবৃত্তির চাহিদার বিরুদ্ধাচারণ করার দ্বারা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.

যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে নিশ্চয়ই জান্নাতই হবে তার আবাসস্থল।- শায়েখ খালেদ আর রাশেদ ফাক্কাল্লাহু আসরাহু

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৩০৮

সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ১৭

abudujanah

Senior Member

১০-০৭-২০১৯

৪৯ : সে-ই মানুষের দোষ বলে বেড়ায়

عن محمد بن سيرين أنه قال : إنَّ أكثر الناس خطايا أكثرهم ذكرًا لخطايا الناس . المجالسة وجوهر العلم : ٨٦/٦

যার নিজের মাঝে দোষ বেশি সে-ই মানুষের দোষ বলে বেড়ায়। -ইমাম ইবনে সীরীন রহ.

৫০ : তোমার মূল্য আমার কাছে এত বেশি না

عن الحسن البصري أنَّ رجلًا قال له : إنك تغتابني، فقال: ما بلغ قدرك عندي أن أُحكمك في حسناتي

الأذكار للنووي : ٣٤٠

একবার এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী রহ.র কাছে এসে বলল, আপনি আমার গীবত করেছেন। তখন তিনি বললেন, তোমার মূল্য আমার কাছে এত বেশি না যে, আমার নেকিগুলো তোমাকে দিয়ে দেব।

৫১ : আমি এর কিছুটা বদলা দিতে চাচ্ছি

قد قيل للحسن : اغتابك فلان، فبعث إليه بطبق فيه رطب وقال : أهديت إليَّ بعض حسناتك، فأحببت مكافأتك

. একবার হযরত হাসান বসরী রহ.কে জানানো হলো যে, অমুক ব্যক্তি আপনার গীবত করেছে। তখন তিনি এ কথা বলে তার জন্য পাকা খেজুরে ভরা একটি প্লেট পাঠান যে, তুমি তোমার নেকি আমাকে হাদিয়া দিয়েছো তাই আমি এর কিছুটা বদলা দিতে চাচ্ছি।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৩৫২

এসো আল্লাহর ভয়ে কাঁদি

আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন

মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান

tipo soltan

Senior Member

১০-০৯-২০১৯

আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারীর জন্যে উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। আল্লাহর ভয়ে কাঁদা নবী-রাসূল এবং সালাফে ছালেহীনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এটি হৃদয়ে ঈমান ও আল্লাহর প্রতি ভয়ের নিদর্শন। আমরা কুরআন তেলাওয়াত করি, জাহান্নাম ও আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা শুনি। কিন্তু আমাদের হৃদয়ে আল্লাহর ভীতি আসে না। তাঁর ভয়ে দু'চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয় না। এরূপ পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী হওয়া মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। পক্ষান্তরে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারীর জন্য পরকালে মর্যাদাপূর্ণ স্থান ও সুখময় জান্নাত রয়েছে। আলোচ্য নিবন্ধে আমরা উক্ত বিষয়ে আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।–

আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারীর ফযীলত :

আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনের ফযীলত অত্যধিক। এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারীর সবচেয়ে বড় পুরস্কার হ'ল জাহান্নাম থেকে মুক্তি। নিম্নে তাদের আরো কিছু ফযীলত ও মর্যাদা উল্লেখ করা হ'ল।–

(১) জাহান্নামী না হওয়ার নিশ্চয়তা :

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ** 'আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারীর জাহান্নামে যাওয়া এরূপ অসম্ভব যেরূপ দোহনকৃত দুধ পুনরায় পালানে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। আর আল্লাহর পথের ধুলা ও জাহান্নামের ধোঁয়া কখনও একত্রিত হবে না'।[১] আরেকটি হাদীছে এসেছে, ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, আমি

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, **عَيْنَانِ لاَ تَمَسُّهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ،** 'জাহান্নামের আগুন দু'টি চোখকে স্পর্শ করবে না। এক- আল্লাহর ভয়ে যে চোখ ক্রন্দন করে এবং দুই- আল্লাহর রাস্তায় যে চোখ পাহারা দিয়ে বিনিদ্র রাত অতিবাহিত করে'।[২]

উল্লেখিত হাদীছদ্বয়ের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল হয়ে এবং তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়াবলী পরিহার করে আল্লাহর ভয়ে অশ্রু প্রবাহিত করলে সে ব্যক্তি উক্ত মর্যাদার অধিকারী হবে। হৃদয়ে পূর্ণ তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি রেখে নীরবে-নিভৃতে আল্লাহর দিকে লুটিয়ে পড়লে দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরবে। তবে এজন্য হৃদয়ে থাকা চাই পরিপূর্ণ ইখলাছ এবং আল্লাহর প্রতি নিখাদ ভালোবাসা। কপট হৃদয়ের মানুষ কখনোই উক্ত মর্যাদার অধিকারী হ'তে পারবে না। তারা তো দুনিয়ার নগণ্য স্বার্থে ধার্মিকতার লেবাস পরে নিজেকে যাহির করে। তাদের কাছে দুনিয়া হ'ল মুখ্য, আখেরাতের সফলতা তাদের কাছে গুরুত্বহীন। পক্ষান্তরে মুমিন বান্দা আখেরাত হাছিলের জন্য সদা ব্যস্ত। তাই কখনও কোন নেকী বা কল্যাণ তার হাতছাড়া হ'লেই সে ডুকরে কেঁদে ওঠে, অঝোরে দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে। যেমন সহায় সম্বলহীন দরিদ্র ছাহাবীগণ যারা তাবূক যুদ্ধে পাথেয়র অভাবে যেতে না পারায় কেঁদেছিল। ত্রিশ হাযার সেনা নিয়ে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাহনের অভাবে নিজের অপারগতা প্রকাশ করে যাদের বিদায় দিয়েছিলেন সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, **إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُونَ**- 'যারা তোমার নিকট এজন্য আসে যে, তুমি তাদের (জিহাদে যাবার) জন্য বাহনের ব্যবস্থা করবে। অথচ তুমি বলেছ যে, আমার নিকটে এমন কোন বাহন নেই যার উপর তোমাদের সওয়ার করাবো। তখন তারা এমন অবস্থায় ফিরে যায় যে, তাদের চক্ষুসমূহ হ'তে অশ্রু প্রবাহিত হ'তে থাকে এই দুঃখে যে, তারা এমন কিছু পাচ্ছে না যা তারা ব্যয় করবে' (তওবা ৯/৯২)।

উক্ত জান্নাত পিয়াসী ব্যক্তিদের সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, **إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيْرًا وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلاَّ كَانُوْا مَعَكُمْ. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ، قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ**- ‘মদীনায় এমন কিছু লোক রয়েছে, তোমরা যেখানেই সফর করেছ এবং যে উপত্যকাই অতিক্রম করেছ তারা তোমাদের সঙ্গে ছিল। ছাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারা তো মদীনায় ছিল? তিনি বললেন, তারা মদীনায় ছিল, কেবল ওযর তাদের আটকিয়ে রেখেছিল’।[৩]

(২) ক্রন্দনকারী হাশরের ময়দানে নিরাপদে অবস্থান করবে :

হাশরের ময়দান এমন এক স্থান, যেখানে পৃথিবীর যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে মানুষ নতুন এক ময়দানে উত্থিত হবে। আল্লাহ বলেন, **وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ** ‘এবং তারা আযাবকে প্রত্যক্ষ করবে ও পরস্পরের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে’ (বাক্বারাহ ২/১৬৬)।

সেদিন যালেমের যুলুম শেষ হয়ে যাবে এবং কোন ব্যক্তির কর্তৃত্ব চলবে না কেবল আল্লাহর কর্তৃত্ব ব্যতীত। আল্লাহ বলেন, **لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ** ‘আজ রাজত্ব কার? কেবলমাত্র আল্লাহর, যিনি এক ও মহাপরাক্রান্ত’ (মুমিন ৪০/১৬)।

ক্বিয়ামতের কঠিন দিনে মানুষের ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا، وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُم ‘

ক্বিয়ামতের দিন মানুষের ঘাম ঝরবে। এমনকি তাদের ঘাম যমীনে সত্তর হাত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে এবং তাদের মুখ পর্যন্ত ঘামে ডুবে যাবে, এমনকি কান পর্যন্ত’।[৪]

আর ক্বিয়ামতের কঠিন পরিস্থিতিতে সাত শ্রেণীর মুমিন আরশের নিচে আশ্রয় পাবে। তাদের এক শ্রেণী সম্বন্ধে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاه ‘ঐ ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণকালে তার দু’চোখ দিয়ে অশ্রুধারা বইতে থাকে’।[৫]

(৩) আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারী আল্লাহর গযব থেকে রক্ষা পায় :

বিগত যুগে আল্লাহর গযবে যে সমস্ত জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে যেমন ‘আদ, ছামূদ ও লূত্ব ইত্যাদি, তাদের ধ্বংসস্থল অতিক্রমকালে ক্রন্দন করতে বলা হয়েছে এজন্য যে, তাদের উপর যে গযব এসেছিল অনুরূপ গযবে যেন কেউ না পড়ে। এ মর্মে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, لاَ تَدْخُلُوْا عَلَى هَؤُلاَءِ الْمُعَذَّبِيْنَ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ، فَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَلاَ تَدْخُلُوْا عَلَيْهِمْ، لاَ يُصِيْبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ- ‘তোমরা এসব আযাবপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের লোকালয়ে ক্রন্দনরত অবস্থা ব্যতীত প্রবেশ করবে না। যদি কান্না না আসে তাহলে সেখানে প্রবেশ কর না, যাতে তাদের উপর যা আপতিত হয়েছিল তা তোমাদের উপর আপতিত না হয়’।[৬]

(৪) কঠোর হৃদয়ের প্রতি আল্লাহর ভীতি প্রদর্শন :

যাদের অন্তর কঠিন ও আল্লাহভীতি শূন্য তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ أُولَئِكَ فِيْ ضَلَالٍ مُبِيْنٍ- ‘দুর্ভোগ ঐ লোকদের জন্য, যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণ থেকে কঠোর। তারা সুস্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে’ (যুমার ৩৯/২২)।

বিভিন্ন কারণে মানুষের হৃদয় কঠোর হয়ে যায়। ফলে হৃদয়ে আল্লাহভীতি নষ্ট হয়ে যায়। যেমন- (১) আখেরাত বিমুখতা এবং দুনিয়ার প্রতি অধিক হারে ঝুঁকে পড়া। (২) অনর্থক কথা ও কর্মে জড়িয়ে পড়া (৩) পাপ ও অন্যায় কর্মে জড়িত থাকা। মূলতঃ পাপের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তির হৃদয় অত্যন্ত কঠোর হয়, ফলে পাপিষ্ঠ ব্যক্তির হৃদয়ে আল্লাহভীতি জাগ্রত হয় না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

إِنَّ العَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيْئَةً نُكِتَتْ فِيْ قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيْهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، وَهُوَ الرَّانُ الَّذِيْ ذَكَرَ اللهُ {كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ}

‘বান্দা যখন একটি গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। অতঃপর যখন সে গুনাহের কাজ পরিহার করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তওবা করে তখন তার অন্তর পরিষ্কার ও দাগমুক্ত হয়ে যায়। সে আবার পাপ করলে তার অন্তরে দাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তার পুরো অন্তর এভাবে কালো দাগে ঢেকে যায়। এটাই সেই মরিচা আল্লাহ তা‘আলা যা বর্ণনা করেছেন- ‘কখনই না, বরং তাদের অপকর্মসমূহ তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়েছে’ (মুত্বাফফিফীন ৮৩/১৪)।[৭]

আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনের গুরুত্ব :

আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনের গুরুত্ব অত্যধিক। যা বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয়। নিম্নে কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করা হ’ল।–

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا**- ‘আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তবে খুব কম হাসতে এবং অধিক কাঁদতে’।[৮] অন্য হাদীছে এসেছে, আবূ যার (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لاَ تَسْمَعُوْنَ، إِنَّ السَّمَاءَ أَطَّتْ، وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ، مَا فِيْهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ، وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ، تَجْأَرُونَ إِلَى اللهِ، وَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ-

‘আমি যা দেখি তোমরা তা দেখ না, আর আমি যা শুনতে পাই তোমরা তা শুনতে পাও না। আসমান তো চড়চড় শব্দ করছে, আর সে এই শব্দ করার যোগ্য। তাতে এমন চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গাও নেই যেখানে কোন ফিরিশতা আল্লাহর জন্য সিজদারত নেই। আল্লাহর শপথ! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহ’লে তোমরা খুব কম হাসতে, বেশী কাঁদতে এবং বিছানায় স্ত্রীদের উপভোগ করতে না, বাড়ী-ঘর ছেড়ে পথে-প্রান্তরে বেরিয়ে পড়তে এবং চিৎকার করে আল্লাহর কাছে দো‘আ করতে যে, আল্লাহর শপথ! হায়, আমি যদি একটি গাছ হ’তাম এবং তা কেটে ফেলা হ’ত’।[৯]

আল্লাহর ভয়ে নির্গত অশ্রু ফোঁটা তাঁর নিকট অধিক প্রিয় : আবূ উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, **لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَ أَثَرَيْنِ، قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوْعٍ فِيْ خَشْيَةِ اللهِ، وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهْرَاقُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ،** 'দু'টি ফোঁটা ও দু'টি চিহ্নের চেয়ে অধিক প্রিয় আল্লাহর নিকট অন্য কিছু নেই। (১) আল্লাহর ভয়ে নিঃসৃত অশ্রু ফোঁটা (২) আল্লাহর পথে (জিহাদে) নির্গত রক্তের ফোঁটা'।[১০]

মহা মানবদের আল্লাহভীতি :

১. নবী-রাসূলগণ :

মানব জাতির মধ্যে নবী-রাসূলগণ হ'লেন শ্রেষ্ঠ। মানবতার হেদায়াতের জন্য তাঁদের আগমন। তাঁরা অহী মারফত জাহান্নামের শাস্তি ও অদৃশ্য বিষয়াদির খবর পেতেন। এজন্যে তাঁরা সাধারণ মানুষের চাইতে আল্লাহকে অধিক ভয় করতেন। নবী-রাসূলদের অশ্রুসিক্ত হৃদয় প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, **أُولَئِكَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْرَائِيْلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَبُكِيًّا.** 'এরাই হ'ল তারা যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন নবীগণের মধ্যে। যারা আদমের বংশধর এবং যাদেরকে আমরা নূহের সাথে নৌকায় আরোহন করিয়েছিলাম তাদের বংশধর। তারা ইবরাহীম ও ইসরাঈল (ইয়া'কূব)-এর বংশধর এবং যাদেরকে আমরা সুপথ প্রদর্শন করেছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম তাদের বংশধর। যখন তাদের নিকট দয়াময়ের (আল্লাহর) আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করা হ'ত, তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ত ক্রন্দনরত অবস্থায়' (মারইয়াম ১৯/৫৮)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, **إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوْا لَنَا خَاشِعِيْنَ**- 'তারা (পিতা-পুত্র) সর্বদা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করত। তারা আশা ও ভীতির সাথে আমাদের ডাকত। আর তারা ছিল আমাদের প্রতি বিনয়াবনত' (আম্বিয়া ২১/৯০)।

২. সাহাবায়ে কেরাম :

নবী ও রাসূলের পর ছাহাবীগণ ছিলেন মানব জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। আল্লাহ তা'আলার প্রতি তাঁদের ভালোবাসা, ভয় এবং ইসলামের জন্য তাদের অসাধারণ ত্যাগ আমাদেরকে বিস্মিত করে। আল্লাহর আয়াত শ্রবণ করে তারা ক্রন্দন করতেন। এখানে কয়েকজন ছাহাবীর ঘটনা উল্লেখ করা হ'ল।–

(ক) ওসমান (রাঃ) :

ওসমান (রাঃ)-এর মুক্ত দাস হানী বলেন,

كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ يَبْكِيْ حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ: تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَلاَ تَبْكِي، وَتَبْكِيْ مِنْ هَذَا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، فَإِنْ نَجَا مِنْهُ، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ: وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلاَّ وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ-

'ওসমান (রাঃ) কোন কবরের পাশে দাঁড়িয়ে এত বেশী কাঁদতেন যে, তাঁর দাঁড়ি ভিজে যেত। তাঁকে প্রশ্ন করা হ'ল, জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা করলে তো আপনি কাঁদেন না, অথচ কবর দর্শনে এত বেশী কাঁদেন কেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'আখেরাতের মনযিলগুলোর মধ্যে কবর হ'ল প্রথম মনযিল। এখান থেকে কেউ মুক্তি পেয়ে গেলে তার জন্য পরবর্তী মনযিলগুলোতে মুক্তি পাওয়া খুব সহজ হয়ে যাবে। আর এখান থেকে মুক্তি না পেলে তার জন্য পরবর্তী মনযিলগুলো আরো বেশী কঠিন হবে'। ওসমান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেছেন, 'আমি কবরের দৃশ্যের চাইতে অধিক ভয়ংকর দৃশ্য আর কখনো দেখিনি।**[১১]**

(খ) আবূ হুরায়রা (রাঃ) :

আবূ হুরায়রা (রাঃ) তাঁর নিজের অসুস্থতায় কাঁদলেন। অতঃপর তাকে বলা হ'ল, কোন জিনিস আপনাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের এ দুনিয়ার

জন্যে কাঁদছি না, বরং আমি কাঁদছি আমার সফরের দূরত্ব এবং স্বল্প পাথেয়র জন্য। নিশ্চয়ই আমি জান্নাত বা জাহান্নামের কঠিন পথ (অতিক্রমের দুঃশ্চিন্তায়) সন্ধ্যা করি। আমি জানি না, আমাকে এতদুভয়ের (জান্নাত বা জাহান্নামের) কোথায় নেওয়া হবে?[১২]

(গ) ইবনু ওমর (রাঃ) :

ইবনু ওমর (রাঃ) যখন আল্লাহ তা'আলার বাণী,**وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيْنَ** 'দুর্ভোগ মাপে কম দানকারীদের জন্য' (মুত্বাফফিফিন ৮৩/১) এই আয়াত পাঠের পর আল্লাহর বাণী, **يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ** 'যেদিন মানুষ দন্ডায়মান হবে বিশ্বপালকের সম্মুখে' (মুত্বাফফিফিন ৮৩/৬) এই আয়াতে পৌঁছলেন তখন কেঁদে ফেললেন। অতঃপর আয়াতের মর্মবাণী ও আল্লাহর ভয় তাঁর অন্তরে এমন প্রভাব ফেলল যে, তিনি ভেঙ্গে পড়লেন এবং ঐ আয়াতের পর আর সামনের দিকে অগ্রসর হ'তে পারলেন না।[১৩]

সালাফে ছালেহীনগণ :

(১) ওমর বিন আব্দুল আযীয : উমাইয়া খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয ইসলামের ইতিহাসে অধিক ক্রন্দনকারী হিসাবে খ্যাত। তাঁর পুণ্যময় জীবনের বিস্ময়কর একটি ঘটনা হচ্ছে, ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালেক কেঁদে কেঁদে তাঁর দৃষ্টিশক্তি দুর্বল করে ফেলল। অতঃপর তাঁর ভাই মাসলামা ও হিশাম তাঁর নিকট এসে বলল, কোন জিনিসটি তোমাকে এভাবে কাঁদাচ্ছে? তোমার যদি দুনিয়ার কোন কিছু হারায় তাহ'লে আমাদের সম্পদ ও পরিজন দ্বারা তোমাকে আমরা সাহায্য করব। তাদের জবাবে ফাতেমা বললেন, ওমরের কোন কিছুর জন্যে আমি দুঃখ করছি না। কিন্তু আল্লাহর কসম! গত রাত্রে দেখা একটি দৃশ্য আমার ক্রন্দনের কারণ। অতঃপর ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালেক বললেন, আমি গত রাত্রে ওমর বিন আব্দুল আযীযকে সালাতরত অবস্থায় দেখেছি। অতঃপর তিনি আল্লাহর বাণী,**يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ، وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ**- 'যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙিন পশমের মত' (ক্বারি'আহ ১০১/৪-৫) এই আয়াত পাঠ করে চিৎকার করে উঠলেন এবং মাটিতে পড়ে গেলেন। অতঃপর কঠিনভাবে চিৎকার করতে থাকলে আমার মনে

হ'ল তাঁর রূহ বের হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি থামলে আমার মনে হ'ল তিনি হয়ত মারা গেছেন। এরপর তিনি চেতনা ফিরে পেয়ে ফরিয়াদ করে বলতে লাগলেন, হায়! মন্দ সকাল! এরপর তিনি লাফিয়ে উঠে ঘরের মধ্যে ঘুরতে থাকলেন আর বলতে লাগলেন, 'হায়! আমার জন্য দুর্ভোগ। সেদিন কোন লোক হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙিন পশমের মত'?[১৪]

(২) মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির :

কোন এক রাত্রে মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির সালাত আদায় করছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি কাঁদতে লাগলেন। এক সময় তাঁর ক্রন্দনের মাত্রা বেড়ে গেলে তাঁর পরিবার ঘাবড়ে যায়। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল যে, তিনি কেন কাঁদছেন? এমতাবস্থায় তাঁর ক্রন্দনের সীমা অতিক্রম করলে তাঁর পরিবার ইবনু হাযমকে ডেকে পাঠালেন। ইবনু হাযম মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদিরকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন জিনিস তোমাকে কাঁদাচ্ছে? জবাবে ইবনু মুনকাদির বললেন, আমি একটি আয়াত তেলাওয়াত করে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। আবু হাযেম বললেন, সে আয়াতটি কি? ইবনু মুনকাদির বললেন, আয়াতটি হচ্ছে- **وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوْءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ** 'যদি যালেমদের কাছে পৃথিবীর সকল সম্পদ থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে, তাহ'লে অবশ্যই তারা ক্বিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য মুক্তিপণ হিসাবে সবই দিয়ে দিবে। অথচ সেদিন আল্লাহর পক্ষ হ'তে তাদের জন্য এমন শাস্তি প্রকাশ করা হবে, যা তারা কল্পনাও করত না' (যুমার ৩৯/৪৭)। ইবনু মুনকাদির থেকে উক্ত আয়াত শুনে আবু হাযেম কেঁদে ফেললেন। অতঃপর তারা উভয়ে কঠিনভাবে কাঁদতে লাগলেন।[১৫]

হৃদয়ে আল্লাহভীতি আনয়নের উপায় :

মানব মনে আল্লাহভীতি জাগ্রত করার অনেক মাধ্যম রয়েছে, যেগুলি অনুসরণ করলে আললাহর ভয় চলে আসবে এবং কঠোর হৃদয় নরম হবে। যেমন-

১. কুরআন তেলাওয়াত করা : কুরআন এমন এক বরকতময় কিতাব, যার সংস্পর্শে কঠোর হৃদয়ের মানুষও নরম হয়ে যায়। আরবের মরুচারী কঠোর

স্বভাবের মানুষগুলি কুরআনের ছায়াতলে এসে বিনয়ী ও সুসভ্য হয়েছে এবং তাদের পাষাণ অন্তর বিনম্র হয়েছে। কুরআনের বাণী শুনে শ্রেষ্ঠ মানব আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও কেঁদেছেন।

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন, আমার সামনে কুরআন তিলাওয়াত কর। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সামনে পড়ব, অথচ আপনার কাছে তা নাযিল হয়েছে? তিনি বললেন, আমি অপরের তেলাওয়াত শুনতে ভালবাসি। সুতরাং আমি তাঁর সামনে সূরা নিসা পড়ে শুনালাম। পড়ার সময় আমি যখন এই আয়াতে এসেছি, **فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاَءِ شَهِيْدًا**- 'অতএব সেদিন কেমন হবে, যেদিন আমরা প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী (নবী) আনব এবং তোমাকে তাদের সকলের উপর সাক্ষী করব? (নিসা ৪/৪১)। তিনি বললেন, **حَسْبُكَ الآنَ فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ** 'বেশ যথেষ্ট হয়েছে, থাম। এ সময় আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে'।[১৬]

২. আল্লাহর কিতাব ও তাঁর আয়াত অনুধাবন করা : আল্লাহ তা'আলা বলেন, **أَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوْبٍ أَقْفَالُهَا** 'তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? নাকি তাদের হৃদয়গুলি তালাবদ্ধ?' (মুহাম্মাদ ৪৭/২৪)।

নাছের আস-সা'দী (মৃতঃ ১৩৭৬ হিঃ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, **فإنهم لو تدبروه، لدلهم على كل خير، ولحذرهم من كل شر، ولملأ قلوبهم من الإيمان، وأفئدتهم من الإيقان، ولأوصلهم إلى المطالب العالية، والمواهب الغالية** 'অতঃপর তারা যদি কুরআন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে, তবে তা তাদেরকে সমগ্র কল্যাণের পথে পরিচালিত করবে এবং প্রত্যেক অকল্যাণ হ'তে সাবধান করবে। আর তাদের হৃদয় ঈমান এবং দৃঢ় বিশ্বাস দ্বারা পূর্ণ করে দিবে। অতঃপর তাদেরকে উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে দিবে এবং মূল্যবান পারিতোষিক দান করবে'।[১৭]

আল্লাহ আরো বলেন, **اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ذَلِكَ هُدَى اللهِ**

يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ- 'আল্লাহ সর্বোত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব নাযিল করেছেন। যা পরস্পরে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং পুনঃ পুনঃ পঠিত। এতে তাদের দেহচর্ম ভয়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে। অতঃপর তাদের দেহ-মন আল্লাহর স্মরণে বিনীত হয়। এটা হ'ল আল্লাহর পথপ্রদর্শন। এর মাধ্যমে তিনি যাকে চান পথপ্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে পথ দেখানোর কেউ নেই' (যুমার ৩৯/২৩)।

৩. দ্বীনী আলোচনা শ্রবণ করা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ 'সুতরাং যে শাস্তিকে ভয় করে তাকে উপদেশ দান কর কুরআনের সাহায্যে' (ক্বাফ ৫০/৪৫)। তিনি আরো বলেন, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ 'তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসবে' (যারিয়াত ৫১/৫৫)।

ইরবায বিন সারিয়াহ (রহঃ) বলেন, صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ... 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন ফজরের ছালাতের পর আমাদেরকে মর্মস্পর্শী ওয়ায শুনালেন, যাতে (আমাদের) সকলের চোখে পানি এল এবং অন্তর কেঁপে উঠল। কোন একজন বলল, এটা তো বিদায়ী ব্যক্তির নসীহতের মত। হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! এখন আপনি আমাদেরকে কি উপদেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতির এবং (আমীরের আদেশ) শ্রবণ ও মান্য করার উপদেশ দিচ্ছি...'।[১৮]

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় যে, আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে ক্রন্দন করা নবী-রাসূল, সাহাবী, তাবেঈ ও মুমিনদের বৈশিষ্ট্য। আমাদের উচিত এই গুণটি হাছিল করে ইহকাল ও পরকালে সাফল্য লাভ করা। আল্লাহ আমাদেরকে তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি দান করুন-আমীন!

[১]. তিরমিযী হা/১৬৩৩; মিশকাত হা/৩৮২৮, সনদ ছহীহ।

[২]. তিরমিযী হা/১৬৩৯; মিশকাত হা/৩৮২৯, সনদ ছহীহ।

[৩]. বুখারী হা/৪৪২৩; আবু দাউদ হা/২০৫৮; মিশকাত হা/৩৮১৫।

[৪]. বুখারী হা/৬৫৩২; মুসলিম হা/২৮৬৩; মিশকাত হা/৫৫৩৯।

[৫]. বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/৭১১; তিরমিযী হা/২৩৯১; মিশকাত হা/৭০১।

[৬]. বুখারী হা/৪৩৩; মুসলিম হা/২৯৮; আহমাদ হা/৫২৫।

[৭]. তিরমিযী হা/৩৩৩৪; ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৪; মিশকাত হা/২৩৪২; ছহীহুল জামে হা/১৬৭০।

[৮]. বুখারী হা/৬৪৮৫; তিরমিযী হা/২৩১৩; ইবনু মাজাহ হা/৪১৯১; মিশকাত হা/৫৩৩৯।

[৯]. ইবনু মাজাহ হা/৪১৯০; মিশকাত হা/৫৩৪৭; ছহীহাহ হা/১৭২২।

[১০]. তিরমিযী হা/১৬৬৯; মিশকাত হা/৩৮৩৭, সনদ হাসান।

[১১]. ইবনু মাজাহ হা/৪২৬৭; তিরমিযী হা/২৩০৮; মিশকাত হা/১৩২।

[১২]. বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ হা/৪১৭৬।

[১৩]. আবূ নু'আইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া, (বৈরূত : দারুল কুতুবুল আরাবী, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৯ হিঃ), ১/৩০৫ পৃঃ।

[১৪]. জামালুদ্দীন আল-জাওযী, আল-মুনতাযাম ফী তারীখিল উমাম ওয়াল মুলূক, তাহক্বীক : মুহাম্মাদ আব্দুল কাদির ও মোস্তফা আব্দুল ক্বাদির (বৈরূত : দারুল কুতুবুল ইলমিয়াহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪১২ হিঃ/১৯৯২ খ্রীঃ), ৭/৭২।

[১৫]. হাফেয যাহাবী, তারীখুল ইসলাম, তাহক্বীক : ওমর আব্দুস সালাম, (বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৪১৩ হিঃ/১৯৯৩ খ্রীঃ) ৮/২৫৮, সনদ যঈফ।

[১৬]. বুখারী হা/৫০৫০।

[১৭]. তাইসীরুল কারীমির রহমান, পৃঃ ৭৩৩।

[১৮]. তিরমিযী হা/২৬৭৬; আবু দাঊদ হা/৪৬০৭; আহমাদ হা/১৭১৪৪।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৩৬৮

সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ১৮

abudujanah

Senior Member

১০-১২-২০১৯

৫২ : তার সামনে অবশ্যই 'হকের রাস্তা' স্পষ্ট হয়ে যায়

من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق.

-شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

যে ব্যক্তি কোরআন থেকে হেদায়েত গ্রহণের উদ্দেশ্যে গভীর চিন্তা ভাবনার সাথে কোরআন তেলাওয়াত করে তার সামনে অবশ্যই 'হকের রাস্তা' স্পষ্ট হয়ে যায়।- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.

৫৩ : কেউ মানুক, না মানুক হক কথাটি বলে ফেলুন

لا بد من إظهار الحق ولو لم يتبعه الناس حتى يبقى حاضرا في الأذهان، لان أخطر الحجج أن يأتي جيل يقول : ﴿ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِين .

যা হক ও সত্য তা অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে, যদিও মানুষ তা গ্রহণ না করে। যেন অন্তত হক কথাটা তাদের মাথায় থাকে। কারণ, সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অবস্থা হল, এমন একটি প্রজন্মের আগমন ঘটা, যারা বলবে, (কোরআনের ভাষায়)

مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِين

এ কথা তো আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে শুনিনি।

-শাইখ আব্দুল আজিজ তারিফী (আল্লাহ তাঁকে দ্রুত মুক্তি দান করেন)

৫৪ : অবিচলতার ফলাফল দুনিয়াতেই প্রকাশ পাওয়া আবশ্যক নয়

হক ও সত্যের উপর অবিচলতার ফলাফল (দুনিয়াতেই) প্রকাশ পাওয়া আবশ্যক নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেয়ামতের দিন কোন কোন নবীকে এ অবস্থায় উঠানো হবে যে, তাঁর অনুসারী হবে মাত্র একজন। কারো

কারো অনুসারী হবে মাত্র দুজন। আর কোন কোন নবী আসবেন তাঁর সাথে কোনও অনুসারীই থাকবে না। সবাইতো হকের ওপর ছিলেন। (এবং সবাই সফলতা লাভ করেছেন) কিন্তু (দুনিয়ার বাহ্যিক) ফলাফল হয়েছে (একের জনের ক্ষেত্রে) একেক রকম।

-শাইখ আব্দুল আজিজ তারিফী (আল্লাহ তাঁকে দ্রুত মুক্তি দান করেন)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৪০০

সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ১৯

abudujanah

Senior Member

১০-১৫-২০১৯

৫৫ : অহেতুক কথা বলা ছাড়ো

اترك فضول الكلام توفق للحكمة، اترك فضول النظر توفق للخشوع.

অহেতুক কথা বলা ছাড়ো তাহলে হেকমত অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান লাভের তাওফিক পাবে আর অহেতুক কোন জিনিসের দিকে তাকানো ছাড়ো তাহলে অন্তরে খুশু-একাগ্রতা লাভ করবে।-ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ.

৫৬ : অন্তরকে নিফাক মুক্ত করে

أعظم ما يطهر القلب من النفاق عبادة الخفاء، يغيب الخلق ولا يشهد إلا الخالق،

قال أبو موسى الأشعري ﷺ : المنافق لا يصلي حيث لا يراه أحد إلا الله

অন্তরকে নিফাক মুক্ত করতে যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে তা হল, 'গোপন নেক আমল' যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ দেখে না। হযরত আবু মুসা আশআরী রাযি. বলেন, মুনাফিক কখনো এমন জায়গায় নামাজ পড়ে না যেখানে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ দেখে না।

-শাইখ আব্দুল আজিজ তারিফী (আল্লাহ তাঁকে দ্রুত পূর্ণাংগ সুস্থতা ও মুক্তি দান করেন)

৫৭ : যে গোপনে আল্লাহকে ভয় করে

من اتقى الله في الخفاء لا يعصيه في العلانية ومن تجرأ على عصيانه في العلن فهو في السر أجرأ

যে ব্যক্তি গোপনে আল্লাহকে ভয় করে সে প্রকাশ্যে কখনো আল্লাহর নাফরমানি করবে না। আর যে প্রকাশ্যে আল্লাহর নাফরমানি করার ব্যাপারে দুঃসাহস দেখায় সে গোপনে আরও বেশি দুঃসাহস দেখাবে।

-শাইখ আব্দুল আজিজ তারিফী (আল্লাহ তাঁকে দ্রুত পূর্ণাংগ সুস্থতা ও মুক্তি দান করেন)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৪৩৩

সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ২০

abudujanah

Senior Member

১০-১৯-২০১৯

৫৮ : নির্জনতা ও গোপন নেক আমল

قال الامام الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : « مَن أحَبَّ أن يَفتَحَ اللهُ قَلبَهُ أو يُنَوِّرَهُ؛ فَعَلَيهِ بِتَركِ الكَلامِ فِيمَا لَا يَعنِيهِ، واجتِنَابِ المَعَاصِي، ويَكُونُ لَهُ خَبِيئَةٌ فِيمَا بَينَهُ وبَينَ اللهِ تَعَالَى مِن عَمَلٍ،

وفِي رِوَايَةٍ : فَعَلَيهِ بالخَلوَةِ، وقِلَّةِ الأكلِ، وتَركِ مُخَالَطَةِ السُّفَهَاءِ، وبُغضِ أهلِ العِلمِ الَّذِينَ لَيسَ مَعَهُم إنصَافٌ ولا أدَبٌ

-المَجمُوعُ شَرحُ المُهَذَّب لِلنَّوَوِيّ : ١ / ٣١

যে ব্যক্তি চায়, আল্লাহ যেন তার অন্তর উন্মুক্ত করে দেন এবং আলোকিত করে দেন তার উচিত,

- অহেতুক কথা বলা থেকে বিরত থাকা।

- (ছোট বড়) সর্ব প্রকার গুনাহ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকা

- এবং এমন কিছু 'গোপন নেক আমল' করা যা সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানবে না।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তার উচিত,

- নির্জনতা অবলম্বন করা।

- কম আহার করা।

- নির্বোধ এবং এমন আলেমদের সংশ্রব বর্জন করা যাদের মাঝে ইনসাফ ও দ্বীনী

আদব-লেহাজ নেই।

-ইমাম শাফেয়ী রহ.; আল মাজমূ' শরহে মুহাযযাব :১/৩১

৫৯ : যিকিরের দ্বারা হায়াতে বরকত হয়

بركة الأعمار بالأذكار، ولا يوجد عمل يقدر عليه الإنسان في كل حال وزمان ومكان مثل ذكر الله

(অধিক পরিমাণে) যিকির করার দ্বারা হায়াতে বরকত হয়। যিকিরের মতো (এত সহজ) আর কোন আমল নেই, যা কোনো বান্দা সব জায়গায়, সব সময়, সব হালাতে করতে পারে।-শাইখ আব্দুল আজিজ তারিফী (আল্লাহ তাঁকে দ্রুত পূর্ণাংগ সুস্থতা ও মুক্তি দান করেন)

৬০ : কঠিন মুহূর্তে ফেতনা থেকে রক্ষা করেন

من أكثر من عبادة الله في الرخاء حماه الله من الفتن زمن الشدائد، قال رسول الله ﷺ : تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة.

যে ব্যক্তি স্বচ্ছলতার সময় আল্লাহর ইবাদত অধিক পরিমাণে করে কঠিন মুহূর্তে আল্লাহ তাকে বিভিন্ন ফেতনা থেকে রক্ষা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, স্বচ্ছলতার সময় (অধিক পরিমাণে ইবাদত করার মাধ্যমে) আল্লাহকে মনে রাখো তাহলে কঠিন সময়ে তিনি তোমাকে মনে রাখবেন। -শাইখ আব্দুল আজিজ তারিফী (আল্লাহ তাঁকে দ্রুত পূর্ণাংগ সুস্থতা ও মুক্তি দান করেন)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৪৬৭

সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ২১

abudujanah

Senior Member

১০-২০-২০১৯

৬১ : গোপন কিছু নেক আমল সঞ্চয় করে রাখো

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَكُونَ لَهُ خَبِيْئَةٌ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَلْيَفْعَلْ.

তোমাদের কেউ (নিজের জন্য) গোপন কিছু নেক আমল সঞ্চয় করে রাখতে পারলে সে যেন তা করে।-হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম রাযি.-সহীহুল জামে : ৬০১৮

৬২ : গোপন নেক আমলের পরিমাণ যেন বেশি হয়

مَن أَحَبَّ أنْ يَنْجُوَ مِنْ غَمَرَاتِ الموتِ وَأَهْوَالِ يومِ القيامَة فليَكُنْ عَمَلُهُ في السِّرِّ أَكْثَرَ مِنه في العَلانِيَةِ.

যে ব্যক্তি মৃত্যুর যন্ত্রণা ও কেয়ামতের দিনের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পেতে চায় তার গোপন নেক আমলের পরিমাণ যেন প্রকাশ্য নেক আমলের চেয়ে বেশি হয়।-ইমাম মালেক রহ.

৬৩ : তাঁর প্রচুর গোপন নেক আমল ছিল

ما رَأَيتُ أحدًا اِرْتَفَعَ مِثْلَ مالِكٍ، ليس له كثيرُ صلاةٍ ولا صيامٍ إلا أنْ تكونَ له سَريرة.

ইমাম মালেক রহ.র মতো এত উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি আমি আর কাউকে দেখিনি। তিনি যে খুব বেশি নামায পড়তেন, রোযা রাখতেন এমন কিন্তু নয়, তবে তাঁর প্রচুর গোপন নেক আমল ছিল।-হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ.

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৪৭৭

সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ২২

abudujanah

Senior Member

১০-২৪-২০১৯

৬৪ : দ্বীনের পথে অবিচল থাকার অন্যতম উপায়

أجْمَعَ العَارِفُون باللهِ اَنَّ ذُنُوبَ الْخَلَوَاتِ هي أَصْلُ الْانْتِكَاسَاتِ، وَأَنَّ عِباداتِ الْخَفَاءِ هي أعْظَمُ أسْبابِ الثَّبَاتِ

সকল আউলিয়ায়ে কেরাম একমত যে, বান্দার 'গোপন গুনাহ' দ্বীনের পথে তার পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ এবং 'গোপন আমল' দ্বীনের পথে তার অবিচল থাকার অন্যতম উপায়।-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.

৬৫ : গোপন নেক আমলের কারণেই এত উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন

ما رَفَعَ اللهُ ابنَ المباركِ إلا بِخَبِيئةٍ كانَتْ له

.গোপন নেক আমলের কারণেই আল্লাহ তাআলা আব্দুল্লাহ বিন মুবারককে এত উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন।-ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.

৬৬ : ভালো মৃত্যুর অন্যতম উপায়

أعظم سبب لميتة الخير عبادة الخفاء، وأعظم سبب لميتة السوء ذنوب الخلوات
الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله تعالى

'ভালো মৃত্যু'র অন্যতম উপায় হল, গোপন নেক আমল আর 'খারাপ মৃত্যু'র অন্যতম কারণ হল, গোপন গুনাহ।-শাইখ আব্দুল আজীজ তারিফী হাফি.

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৫১১

জান্নাতি হওয়ার সহজ একটি আমল: সাইয়্যিদুল ইসতিগফার পাঠ করা।

abu ahmad

Senior Member

১১-০৩-২০১৯

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَ أَنَا عَبْدُكَ، وَ أَنَا عَلى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَ أَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْلِي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ. قَالَ: وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ

সাইয়্যিদুল ইসতিগফার হচ্ছে এইরূপ বলা-

اللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَ أَنَا عَبْدُكَ، وَ أَنَا عَلى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَ أَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْلِي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ

ইয়া আল্লাহ! আপনি আমার রব। আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন, আমি আপনার বান্দা। আমি যথাসাধ্য মেনে চলব আপনার বিধান ও ফরমান।

আমি আপনার আশ্রয় নিচ্ছি নিজ কৃতকর্মের অনিষ্ট হতে। স্বীকার করছি আমাকে প্রদত্ত আপনার সকল দান আর স্বীকার করছি আমার পাপ। কাজেই আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি ছাড়া আর কেউ নেই, যে গুনাহসমূহ ক্ষমা করতে পারে।'

তিনি বলেন, যে এই কথাগুলো দিনের বেলা মন থেকে বলে আর ঐ দিন সন্ধ্যার আগে মারা যায়, সে জান্নাতীদের শামিল হবে। তেমনি যে তা রাতের বেলায় মন

থেকে বলে আর ভোর হওয়ার আগেই মারা যায় সে জান্নাতীদের শামিল হবে। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং- ৬৩০৬, ৬৩২৩)

মুহতারাম ভাইয়েরা- আমরা সবাই সকাল-সন্ধ্যা আমল করছি তো?

মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আল্লাহুম্মা আমীন

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৫৮৭

সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ২৩

abudujanah

Senior Member

১১-০৩-২০১৯

৬৭ : মৃত্যুর সময় খারাপ পরিণতির কারণ

خاتِمَةُ السُّوءِ تَكونُ بِسَبَبٍ دَسِيْسَةٍ باطِنَةٍ لِلْعَبْدِ لا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا النَّاسُ.

মৃত্যুর সময় খারাপ পরিণতির কারণ বান্দার 'গোপন গুনাহ' যা সম্পর্কে মানুষ জানে না।-ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রহ.

৬৮ : গোপনে তাঁর দুশমন হয়ো না

لا تَكُنْ للهِ وَلِيًّا في الْعَلانِيَةِ وَعَدُوَّهُ في السِّرِّ

.তুমি প্রকাশ্যে আল্লাহর ওলি আর গোপনে তাঁর দুশমন হয়ো না।-হযরত বেলাল বিন সাদ রহ.

৬৯ : গোপনে তার বন্ধু হয়ো না

إِيَّاكَ أنْ تَكُونَ عَدُوًّا لِإِبْلِيْسَ في الْعَلَانِيَةِ وَصَدِيْقًا لَهُ في السِّرِّ.

সাবধান! এমন যেন না হয় যে, তুমি প্রকাশ্যে ইবলিসের দুশমন আর গোপনে তার বন্ধু।-জনৈক বুযূর্গ

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৫৮৫

জান্নাতি হওয়ার সহজ আরেকটি আমল: আযানের জবাব দেওয়া।

abu ahmad

Senior Member

১১-০৭-২০১৯

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

قال رسول الله -ﷺ- « إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر .فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله. قال أشهد أن محمدا رسول الله. ثم قال حى على الصلاة. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال حى على الفلاح. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال الله أكبر الله أكبر.

قال الله أكبر الله أكبر. ثم قال لا إله إلا الله. قال لا إله إلا الله. من قلبه دخل الجنة ».

"যখন মুআযযিন বলে- اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বলবে اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ। তারপর মুআযযিন বলে-أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاّ اللهُ সে বলবে أشهد أن محمدًا رسول الله-أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاّ اللهُ । এরপর মুআযযিন বলে-حَيّ عَلَى الصّلَاةِ সে বলবে أشهد أن محمدًا رسول الله । তারপর মুআযযিন বলে-حَيّ عَلَى الْفَلَاحِ সে ব্যক্ত বলবে لَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إِلّا بِاللهِ । এরপর মুআযযিন বলে- اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ সে বলবে لَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إِلّا بِاللهِ । মুআযযিন বলে- أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ ।মুআযযিন বলে- لاَ إِلهَ إِلاّ اللهُ এর জবাবে সে অন্তর থেকে বলবে لاَ إِلهَ إِلاّ اللهُ সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।"(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং : ৩৮৫)

উল্লিখিত হাদীসের সারকথা হলো: যে ব্যক্তি অন্তর থেকে অর্থাৎ মনোযোগ সহকারে আযানের বাক্যগুলোর জবাব দিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

মুহতারাম ভাইয়েরা- দেখুন কত সহজ একটি আমল। কিন্তু একবার নিরবে নিভৃতে চিন্তা করে দেখুন- আমরা এই আমলটি করছি কি? নাকি অবহেলায় ও গাফলতির কারণে ছুটে যাচ্ছে অনবরত? আল্লাহ তা'আলা এমনটি না করুন! বরং সকলকে যথাসময়ে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন

প্রসঙ্গত: ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে আযানের আমলি জবাব দেওয়া ওয়াজিব। আর মৌখিক জবাব দেওয়া মুস্তাহাব। আমলটি মুস্তাহাব হলেও তার গুরুত্ব ও ভারিত্ব আশা করি আপনাদের নিকট অস্পষ্ট নয়। তা হলো: জান্নাতের প্রবেশের একটি আমল।

****

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৬৩৮

সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ২৪

abudujanah

Senior Member

১১-১৭-২০১৯

৭০ : আমি বহুবার পরিক্ষা করে দেখেছি

قال الضياء المقدسي : أوصاني العماد المقدسي فقال : أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ ، قال : فرأيت ذلك وجربته كثيراً فكنت إذا قرأت كثيراً تيسر لي من سماع الحديث وكتابته الكثير وإذا لم أقرأ لم يتيسر لي .ذيل طبقات الحنابلة : ٢٠٥/٣

একবার শাইখ ইমাদুদ্দিন মাকদিসি রহ. আমাকে উপদেশ দিয়ে বললেন, (প্রতিদিন) বেশি পরিমাণে কোরআন তেলাওয়াত করবে। কিছুতেই যেন তেলাওয়াত না ছুটে। কারণ, তুমি যা অন্বেষণ করছো তা তোমার জন্য সেই পরিমাণ সহজ হবে যেই পরিমাণ তুমি কোরআন তেলাওয়াত করবে। (বেশি হলে বেশি। কম হলে কম) এরপর আমি বহুবার পরিক্ষা করে দেখেছি, যখনই তেলাওয়াত বেশি করতাম তখন বেশি পরিমাণে হাদিস শোনা ও লেখা আমার জন্য সহজ হতো। আর যখন তেলাওয়াত না করতাম (বা কম করতাম) তখন হাদিস শোনা ও লেখা ওরকম সহজ হতো না।-শাইখ জিয়াউদ্দিন মাকদিসি রহ.

৭১ : যে নেয়ামতটি সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে উপকারী

ٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَّمَ ٱلۡقُرۡءَانَ

لَمَّا كَانَتْ هَذِهِ السُّورَةُ لِتَعْدَادِ نِعَمِهِ الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا عَلَى عِبَادَه قَدَّمَ النِّعْمَةَ الَّتِي هِيَ أَجَلُهَا قَدْرًا ، وَأَكْثَرُهَا نَفْعًا ، وَأَتَمُّهَا فائدة ، وَأَعْظَمَهَا عائدة : وَهِيَ نِعْمَةُ تَعْلِيمِ القُرآن .فَإِنهَا مَدَارَ سَعَادَةِ الدَّارَيْنِ وَقُطْب رَحَى الخَيْرَيْنِ ، وَعِمَاد الأَمْرَيْنِ.

করুনাময় আল্লাহ। তিনি কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষ সৃষ্টি করেছেন। সূরা আর রহমান :১-৩ আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে যতো নেয়ামত দিয়েছেন এ

সূরায় (সূরা আর রহমানে) তিনি তা উল্লেখ করেছেন। ওসব নেয়ামতের মধ্যে যে নেয়ামতটি সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে উপকারী, যার উপকারিতা পূর্নাংগ ও ব্যাপক তা হল, কোরআন শিক্ষা দানের নেয়ামত। এ নেয়ামতের কথা তিনি অন্য সব নেয়ামতের আগে (সূরার একদম শুরুতে এমনকি মানুষকে সৃষ্টি করার কথা বলারও আগে) উল্লেখ করেছেন। এর কারণ, এ নেয়ামতটিই হল ইহকাল ও পরকালের সৌভাগ্যের মূলভিত্তি এবং উভয় জগতের কল্যাণের বুনিয়াদ ও কেন্দ্রবিন্দু।- ইমাম শাওকানী রহ.

৭২ : দোয়া কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত

حضور القلب عند الدعاء شرط للإجابة أكثر دعاء الناس : {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ومع ذلك يَضِلُّون؛ لأن دعاء اللسان بلا حضور الجنان هذيان .

দোয়ার সময় অন্তরের উপস্থিতি দোয়া কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত। মানুষ সবচেয়ে বেশি যে দোয়াটি করে তা হল,

{اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ}

আমাকে সিরাতে মুস্তাকিম তথা সরল পথ দেখান।

তা সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ বিপথগামী। এর কারণ, অন্তরের উপস্থিতি ছাড়া শুধু ‘মুখের দোয়া’ তেমন কোনো ফল বয়ে আনে না। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা কোনো গাফেল, উদাসীন অন্তরের দোয়া কবুল করেন না। জামে তিরমিযী : ৩৪৭৯) -শাইখ আব্দুল আজিজ আত তারিফী হাফি.

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৭২৯

সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ২৫

abudujanah

Senior Member

১১-২৩-২০১৯

৭৩ : বেশি বেশি যিকিরকারী

قال الله تعالى: وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.

অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকিরকারী নারী-পুরুষ, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। সূরা আহযাব : ৩৫

ইমাম ইবনুস সালাহ রহ. বলেন,

من حافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار ما بعد الصلوات وأذكار النوم عد من الذاكرين الله كثيرا

যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যার আযকার, ফরয নামায পরবর্তী আযকার এবং ঘুমের পূর্বের আযকারের প্রতি যত্নবান হবে সে 'বেশি বেশি যিকিরকারী'দের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৭৪ : আল্লাহর মহব্বত ও যিকির হল দুনিয়ার জান্নাত

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : إنَّ في الدنيا جَنَّة مَن لم يَدْخُلْها لم يَدْخُل جَنَّة الآخِرَة، قالوا: وما هي يا إمام؟ قال: مَحَبَّةُ الله تعالى وذِكْرُهُ.

একদিন শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বললেন, দুনিয়াতে একটি জান্নাত রয়েছে যে এই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না সে আখেরাতের জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, কী ওটা হে ইমাম! বললেন, আল্লাহর মহব্বত ও যিকির।

৭৫ : গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বের হয়ে যায়

قال الله تعالى: وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ.

তোমার প্রতিপালককে মনে মনে বিনয়ের সাথে ভয়-ভীতি সহকারে অনুচ্চস্বরে সকাল-সন্ধ্যায় স্মরণ কর এবং গাফেলদের দলভুক্ত হয়ো না। সূরা আরাফ : ২০৫

أذكار الصباح والمساء تخرج الإنسان من وصف الغافلين.

সকাল সন্ধ্যার যিকিরগুলো করার দ্বারা একজন ব্যক্তি গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বের হয়ে যায়।- শাইখ আব্দুল আজিজ তারিফী হাফি.

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৭৭৫

দরিদ্রতা থেকে মুক্তির আমল: প্রতি রাতে সূরা ওয়াক্বিয়া তিলাওয়াত করা।

abu ahmad

Senior Member

১১-২৪-২০১৯

অন্তিম রোগশয্যায় আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর শিক্ষাপ্রদ কথোপকথন:

ইবনে কাসীর ইবনে আসাকীরের বরাত দিয়ে এই ঘটনা বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. যখন অন্তিম রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওসমান রাযি. তাঁকে দেখতে যান। তখন তাঁদের মধ্যে শিক্ষাপ্রদ যে কথোপকথন হয়, তা নিম্নে উদ্ধৃত করা হল:

→হযরত ওসমান গণী রাযি.- ما تشتكي আপনার অসুখটা কি?

→হযরত ইবনে মাসউদ রাযি.- ذنوبي আমার পাপসমূহই আমার অসুখ।

→ওসমান গণী রাযি.- ما تشتهي আপনার বাসনা কি?

→ইবনে মাসউদ রাযি.- رحمة ربي আমার পালনকর্তার রহমত কামনা করি।

→ওসমান গণী রাযি.- আমি আপনার জন্যে কোন চিকিৎসক ডাকব কি?

→ইবনে মাসউদ রাযি.- امرضني الطبيب। চিকিৎসকই আমাকে রোগাক্রান্ত করেছেন।

→ওসমান গনী রাযি.- আমি আপনার জন্যে সরকারী বায়তুল মাল থেকে কোন উপঢৌকন পাঠিয়ে দেব কি?

→ইবনে মাসউদ রাযি.- لاحاجة لي فيها এর কোন প্রয়োজন নেই।

→ওসমান গণী রাযি.- উপঢৌকন গ্রহণ করুন। তা আপনার পর আপনার কন্যাদের উপকারে আসবে।

→ইবনে মাসউদ রাযি.- আপনি চিন্তা করছেন যে, আমার কন্যারা দারিদ্র ও উপবাসে পতিত হবে। কিন্তু আমি এরূপ চিন্তা করি না। কারণ, আমি কন্যাদেরকে জোর নির্দেশ দিয়ে রেখেছি যে, তারা যেন প্রতি রাতে সূরা ওয়াক্বিয়া পাঠ করে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি-

من قرأ سورةالو اقعة كل ليلة لم تصبه فاقة ابدا

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াক্বিয়া পাঠ করবে, সে কখনও উপবাস করবে না।

সূত্র: তাফসীরে মারেফুল কুরআন, অষ্টম খণ্ড, পৃ: ২৬৭ (ই. ফা.)

وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من قرأ سورة الو اقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة ابدا . "وكان ابن مسعود يأمر بناته يقرأن بها في كل ليلة . رواه البيهقي في شعب الإيمان

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন রাতে সূরা ওয়াক্বিয়াহ তেলাওয়াত করবে, তাকে কখনো দরিদ্রতা স্পর্শ করবে না। হজরত ইবনে মাসউদ রাযি. তাঁর মেয়েদেরকে প্রত্যেক রাতে এ সূরা তেলাওয়াত করার আদেশ করতেন। [বাইহাকি: শুআবুল ঈমান-২৪৯৮]

সূরা আর রাহমান, সূরা হাদিদ ও সূরা ওয়াক্বিয়া'র তেলাওয়াতকারীকে কেয়ামতের দিন জান্নাতুল ফিরদাউসের অধিবাসী হিসেবে ডাকা হবে। অন্য এক হাদিসে আছে, সূরা ওয়াকিয়াহ হলো: ধনাঢ্যতার সূরা, সুতরাং তোমরা নিজেরা তা পড় এবং তোমাদের সন্তানদেরকেও এ সূরার শিক্ষা দাও। অন্য এক বর্ণনায় আছে: তোমাদের নারীদেরকে এ সূরার শিক্ষা দাও। আম্মাজান আয়েশা রাযি. কে এ সূরা তেলাওয়াত করার জন্য আদেশ করা হয়েছিল।

তাছাড়া অভাবের সময় এ সূরার আমলের কথাটা তো হাদিস দ্বারাই প্রমাণিত। এমনকি বর্ণিত আছে যে হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. কে যখন তার সন্তানদের জন্য একটি দিনারও রেখে না যাওয়ার কারণে তিরস্কার করা হলো, তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন, তাদের জন্য আমি সূরা ওয়াকিয়াহ রেখে গেলাম। [ফয়জুল কাদির-৪/৪১]

সুবহানাল্লাহ! মহান রাব্বুল ইজ্জতের পবিত্র কালামের বরকত কত পাওয়ারফুল আপনি-আমি তা অনুধাবন করতে পারি কি?

তাই আসুন! আমরা সকলে সূরা ওয়াক্বিয়া পাঠের এই অতি মূল্যবান আমলটি প্রতিদিন আদায় করার চেষ্টা করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রত্যেককে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন

সংগ্রহীত ও সম্পাদিত

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৭৯১

সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ২৬

abudujanah

Senior Member

১২-০১-২০১৯

৭৬ : আল্লাহর প্রতি সুধারনা রাখার অর্থ

حسن الظنّ بالله ألا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا ذنبك .

আল্লাহর প্রতি সুধারনা রাখার অর্থ হল, তুমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে কোন আশা করবে না এবং নিজের গুনাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুকে ভয় করবে না। -হযরত আলী রাযি.

৭৭ : আপনি তো হলেন সিংহ

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : الدنيا جيفة، والأسد لا يقف على الجيف.

দুনিয়াটা হল মরা লাশ। আর সিংহ কখনো মরা লাশের পিছনে পড়ে না।-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.

৭৮ : যে ব্যক্তি শেষ রাতে নামাযের জন্য উঠতে পারে না

من لم يتحرّك جسده بالصلاة في الأسحار، فليتحرك لسانه بالاستغفار، ومن لم يتحرّك لسانه، فليتفكّر قلبه بآيات ربّه، ففي السحر يخلو القلب ويدنو الرب."

যে ব্যক্তি শেষ রাতে নামাযের জন্য উঠতে পারে না সে যেন (অন্তত বিছানায় শুয়ে শুয়েই) জিহবা দিয়ে ইস্তেগফার করে। আর যে তাও পারে না, সে যেন আল্লাহর নিদর্শনাবলী নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে। কারণ, শেষ রাতে অন্তর (সব রকমের চিন্তা ভাবনা থেকে) খালি থাকে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বান্দার কাছাকাছি আসেন। -শাইখ আব্দুল আজিজ তারিফী হাফি.

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৮৬১

কে আছে এমন যার অসংখ্য হুর প্রয়োজন?

nidaye tawhid

Junior Member

১২-২৬-২০১৯

আল্লাহ তাআলার সাক্ষাতের পরেই জান্নাতের মধ্যে যে নেয়ামত সবচেয়ে বেশি আনন্দদায়ক হবে নি:সন্দেহে তা হল, হুরেঈনার সাক্ষাৎ। দুনিয়ার মুমিন নারীদের সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জান্নাতীকে তার আমল অনুপাতে হুরেঈনা দান করবেন। জান্নাতে যারা বেশি সংখ্যক হুরেঈনা লাভ করবে তাদের অন্যতম হল, শহীদ ফী সাবীলিল্লাহ। কিন্তু হাদীস শরীফ বলে, শাহাদাত অর্জন ছাড়াও এমন একটা আমল আছে, যে আমলের বদৌলতে আল্লাহ তাআলা আমলকারীকে তার ইচ্ছামত হুরেঈনা গ্রহণ করার সুযোগ দিবেন। কী বিশ্বাস হচ্ছে না?! তাহলে চলুন হাদীসটা পড়ে নেই।

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ، دَعَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: " اسْمُ أَبِي مَرْحُومٍ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْمُونٍ"

সাহাল বিন মুআয তার পিতা মুআয থেকে বর্ণনা করেন, নবীজী সা. বলেছেন, ‘‘যে ব্যক্তি নিজ অধিনস্তদের উপর রাগ কার্যকর করার ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও রাগ নিয়ন্ত্রণ করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামাতের দিন তাকে সমস্ত মাখলুকাতের সামনে ডাকবেন এবং তাকে যত ইচ্ছা ততো হুরেঈনা নিয়ে যাওয়ার এখতিয়ার দিবেন’’ (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৭৭৯, মুহাক্কিকগণ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন, সুনানে তিরমিযীতেও হাদীসটি আছে। ইমাম নববী হাদীসটি রিয়াযুস সালেহীন এবং আযকার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।)

হাদীসের ব্যাখ্যা:

যে ব্যক্তি নিজ অধিনস্ত কারো উপর রাগ করল এবং রাগ ঝাড়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও রাগ নিয়ন্ত্রণ করত বকাঝকা-মারধোর করল না, বরং তাকে ক্ষমা করে

দিল, রাগ সংবরণ করল, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে সমস্ত মানুষের সামনে ডাকবেন এবং এই মর্মে সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিবেন যে, তার মধ্যে অধিনস্তদের উপর রাগ নিয়ন্ত্রণের মহা উত্তমগুণটি ছিল। আর রাগ নিয়ন্ত্রণের কারণে তাকে বাহবাহ দিবেন অতঃপর যত ইচ্ছা ততো হুরেঈনা নিয়ে যাওয়ার অধিকার দিবেন। এই হাদীসের মধ্যে এ কথার ইঙ্গিতও রয়েছে যে, এই গুণের অধিকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে দাখেল করাবেন এবং তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন।

তীবী রহ. বলেছেন, রাগ নিয়ন্ত্রণের প্রশংসা করা হয়েছে কারণ এর দ্বারা নফসে আম্মারাকে পরাস্ত করা হয়। এ জন্য আল্লাহ তাআলা কুরআনের মধ্যেও রাগ নিয়ন্ত্রণকারী এবং ক্ষমাকারীদের প্রশংসা করেছেন, মুত্তাকীদের গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ হচ্ছে,

}والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس{

‘আর যারা রাগ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে’ (সূরা আলে ইমরান-১৩৪)

ব্যাখ্যার জন্য দেখুন: আওনুল মা‘বুদ- শরহু সুনানি আবি দাউদ।

তাই আসুন হে ভাই! নিজ অধিনস্ত স্ত্রী-সন্তান এবং কর্মচারীদের উপর রাগ নিয়ন্ত্রণ করা শিখি আর এমন অসংখ্য হুরেঈনা জিতে নেই, যাদের উরনাটাই দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যকার সমস্ত সম্পদ থেকে দামি, যারা দুনিয়ায় উঁকি দিলে দিবাকরের আলো ম্লান হয়ে যাবে। যাদের মুখের লালা এত এত মিষ্টি হবে যে, সমুদ্রে থুথু ফেললে গোটা সমুদ্রের পানি মিষ্টি হয়ে যাবে। যারা সমবয়স্ক এবং উন্নত বক্ষের অধিকারী। সত্তরটি কাপড় পরিধান করা সত্ত্বেও যাদের হাড়ের মগজ দৃষ্টিগোচর হবে। যারা হবে সোহাগী, স্বামীভক্তা, স্বামীর প্রেমে পাগল এবং যাদের চোখ অন্যকোনো পুরুষের দিকে উঠবে না আর নিজেদের ভুবনমোহনী রূপ ও আখলাকে হাসানা দ্বারা স্বামীদের দৃষ্টিও নিজেদের দিকে ধরে রাখবে।যাদেরকে কোনো জ্বিন ও ইনসান আজতক স্পর্শ করেনি। যারা আপনার আমার জন্য জান্নাতের বাগানে দৃষ্টিনন্দন তাবুতে বসে অপেক্ষার প্রহর গুণছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সকল ভাইকে কবুল করেন। অসংখ্য অগণিত হুর প্রাপ্তির যোগ্যতা দান করেন। আমীন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৫১০০

সালাফদের আত্মশুদ্ধিমূলক অমূল্য বাণী : ২৭

abudujanah

Senior Member

১২-২৫-২০১৯

৭৯ : একিনের সর্বোচ্চ স্তর

عن علي ﷺ قال : الرضا بمكروه القضاء ارفع درجات اليقين

তাকদিরে থাকা কষ্টদায়ক বা অপছন্দনীয় অবস্থার উপর সন্তুষ্ট থাকা হল একিনের সর্বোচ্চ স্তর। হযরত আলী রাযি.

৮০ : তোমরা দান-সদকা করার মাধ্যমে তোমাদের রোগীদের চিকিৎসা করো।

قال أبو بكر الخبازي رحمه الله : مرضت مرضًا خطيرًا فر آني جار لي صالح فقال لي : استعمل قول رسول الله ﷺ" : داووا مرضاكم بالصدقة

وكان الوقت صيفًا فأشتريت بطيخًا كثيراً واجتمع جماعة من الفقراء والصبيان فأكلوا ورفعوا أيديهم إلى الله ودعوا لي بالشفاء ،

فوالله ما أصبحت إلا و أنا في كل عافية من الله تبارك وتعالى.

سير أعلام النبلاء 18/44

হযরত আবু বকর খাব্বাযি রহ. বলেন, একবার আমি কঠিন এক রোগে আক্রান্ত হই। আমার এক প্রতিবেশি যিনি বেশ ভালো লোক ছিলেন আমাকে দেখে বললেন, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা মতো আমল করুন। তিনি বলেছেন, **داووا مرضاكم بالصدقة**- তোমরা দান-সদকা করার মাধ্যমে তোমাদের রোগীদের চিকিৎসা করো।

তখন ছিল গরমের মৌসুম। আমি অনেকগুলো তরমুজ কিনে বেশ কয়েক জন গরিব মানুষ ও শিশুদেরকে একত্রিত করে খেতে দিই। তাঁরা খেয়ে দু'হাত তুলে

আল্লাহর কাছে আমার সুস্থতার জন্য দোয়া করে। আল্লাহর কসম পরের দিন সকালে আল্লাহর মেহেরবানিতে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাই।- ইমাম যাহাবী রহ.; সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৮/৪৪

৮১ : যে কোন রোগের অন্যতম চিকিৎসা।

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : مِن أعظم عِلاجات المرض : فعل الخير ، والإحسان ، والذكروالابتهال إلى الله ، والتوبة . [زاد المعاد ٤ ١٣٢ .]

তাওবা-ইস্তেগফার, আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি এবং আল্লাহর যিকির ও নেক আমল যে কোন রোগের অন্যতম চিকিৎসা। ইমাম ইবনুল কাইউম রহ.

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৫০৯৩

।।। কুরআন বোঝার মজা ।।। ১

tipo soltan

Senior Member

১০-০৬-২০১৯

।।। কুরআন বোঝার মজা ।।।

আরবীভাষা জানার সবচে উপকারী দিক হলো, কুরআন তিলাওয়াত করার সময় আল্লাহ তাআলা কী বলছেন তা আপনা আপনি বোঝা যায়। কুরআন বুঝে পড়লে সেই তিলাওয়াত অনেক বেশি প্রভাব ফেলে অন্তরে। অপার্থিব এক প্রশান্তি ছড়িয়ে পড়ে হৃদয়ের প্রতিটি অলিগলিতে। কখনো কখনো দেখা যায় নিজের অবস্থার সাথে অনেক আয়াত মিলে যায়। তখন মনে হতে থাকে, আমাকে উদ্দেশ্য করেই বুঝি এই কথাগুলো আল্লাহ তাআলা বলেছেন!

আজকে আমি সূরা মুমিনুন তিলাওয়াত করছিলাম। চেষ্টা করছিলাম তিলাওয়াতের ভেতর দিয়েই অর্থগুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে। এই সূরার শেষের দিকে এসে একটা আয়াতে আমার চোখ আটকে গেলো। আমি একবার পড়লাম। দুইবার পড়লাম। বারবার পড়লাম। তৃপ্তিতে আমার মনটা ভরে উঠলো। মনে হলো আত্মিক প্রশান্তির সরোবরে অবগাহন করে চলছি। সাতার কাটছি এপাশ থেকে ওপাশে, ওপাশ থেকে এপাশে। আমার কল্পনার পর্দায় ভেসে উঠছিলো পরিচিত অনেক ভাইদের কথা। মনে পড়ে যাচ্ছিলো অজানা-অচেনা অনেক বোনদের কথা। যারা দ্বীন মানার কারণে আপন সমাজের কাছে উপহাসের পাত্র হয় মাঝেমধ্যে। আত্মীয়-স্বজনরা তো বটেই, খোদ নিজ পরিবারের সদস্যরাও অনেক সময় তাদের নিয়ে উপহাস করে। তাদের দেখে টিপ্পনি কাটে। সুযোগ পেলেই দুইচার কথা শুনিয়ে দিয়ে খোঁচা মারতে ভুলে না। আমি নিশ্চিত, এমন ভাই-বোনেরা কুরআনের আয়াতটা চোখের সামনে রাখলে এসবকিছু তাদের কাছে তুচ্ছজ্ঞান হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমার বান্দাগণের মধ্যে একদল আছে, যারা বলে, ‘হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি। অতএব আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন ও দয়া করুন। আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।' কিন্তু তাদেরকে নিয়ে তোমরা এতো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে যে, তা তোমাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছিল আমার স্মরণ। আর

তোমরা তাদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টাই করতে। নিশ্চয় আমি আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হল সফলকাম।" [সূরা মুমিনূন : ১০৯-১১১]

এই যে দ্বীন মানার কারণে প্রায়শই হাসি-ঠাট্টার শিকার হতে হয় আমাদেরকে এর বিনিময়ে আল্লাহ পরকালে আমাদেরকে পুরস্কৃত করবেন; এরচে বড় প্রাপ্তি আর কী হতে পারে? আজকে দাড়ি রাখার কারণে কেউ হয়তো আমাদেরকে জঙ্গি বলছে, পর্দা করা শুরু করলে বলছে- লাদেন বাহিনীর সদস্য, পরকালের মহা সফলতার বিপরীতে এমব তাচ্ছিল্য অত্যন্ত তুচ্ছ। একজন মুমিন যখন কুরআনে এমন পরিষ্কার ঘোষণা পায় তার মহান রবের পক্ষ থেকে, তখন কারও কোন ঠাট্টা-মশকারি-তামাসা তাকে মনোক্ষুণ্ন করতে পারে না। দ্বীনের পথে অবিচলতাকে টলাতে পারে না। কারণ সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, এখন যাই হোক না হোক, বেলাশেষে বিজয়ের পুষ্পমাল্য গলায় পরে সফলতার হাসিটা সে-ই হাসবে।

কুরআনের সাথে আমাদের আচরণ মন্ত্রের বইয়ের মতো। খুললাম, গুনগুনিয়ে পড়লাম আর গিলাফে পুরে তাকে তুলে রেখে দিলাম। কি পড়লাম তা জানলাম না। আল্লাহ তাআলা কী বলতে চাইলেন, তা বুঝলাম না। যার ফলে দেখা যায় কেউ একজন সকালে উঠে তিলাওয়াত করেছে। তার তিলাওয়াতকৃত আয়াতে হারাম না খাওয়া, সুদের বিরুদ্ধে আল্লাহর যুদ্ধ ঘোষণা করা ইত্যাদি বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত ছিলো। কিন্তু সে এর কিছুই জানলো না। ব্যাস, কুরআন তিলাওয়াত শেষে মুসহাফটা গিলাফে পেঁচিয়ে ব্যাংক থেকে সুদ তুলতে রওনা হয়ে গেলো কিংবা অফিসে ঘুষের জন্য আটকে রাখা ফাইলটা দফারফা করে কতো ইনকাম হবে সে হিসাব কষতে বসে গেলো। এসব কারণেই দেখা যায় কুরআন আমরা তিলাওয়াত করি কিন্তু কুরআনের শিক্ষা আমাদের বাস্তব জীবনে কোন প্রভাব ফেলে না।

কুরআন বুঝে না পড়ার একটা কারণ হলো, অনুবাদ বোঝা বা তাফসীর পড়ার জন্য আলাদাভাবে সময় ব্যায় করতে হয়। আমরা তো সবাই আজকাল ত্রস্ত-ব্যস্ত। রাজ্যের কাজকাম নিয়ে ঘুরিফিরি। সো এতো সময় কই আমাদের হাতে। এই কারণে আরবীভাষা জানা থাকলে বাড়তি ফায়দা পাওয়া যায়। অনুবাদের জন্য

আলাদা সময় বের করতে না পারলেও সমস্যা নাই। তিলাওয়াতের সময় ধ্যানটা একটু অর্থের দিকে ঘুরিয়ে দিলেই হয়ে যায়।

মূলত কুরআন তিলাওয়াত একটা স্বতন্ত্র ইবাদাত। সেই কুরআনে আল্লাহ তাআলা কী বললেন তা জানা ও সেই আদেশ-নিষেধ-উপদেশ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা ভিন্ন ইবাদাত। দুইটার জন্যই আলাদা আলাদা সওয়াব রয়েছে। অনেককেই দেখা যায় সারাবছর কয় খতম করলেন সেই হিসেবে মত্ত থাকে। খতম তোলার সংখ্যাটা মোটাতাজা করাটাই তাদের কাছে মূখ্য। এটাই তাদের সুখ দেয় ও মনের ভেতর তৃপ্তির ঢেকুর জাগ্রত করে। অথচ সারাবছর অর্থ না বুঝে তিন খতম তিলাওয়াত করার চেয়ে অর্থসহ পড়ে এক খতম তিলাওয়াত করাটাই শ্রেয়। কারণ এতে ভিন্নধর্মী দুই ইবাদাতের সম্মিলন ঘটছে। নিশ্চয়ই একই স্বাদের খানা দিয়ে পেটের পুরোটা ভরাট করার চেয়ে এক স্বাদের খানা দিয়ে অর্ধেক, আর অন্য আরেক স্বাদের খানা দিয়ে বাকি অর্ধেক পুরা করা বুদ্ধিমানের কাজ।

কুরআন বুঝে পড়ার সবচে মজার দিক হলো, আপনি হঠ্যাৎ হঠ্যাৎ দেখবেন এমন কিছু কথার সম্মুখীন হচ্ছেন যেন এগুলো সরাসরি আপনাকে বলা হচ্ছে। কিংবা যেন আপনার অবস্থাটাই আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে। ধরুন, আপনার মাথায় কোন একটা গুনাহ করার চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। সে গুনাহতে আপনি এখনও জড়ান নি। তবে জড়াবেন জাড়বেন অবস্থা। এর মধ্যেই আপনি কুরআন তিলাওয়াত করতে বসলেন। আপনার সামনে এলো এই আয়াত:

"আর যে তার রবের সামনে দাড়ানোকে ভয় করে এবং নিজেকে কুপ্রবৃত্তির বাসনা চরিতার্থ করা থেকে বিরত রাখে তার অবস্থানস্থল হলো জান্নাত।" [সূরা নাযিআত : ৪০-৪১]

আপনি নিশ্চিত জেনে রাখুন, তখন এই আয়াত আপনার হৃদয়-নদে চিন্তার ঢেউ তুলবে। আপনাকে ভাবনার অতল সমুদ্রে ছুঁড়ে মারবে। বাধ্য করবে এভাবে চিন্তা করতে, একদিকে আমার সামনে জান্নাতের হাতছানি, অপরদিকে পাপের সাময়িক স্বাদের লোভ। কোনটা ছেড়ে কোনটা ধরি? বারবার এই আয়াতটা তিলাওয়াত করতে থাকুন এবং আপন মনে হিসেব কষতে থাকুন। একবার, দুইবার, তিনবার, বারবার বারাবার। দেখবেন আপনি হৃদয়ের গহীনে ঐশ্বরিক শক্তির অনুভূতি টের

পাবেন। নিজের পাপের ইচ্ছার মুখে লাগাম পরানো তখন আপনার 'বায়ে হাত কা খেল' হয়ে যাবে।

সুতরাং কুরআন বোঝার কোন বিকল্প নাই। কুরআন না বোঝা মানে হৃদয়ের দরজা তালাবদ্ধ হওয়া। যেই দরজা দিয়ে কখনো কল্যাণ-চিন্তার আগমন ঘটবে না। নিত্যনতুন মঙ্গলজনক ভাবনার উদয় হবে না। যে হৃদয় তালাবদ্ধ সে হৃদয় মাহরূম। আল্লাহ কুরআনে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন: "তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে না, নাকি তাদের অন্তরগুলো তালাবদ্ধ?" [সূরা মুহাম্মাদ : ২৪]

বড় মায়াময় প্রশ্ন। যার থেকে ঝরে পড়ে অভিমানের ছটা। কেমন যেন এতো বড় দৌলত পেয়েও আমাদের গাফেল হয়ে থাকার ফলে আল্লাহ তাআলা শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে বললেন কথাটা।

অনেকে আবার অদ্ভুব চিন্তা লালন করেন। কুরআনের অনুবাদ পড়ার পক্ষপাতী নন তারা। এ যেন হিন্দু ধর্মের পুরোহিততন্ত্রের ইসলামী সংস্করণ। কুরআনের অর্থই যদি না পড়ে, তবে কুরআনের মর্ম নিয়ে ভাববে কীভাবে? যদি বলেন, এই ভাবনার দরকার নাই তাহলে প্রশ্ন আসে, না ভাবলে হৃদয় তালাবদ্ধ হয়ে থাকার কথা আল্লাহ তাআলা কেন বললেন? বুঝা গেলো এটা ফাও কথা। বরং আমাদের অর্থ পড়তে হবে। কুরআন বুঝতে হবে। কুরআন নিয়ে ভাবতে হবে। তবে হ্যাঁ, কোন কিছু বুঝে না আসলে বা জটিল মনে হলে আলেমদের কাছে যেতে হবে। নিজে নিজে পণ্ডিতি করার সুযোগ নাই। হয়তো কেউ কেউ স্ব-পণ্ডিত হয়ে যান বিধায় অনেকে কুরআনের অনুবাদ পড়তে বারণ করেন। এটা কেমন যেন মাথা ব্যাথার চিকিৎসাস্বরূপ মাথা কেটে ফেলা দেবার মতোই। আমাদেরকে এসকল প্রান্তিকতার বৃত্ত থেকে মুক্ত হয়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে। এটিই হলো সীরাতে মুস্তাকীম।

কয়েক বছর আগে রমজানে তারাবির পর প্রতিদিন পঠিত অংশের এক দুই আয়াত নিয়ে কিছু কথা আলোচনা করতে হত আমাকে। শেষের দিন আমি চাইলাম তাদেরকে এমন কিছু বলি যা সুদূরপ্রসারী হবে। তাদেরকে যা বলেছিলাম সেগুলোই এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

সুরা ফাতেহা হল কুরআন নামক শহরের প্রবেশ পথ। তারপরের সুরাটির নাম বাকারা। যার মানে হল গরু। এটি একটি নির্বোধ প্রাণী। যার ভালো-মন্দ, সঠিক-

বেঠিক ও কল্যাণ-অকল্যাণের কোন জ্ঞান নেই। তাকে ডানে যেতে বলা হলে সে যায় বামে। বামে যেতে বলা হলে যায় ডানে। সে বৈধ-অবৈধ বুঝে না। যারতার ফসলে মুখ ঢুকিয়ে দেয়। তো কেমন যেন, একজন মানুষ কুরআনের সংস্পর্শে আসার আগ পর্যন্ত তার অবস্থা একটা নির্বোধ গরুর মতোই। তারমধ্যে ভালো-মন্দ ও সঠিক-বেঠিকের কোন জ্ঞান থাকে না। তার জীবনটা হয় সেচ্ছাচারিতায় পরিপূর্ণ।

তারপর গরুর মতো নির্বোধ একজন ব্যক্তি কুরআন নামক শহরটির রাস্তা ধরে এগুতে থাকে। আস্তে আস্তে এক আয়াত করে করে সামনে বাড়তে থাকে এবং সেসব আয়াতে পাওয়া হুকুম-আহকাম, আদেশ-নিষেধ, উপদেশ-নসীহতগুলো গ্রহণ করে নেয়। নিজের জীবনে সেগুলোর বাস্তবায়ন ঘটায় এবং দেখতে দেখতে এক সময় সে শহরের শেষ ফটকে পৌঁছে যায়। যার নাম হল সুরা নাস। নাস শব্দটি ইনসান শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হল মানুষ। তারমানে যে লোকটি কুরআনের কাছে আসার সময় গরুর মতো নির্বোধ ছিল, তার ভালো-মন্দের জ্ঞান ছিল না, পুরো শহর ঘুরে শেষ প্রান্তে আসার পর এখন আর সে গরুর মতো নির্বোধ নয়। বরং জ্ঞানসম্পন্ন একজন মানুষে পরিণত হয়েছে। তার এখন সঠিক-বেঠিকের বুঝ আছে। কুরআনের সুরাগুলোর ধারাবিন্যাসের মাঝেই কেমন যেন আমাদেরকে এই ইঙ্গিতটা দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন হল, বহু লোককেই তো দেখি সারাজীবন বহুবার কুরআন খতম করেছেন। কিন্তু কই, তারা তো মানুষের কাতারে আসতে পারে নি! কুরআন তার জীবনে কোন পরিবর্তনই আনে নি। সে আগের মতোই মিথ্যা বলে। মানুষকে গালি দেয়। মা-বাবাকে কষ্ট দেয়। সুযোগ পেলে চুরি করে। অন্যের সম্পদ মেরে দেয়। গরুর মতোই সে নির্বোধ রয়ে গেছে। আসলে খোঁজ নিলে দেখা যাবে, এই লোক শুধুই কুরআন অন্ধের মতো পড়ে গেছে। এর অর্থ জানার চেষ্টা করে নি কোনদিন।

সকালে সে যে আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেছে সেখানে বলা হয়েছিল, তোমরা মা-বাবাকে উফ পর্যন্ত বলো না। অথচ সে কুরআন তেলাওয়াতটা শেষ করেই মা-বাবার সাথে কটুবাক্যে কথা বলা শুরু করলো। একটু আগে সে পড়েছিল, আল্লাহর নাফরমানি করো না। তবে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। সে কুআরনটা গিলাফে ভরেই টিভির রিমোট হাতে নিয়ে হিন্দি সিনেমা দেখতে বসে গেল। কিংবা অফিসে গিয়ে ঘুষ নেওয়ার ধান্ধায় ডুবে গেল। আজ যদি সে যতোটুকু তেলাওয়াত করেছে তার

অনুবাদটাও পড়ে নিতো সাথে, তবে মা-বাবার সাথে কটুবাক্যে কথা বলতে গেলেই তার মনে আসতো, একটু আগেই না এই বিষয়ে কুরআন আমাকে নিষেধ করেছিল! তদ্রুপ সিনেমা দেখতে বসার আগে বা অফিসে ঘুষের টাকাটা নেওয়ার সময় মনের পর্দায় ভেসে উঠতো সকালের পঠিত আয়াতের হুশিয়ারি বাক্যগুলো। ফলে সে পাপটা করতে পারতো না। করলেও তার ভেতরে ভয়টা থেকে যেত। যা তাকে পরবর্তীতে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাওয়ার পথে নিয়ে যাবার এটা সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যেহুতু সে কুরআন নামক শহরটাতে ভ্রমন করেছে চোখ বন্ধ করে। কুরআনে কি বলা হয়েছে এটা সে জানতে পারে নি তাই কুরআনের শিক্ষাগুলো তার জীবনে কোন প্রভাব ফেলে নি। সে রয়ে গেছে আগের মতোই।

মূলত অর্থ না বুঝে শুধু তেলাওয়াত করাও একটা ইবাদাত। এটা অস্বীকার করার বা খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। এর জন্যও প্রতি অক্ষরে কমপক্ষে দশ নেকি পাওয়া যাওয়ার কথা হাদিসে এসেছে। তদ্রুপ কুরআনে গচ্ছিত বিষয় থেকে শিক্ষা নেওয়া, সেগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করাও আরেকটা ইবাদাত। এটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আল্লাহ তাআলা কতো দরদের সাথে বলছেন, নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং কোন উপদেশ গ্রহণকারী নাই কি! সুবহানআল্লাহ, কতো মায়াভরা আহবান।

তো যারা শুধু তেলাওয়াত করে তাদের একটা ইবাদাত হয়। আর যারা তেলাওয়াত করে এবং অর্থ না বুঝলে পঠিত অংশের অনুবাদ, সুযোগ হলে সাথে সংক্ষিপ্তাকারে হলেও তাফসিরটাও দেখে নেয় তাদের হয় দুইটা ইবাদাত। এরাই হচ্ছে বেশি সফলকাম। তাই যিনি দৈনিক দুই রুকু তেলাওয়াত করেন তিনি যদি তার স্থলে এক রুকু তেলাওয়াত করেন এবং অপর রুকুর স্থলে পঠিত রুকুর অনুবাদ পড়ে নেন সেটাই হবে বেশি ফলপ্রসু ও উপকারী।

আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে বলছেন, তারা কেন কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না, নাকি তাদের অন্তরগুলো তালাবদ্ধ! এই আয়াত থেকেও বুঝে আসে তেলাওয়াতের পাশাপাশি পঠিত অংশটুকুর অর্থ জেনে নেওয়াটা আমাদের জন্য কতোটা গুরুত্ব বহন করে। তাই আসুন, আমরা শুধু তিলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে অর্থ জানার প্রতিও মনোযোগী হই। সারাজীবন শুধু এক ধরনের ইবাদাত

না করে দুই ধরনের ইবাদাতে সচেষ্ট হই। তবেই পঞ্চাশ পঞ্চাশে আমাদের কুরআন তেলাওয়াত একশত ভাগ পূর্ণতা লাভ করবে।

আমার কথাগুলো শেষ হবার পর দেখেছিলাম শ্রোতারা জ্বলজ্বলে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের মুখাবয়বে অন্য রকম প্রশান্তির ছাপ।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৩৪৮

তোমার সব সমস্যার এক সমাধান!

tipo soltan

Senior Member

১০-০৯-২০১৯

.

একবার বিখ্যাত তাবেঈ হাসান বাসরি (রাহ.) বসা ছিলেন। একজন লোক এসে বললেন, জনাব! আমি জীবনে অনেক গুনাহ করেছি, কীভাবে আমার জীবনের সব গুনাহ মাফ করাতে পারবো?
তিনি বললেন, "যাও এবং ইস্তিগফার (আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা) করো।"

.

একজন লোক এসে বলল, অনেকদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে না, এমন কোন আমল বলে দিন যা করলে আল্লাহ বৃষ্টি দিবেন।
তিনি বললেন, "যাও এবং ইস্তিফগার করো।"

.

একজন লোক এসে বলল, আমি ঋণে জর্জরিত। আমি কাজ করছি, আপনি আল্লাহর কাছে দুয়া করুন যেন তিনি আমাকে সম্পদ দান করেন এবং আমি ঋণমুক্ত হতে পারি।
তিনি বললেন, "যাও এবং ইস্তিগফার করো।"

.

একজন লোক এসে বলল, আমি চাই আল্লাহ যেন আমাকে সন্তান দান করেন। আপনি দুয়া করুন।
তিনি বললেন, "যাও এবং ইস্তিগফার করো।"

.

একজন লোক এসে বলল আমার একটি বাগান আছে। আপনি দুয়া করুন যেন আমার বাগানে আল্লাহ ফল বেশি করে দেন।
তিনি বললেন, "যাও এবং ইস্তিগফার করো।"

.

একজন লোক এসে বলল, আমার ঘরে যদি পানি থাকতো তাহলে খুব ভালো

হতো।
তিনি বললেন, "যাও এবং ইস্তিগফার করো।"

.

হাসান বাসরি (রাহ.)-এর এক ছাত্র পাশেই বসা ছিলেন। তিনি এসব দেখে চিন্তা করতে লাগলেন, "কেন সবাইকেই হযরত বিভিন্ন সমস্যার একই সমাধান বলছেন?!"।
ছাত্রটি হাসান বাসরিকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন আপনি সকল সমস্যার একটাই সমাধান দিচ্ছেন?
হাসান বাসরি (রাহ.) মুচকি হেসে বললেন, কেন বেটা! তুমি কি আল্লাহ তাআলার এই বাণী পড়নি?-

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا

অতঃপর বলেছি, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا

তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা বর্ষণ করবেন,

وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا

তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন, তোমাদের জন্যে উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্যে নদীনালা প্রবাহিত করবেন। [সূরা নূহ: ১০-১২]

.

মুসলিম আন্দালুসের (স্পেনের) সুপ্রসিদ্ধ মুফাসসির ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর তাফসির "আল জামি' লি-আহকামিল কুরআন"-এ উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা

করেছেন।

.

হাফিয ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহ.) বলেন,

"ইস্তিগফার (আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা) হলো সবচেয়ে বড় নেককাজগুলোর অন্যতম; এর ব্যাপ্তি এতো বেশি যে, যখনই কেউ নিজের ইবাদাত, কথা ও কাজে ত্রুটি খুঁজে পায় অথবা তার রিযিকে স্বল্পতা পায় কিংবা তার হৃদয় থকে অশান্ত, তার উচিত তৎক্ষণাত ইস্তিগফারে লেগে যাওয়া।"

[মাজমূ'উ ফাতাওয়া: ১১/৬৯৮]

'

ইস্তিগফার এভাবে করতে পারেন--

"আসতাগফিরুল্লাহ" (বেশি পরিমাণে বলতে থাকা) ***أستغفر الله** শুধু

***أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم و أتوب إليه**

আসতাগফিরুল্লা-হাল্লাযি লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূমু ওয়া আতূবু ইলাইহি।

***أستغفر الله و أتوب إليه**

আসতাগফিরুল্লাহা ওয়া আতূবু ইলাইহি।

***رب اغفرلي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم**

রাব্বিগ ফিরলি ওয়া তুব 'আলায়্যা, ইন্নাকা আনতাত তাও-ওয়াবুর রাহীম।

.

[আরবি টেক্সট এর সাথে মিলিয়ে উচ্চারণ করুন, না হয় শুদ্ধ উচ্চারণ করতে পারবেন না।]

.

সর্বোত্তম ইসতিগফার হলো, সাইয়িদুল ইসতিগফার। সেটি সকাল এবং রাতে অর্থ বুঝে মনযোগসহ পড়লে এবং সেদিন রাতে বা দিনে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ্ তাকে জান্নাত দিবেন। [সহিহ বুখারি: ৬৩০৬]

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের ইসতিগফারময় জীবন যাপনের তাওফিক দান করুন। আমিন।

সাইয়্যেদুল ইস্তেগফার:

( )اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَ أَنَا عَبْدُكَ وَ أَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَ أَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْلِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ (

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! তুমি আমার পালনকর্তা। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার দাস। আমি আমার সাধ্যমত তোমার নিকটে দেওয়া অঙ্গীকারে ও প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হ’তে তোমার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আমার উপরে তোমার দেওয়া অনুগ্রহকে স্বীকার করছি এবং আমি আমার গোনাহের স্বীকৃতি দিচ্ছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা তুমি ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করার কেউ নেই’।

সূত্র : বুখারী, মিশকাত হা/২৩৩৫ ‘দো‘আ সমূহ’ অধ্যায়-৯, ‘ইস্তিগফার ও তওবা’ অনুচ্ছেদ-৪।

- সংগৃহীত

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৩৬৯

শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষাকে পুঁজি করে শয়তান আমায় ধোঁকায় ফেলে দিচ্ছে নাতো...!?

salman rumi

Senior Member

১০-২৪-২০১৯

আমার শাহাদাহ-'র আকাঙ্খা, অথচ গুনাহ ছাড়ার ব্যাপারে আমার কোন ফিকির নেই। শয়তান এভাবে ধোঁকা দেয় যে,শহীদ হলে তো সব গুনাহ মাফ... যা ইচ্ছা করে নেয়া যায় (!)

আমার কি খবর আছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ব্যাপারে কি বলেছেন? "নির্বোধ হলো ঐ ব্যক্তি, যে নিজেকে প্রবৃত্তির অনুসারী বানায় আর আল্লাহর কাছে বড় বড় আশা রাখে"

আল্লাহর কাছে আশা রাখতে নিষেধ নেই,বরং তা ফরজ।কিন্তু তাই বলে.....!

আমি ভুলে যাই ঐ লোকের ঘটনা, যে প্রাণপণ লড়াই করেও শেষ মুহূর্তে আত্মহত্যা করে মারা যায় এবং শাহাদাতের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়। ভুলে যাই ঐ ব্যক্তির ঘটনা, প্রবৃত্তিকে দমাতে না পারার কারণে যুদ্ধের ময়দানে চাদর চুরি করে এ সৌভাগ্য হারায়। ভুলে যাই ওই লোকের ঘটনা, অনুচিত মুখ চর্চার কারণে যার শাহাদাতের ব্যাপারে নবীজির (সা.)হয়েছে তা প্রকাশ করেন।

যে ঈমান আমাকে ছোট ছোট গুনাহ থেকে বাঁচাতে পারছে না, কষ্টের সময় ওই ঈমান যদি আমাকে আত্মহত্যা থেকে বাঁচাতে না পারে!?জিহাদের ময়দানে যদি কোন গুনায় জড়ানো থেকে বাঁচাতে না পারে!?

তাই আল্লাহকে ধোঁকা দেয়া(!) বন্ধ করতে হবে, এখন থেকেই এবং এই মুহূর্ত থেকে প্রবৃত্তি দমনের প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। তখন গিয়ে আল্লাহর প্রতি আশা রাখাটা আমার যথার্থ হবে।

এত বড় একটা দৌলত আল্লাহর কাছে আমি আশা করছি, অথচ তার সঙ্গে খেলা করছি! মনে রাখা উচিত তাঁকে ঠকাতে চাইলে নিজেকেই ঠকানো হয়।

আল্লাহ তাআলা আমাকে সবার আগে ফিরে আসার তৌফিক দিন!

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৫১৭

*****